রসূলুল্লাহ্ স. এর মক্কা-বিজয়

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্

রসূলুল্লাহ্ স.-এর মক্কা বিজয়

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হিজরী পনরো শত বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মক্কা বিজয়
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্
ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ১১৭৭
ই. ফা. গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৬৩

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৮২
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪; ভাদ্র ১৩৯১; জিলহজ্ব ১৪০৪

প্রকাশক ঃ
হাফেজ মঈনুল ইসলাম
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—২।

মুদ্রণে ঃ লেখাঘর প্রেস
২৪, শ্রীশ দাস লেন,
ঢাকা—১।

বাঁধাইয়ে ঃ দেশারী বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
২৭, শ্রীশ দাস লেন,
ঢাকা—১।

মূল্য ঃ বারো টাকা মাত্র।

RASULULLAH SM -ER MECCA BIJOY : The Conquest of Mecca by Rusulullah (Sm.) written by Mohammad Abdullah, in Bengali and published by The Islamic Foundation Bangladesh to celebrte the 15th century Al Hizra.
Price : Taka 12·00 $. 1·00 September 1984

প্রকাশকের কথা

ফতেহ মক্কা বা মক্কা বিজয় প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিজয়। এই বিজয় দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর জীবনের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করেন। সুতরাং ফতেহ মক্কা রসূল জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। সেই ঘটনার কথা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বর্তমান গ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। নানা তথ্যের সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তব্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। গ্রন্থটির এটি দ্বিতীয় সংস্করণ এটি সকল মুসলিমের ইতিহাস-সচেতন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আল্লাহ্ আমাদের এই ইতিহাস উপলব্ধির তওফিক দান করুন।

প্রথম সংস্করণের লেখকের কথা

আলহামদু লিল্লাহি ফতেহ মক্কা বা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মক্কা বিজয় মুসলিম ভাইদের সামনে উপস্থিত করিতে পারিয়া আল্লাহ্‌র শুকর আদায় করিতেছি। ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। আল্লাহ্‌র কিতাব ছাড়া নিখুঁত নির্ভুল কোন কিতাব নাই। তবে আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মক্কা বিজয় বিখ্যাত মৌলানা মরহুম আবদুর রউফ দানাপুরী লিখিত اصح السير (অর্থাৎ সবচেয়ে বিশুদ্ধ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জীবন চরিত), যাহা বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত ও দেরায়াতের মাধ্যমে লিখা হইয়াছে, কিতাব হইতে অধিকাংশ বিষয়বস্তু সংকলন করিয়াছি কাজেই বিষয়বস্তুর মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি না থাকাই স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তাঁহার দরজা বুলন্দ করুক। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মক্কা বিজয় লিখার উদ্দেশ্য হইল মক্কা বিজয়ের ঘটনাবলী মুসলিম জাতির মধ্যে বিজয়ের অনুপ্রেরণা দিবে। বিজয়ের পর তিনি তাঁহার দুষমনের সঙ্গে ক্ষমার যে আদর্শ দেখাইয়াছেন ইহা নজীরবিহীন। যাহারা ১৩টা বৎসর একটা কলেমায়ে হকের জন্য তাঁহার ও তাঁহার অনুসারিদের উপর অত্যাচারের পাহাড় ভাঙিয়াছিল, দেশান্তর করিয়াছিল, মাতৃভূমিতেও থাকিতে দিল না, তাহারা যখন পরাজিত হইয়া প্রায় নবীর দয়ার ভিখারী হইয়াছিল তখন তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়া বলিলেন لا تثريب عليكم اليوم আজ তোমাদের উপর কোন তিরস্কার বা মালামত নাই। মক্কা বিজয়ী রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঐদিন মানবতার মূল্যবোধের প্রতি যে আদর্শ দেখাইলেন ইতিহাসে ইহার নজীর নাই। আধুনিক যুগের মানবতার দাবীদারদের জন্য যাহারা বিজয়ী হইয়া শত্রুকে নির্মূল করার অভিযানে মাতাল হইয়া পড়ে নিশ্চয়ই তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। আল্লাহ্ আমার এই পরিশ্রমটুকু কবুল করুন, আমার ভুল-ত্রুটি মাফ করুন, ইহাই কাম্য। পরিশেষে আমি ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর সহযোগী

অধ্যাপক সৈয়দ আলী নকী সাহেব, হেকীম মৌলানা মোঃ মুসা সাহেব ও মুসলিম পেপার কর্পোরেশনের আলহাজ্জ সালাহ উদ্দীন সাহেব মহোদয়গণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ—যাহারা করজে হাসানা দিয়া বইখানা ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তাহাদের আন্তরিকতার সওয়াব দান করুন। আখেরুদ্দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ্।

ঢাকা ঃ ২০-৯-৮২ ইং

মোহাম্মদ অবিদুল্লাহ্
ইমাম আজিমপুর কবরস্থান
শাহী মসজিদ, ঢাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণের লেখকের কথা

১৯৮২ সালের অক্টোবরে আমার বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দু'বছর পরে বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। সহৃদয় পাঠক যে বইটি অতি আদরে গ্রহণ করেছেন বইটি দ্রুত নিঃশেষিত হওয়াই তার প্রমাণ। আশা করি এর ২য় সংস্করণ ও সমান সমাদরে গৃহীত হবে।

বইটির ২য় সংস্করণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ছেপেছেন। মেহেরবানী করে তাঁরা এই বই প্রকাশ করাতে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে অনেক কল্যাণকর কাজ করার তওফিক দান করুন—এটাই আমার আন্তরিক দোয়া।

ঢাকা : ১৪ ৮-৮২ ইং

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্
ইমাম আজিমপুর কবরস্থান
শাহী মসজিদ, ঢাকা।

ভূমিকা

মক্কা বিজয় পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়। এই বিজয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব রাজ্য অধিকার বা শত্রুর পরাজয়ে নয় বরঞ্চ শত্রুকে জয় করার মধ্যে। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মহানবী রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নেতৃত্বে কাফির বা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এই বিজয় প্রকৃতপক্ষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়। যে সত্যের বাণী মহানবী রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রচার করিয়াছিলেন উহা ছিল তাওহিদের বাণী। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" ইহাই ছিল এই বাণীর মূলমন্ত্র। ইহার আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ। কিন্তু ইহার অর্থ অনেক ব্যাপক। ইবাদতের গূঢ় তত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত আছে। আল্লাহ্ 'রব্ বা প্রভু' এবং মানুষ তাঁহার 'বান্দা' বা আজ্ঞাবহ দাস। মুহাম্মদ (সঃ) তিনি যাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁহার নির্দেশ পাঠাইয়াছেন। পার্থিব জগতের সকল কর্ম একমাত্র আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টির জন্যই হইবে। ছালাত বা ছাওম, জাকাত বা হজ্জ কোন কিছুই ইবাদতের মধ্যে গণ্য হইবে না যদি উহা আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে করা হয়।

মহানবীর আবির্ভাবের প্রাক্কালে সমগ্র আরবদেশ কুসংস্কার-এ আচ্ছন্ন ছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সকল প্রকার চেতনাবোধের অভাব ছিল আরববাসীদের মধ্যে। এক আল্লাহ্র ধারণা তাহাদের ছিল না বরঞ্চ তাহারা বহু দেব-দেবীর উপাসনা করিত। তাহারা মনে করিত যে, এই দেব দেবীরাই তাহাদের রক্ষক, আশ্রয়দাতা। আরবদের এই ধারণার বিরুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ঘোষণা করিলে তাহারা ইহা গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা চিরাচরিত প্রথার বিরোধিতা করিতে সাহস করিল না অথবা ইহার বিরোধিতা করা মহাপাপ মনে করিল। মহানবী কখনই বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাদের ধারণার পরিবর্তন করার প্রয়াস পান নাই বরঞ্চ তাহাদিগকে বুদ্ধি ও বিবেকের দ্বারা মিথ্যা পরিহার করিয়া সত্যকে গ্রহণ

করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি কখনই অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কামনা করেন নাই কিন্তু নতুন মুসলমানদিগকে মিথ্যার সংগে আপোষ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কুরাইশগণ যখন তাহাদের পূর্বপুরুষদের প্রথা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা করিল তখন তাহারা ইসলামের ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর হইল ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইসলামকে রক্ষার মানসে মহানবী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ জয়ের বাসনা অথবা রাজ্য বিজয়ের কোন অভিলাশ ছিল না। তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। এই সত্য প্রতিষ্ঠা কালেই তিনি মক্কা হইতে মদীনায় হিযরত করেন। সেখানে একটি সনদ (Charter of Medina) এর মাধ্যমে মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী সবাইকে একটি সম্প্রদায়ভুক্ত করেন ও শান্তির বাণী তিনি প্রচার করেন। দিন দিন ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে ও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ইসলামের অগ্রগতিতে কুরাইশরা আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়ে ও ইসলামের ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর হয়। একের পর এক বদরের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ ও খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইসলামের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। হোদায়বিয়ার সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা এমন কি কতিপয় মুসলমানও এই ধারণা করিয়াছিল যে, মুসলমানদের অবমাননা হইয়াছে ও ইসলামের প্রসার ব্যাহত হইবে। কিন্তু ইসলামের অগ্রগতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে কুরাইশরা বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন সময়ে সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করিল। মহানবী সন্ধি করিয়া যুদ্ধের বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ও একনিষ্ঠভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

ইসলাম ধর্মের আহবান তিনি আরবদেশের বাইরেও দিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধি ভঙ্গ করিয়া কুরাইশরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ফলেই মক্কা অভিযানের পরিকল্পনা। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে এই বিজয় সংঘটিত হয়। এই বিজয়ে প্রকৃতপক্ষে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কুসংস্কারে আবৃত, মিথ্যার ধূম্রজালে আচ্ছাদিত সমগ্র আরববাসী তথা বিশ্ববাসী সত্যের সন্ধান লাভ করিল। পশুত্বের উপর মনুষ্যত্বের, মিথ্যার উপর সত্যের জয় হইল।

এই বিজয় ইহাও প্রমাণ করিল যে রক্তপাত বিজয়ীর গৌরব বৃদ্ধি করে না। বরং ক্ষমার মধ্যেই প্রকৃত বিজয়।

মহানবীর এই বাণী একতার ও সংহতির, শান্তির ও সমৃদ্ধির। এই বাণী অনুসরণের মধ্যেই পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জগতে মানুষের কামিয়াবী নিহিত। মহানবী রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মানুষের মনের বিকাশ সাধন করিয়া এই সত্যকে উদঘাটন করিয়াছিলেন। মক্কা বিজয় এমন এক বিজয় যাহার দ্বারা মানুষের হৃদয়ের পর্দা উন্মোচিত হয় ও তাহারা মিথ্যাকে পরিহার করিয়া সত্যকে গ্রহণ করে। সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ তাহারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় ও ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য তাহারা বুঝিতে পারে। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وجاء الحق وزهق الباطل - ان الباطل كان زهوقا

সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হইবে।

"ফতেহ্ মক্কা" এই পুস্তিকায় লেখক মওলানা আবদুল্লাহ্ কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক প্রামাণ্য তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। পুস্তিকাটি উপভোগযোগ্য এবং আমি আশা করি পাঠক ইহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। ঐতিহাসিক দিক হইতে ইহা সম্পূর্ণ নির্ভুল ;

সৈয়দ আলী নকী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা ও
গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ঢাকা—৬-৯-১৯৮২

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	বাইয়াতুর রেজাওয়ান	৩
২।	আলাপ আলোচনা	৪
৩।	কুরবানী	১২
৪।	ফতেহ্ মুবীন	১২
৫।	মক্কায় অবস্থান নির্যাতিত মুসলমান	১৪
৬।	কুরাইশগণের চুক্তিভঙ্গ	১৬
৭।	আবু সুফিয়ানের লড়াই বন্ধের চেষ্টা	১৭
৮।	মক্কাবাসীর নিকট হাতেব বিন আবু বালতার চিঠি	১৯
৯।	মদীনা হইতে রওয়ানা	২৩
১০।	হযরত আব্বাস ও আবু সুফিয়ান	২৪
১১।	আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ	২৫
১২।	মক্কায় প্রবেশ	২৯
১৩।	বায়তুল্লায় প্রবেশ	৩০
১৪।	হাযাবা ও সেকায়া	৩৫
১৫।	কাবা ঘরে প্রথম আযান	৩৬
১৬।	সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	৩৭
১৭।	মূর্তি ভাঙা	৪১
১৮।	খালেদ বিন্ অলিদ ও বনী জাযিমা	৪২
১৯।	অফুদের আলোচনা	৪৩
২০।	রাজা বাদশাহদের নিকট রসুলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দাওয়াতী চিঠি	৭১

রসূলুল্লাহর মক্কা বিজয়

ফতেহ মক্কা আলোচনার পূর্বে ছোলেহ্ হোদাইবিয়ার আলোচনা করিতে হয় কারণ ছোলেহ্ হোদাইবিয়া ফতেহ্ মক্কার ভূমিকা। হযরত নাফে (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, ছোলেহ্ হোদাইবিয়া হিজরতের ছয় বৎসর পর সংঘটিত হয়। ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইল, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটি খাব দেখিলেন যে, সাহাবীদের নিয়া তিনি হজ্জ করিতেছেন এবং কাবার ঘরের চাবি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। সাহাবীদের কেহ মাথা কামাইতেছেন কেহ মাথার চুল কর্তন করিতেছেন। রসূলুল্লাহ এই খাব সাহাবীদের বয়ান করিলেন এবং হুকুম দিলেন, "তোমরা ওমরা করার জন্য প্রস্তুত হও।" আনসার ও মুহাজেরিন সহ ১৪ শত লোকজনকে সঙ্গে নিয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ওমরা করার নিয়তে মক্কার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। জুল্ হোলাইফা নামক স্থানে পেঁাছিয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিসির বিন্ সুফিয়ান্ নামীয় বনি খোজায়ার এক ব্যক্তিকে কুরাইশদের গতিবিধির খবর আনার জন্য গুপ্তচর হিসাবে পাঠাইলেন। তিনি খবর দিলেন, "কুরাইশগণ আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতেছে, ফৌজ জমা করিতেছে, চতুষ্পার্শের বিভিন্ন এলাকা হইতে যোয়ান্‌দিগকে একত্র করিতেছে। তাহারা আপনাকে বাইতুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশ করিতে দিবে না।" রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন, তোমাদের কি মত? মক্কার আশে পাশের যাহারা কুরাইশদের সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলায় একত্রিত হইয়াছে তাহাদের বাড়ীঘরের উপর আক্রমণ করিয়া দেওয়া হউক। তাহা হইলে তাহারা নিজ নিজ বাড়ীর চিন্তায় বিক্ষিপ্ত

হইয়া পড়িবে। অথবা বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হইতে থাকি যাহারা বাধা দিতে আসিবে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) আরজ করিলেন, "ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! আমরা কাহারও বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য বাহির হই নাই। তবে যে কেহ আমাদের ও বাইতুল্লাহর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিবে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়িব।" রসূলুল্লাহ্‌ সিদ্দীক (রাঃ) এর পরামর্শের উপর আমল করিলেন। তিনি সাহাবীদের অগ্রসর হইবার হুকুম দিলেন। ছান্‌ওয়াতুল মারার পর্যন্ত পৌঁছিলে প্রিয় নবীর কুছওয়া নামীয় উটটি বসিয়া পড়িল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইহা উঠিল না। রসূলুল্লাহ্‌ ফরমাইলেন, আস্‌হাবে ফিল্‌কে যে শক্তি বাধা দিয়াছিল আমার উটকে তিনিই বাধা দিয়াছেন। (হাতীর মালিক যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ ধ্বংসের জন্য আসিয়াছিল—যাহাকে আবাবীল পাখীর দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল।) তৎপর তিনি সাহাবীদেরকে ফরমাইলেন আমি আল্লাহ্‌ তায়ালার কসম করিয়া বলিতেছি কুরাইশ যে কোন শর্তে আমার সঙ্গে মীমাংসা করিবে আমি আল্লাহ্‌র ঘরের সম্মানার্থে মানিয়া নিব। তৎপর উট উঠিয়া গেল এবং চলিতে শুরু করিল। হোদাইবিয়া নামক স্থানে গিয়া উটটি স্বেচ্ছায় থামিয়া গেল। ঐ স্থানে একটি পুরাতন কূপ ছিল। ইহাতে পানি ছিল অত্যন্ত কম। ইহার পানি খতম হইয়া গেলে সাহাবীরা পিপাসায় কাতর হইয়া পানি পানি বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। প্রিয় নবী তাঁহার তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া ইহাতে ফেলিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এত পানি হইল যে সমস্ত লস্কর পানি পান করিয়াও অন্যান্য জরুরতও পূরা করিলেন।

তৎপর প্রিয় নবী কুরাইশদের নিকট লোক পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রথমতঃ হযরত ওমর (রাঃ) কে বলিলেন, "তুমি যাও"। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ মক্কাতে আমার বংশ বনী কাবের কেহ নাই—শত্রুরা আমাকে আক্রমণ করিলে আমার সাহায্যের জন্য কেহ আগাইয়া আসিবে না। আপনি উসমানকে পাঠান।" প্রিয় নবী হযরত উসমানকেই পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন, "তুমি তাহাদেরে যাইয়া বল আমরা একমাত্র উমরাহ্‌ করার জন্য আসিয়াছি লড়াইয়ের কোন উদ্দেশ্য নিয়া আসি নাই। তাহাদের

ইসলামেরও দাওয়াত দিও এবং যে সব মুসলমান পুরুষ স্ত্রী মক্কাতে কাফেরদের নির্যাতনে আছে তাহাদিগকে সুসংবাদ দিও—আল্লাহ্ তায়ালা তাড়াতাড়িই ইসলামকে মক্কার উপরে গালেব করিবেন।"

হযরত উসমান মক্কার পথে চলিতে লাগিলেন। পথে হযরত আব্বান বিন্ ছাদ্ বিন্ আছ্ তাঁহাকে ঘোড়ার উপর উঠাইয়া তাহার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়া মক্কায় পেঁাছাইয়া দিল (কারণ মক্কা তখন মুসলমানের জন্য দারুল হরব বা শত্রুর দেশ)। হযরত উসমানের যাওয়ার পর সাহাবীরা আরম্ভ করিলেন, 'ইয়া রসুলুল্লাহ্', উসমান ত আমাদের আগে তওয়াফের সুযোগ পাইয়া ফেলিল। রসুলুল্লাহ ফরমাইলেন, 'আমি মনে করি না যে আমরা আট্কা আছি' এমতাবস্থায় উসমান আমাদিগকে ফেলিয়া তওয়াফ করিয়া ফেলিবে।' সাহাবীরা বলিলেন, সুযোগ পাওয়ার পর তওয়াফ করিতে তাহাকে কে বাধা দিবে?' রসুলুল্লাহ্ ফরমাইলেন, তাহার আন্তরিকতা তাহাকে বাধা দিবে। আমাদের ফেলিয়া সে তওয়াফ করিবে না।'

বাইয়াতুর রেজ্বাওয়ান

হোদাইবিয়ার প্রান্তরে উভয় দলীয় লোক সমবেত হইয়াছিল। কোন একজন একদলের উপর তীর মারিয়া দিলে উভয় দিক হইতে কতক্ষণ তীর এ পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হইল। একটা গুজব ছড়াইয়া গেল যে হযরত উসমানকে কাফেররা হত্যা করিয়াছে। প্রিয় নবী ঐ সময় একটি বৃক্ষের নীচে বসিয়াছিলেন। সাহাবীরা তাঁহার আসে পাশে একত্রিত হইতে লাগিলেন। প্রিয় নবী (সঃ) মুসলমানদের এই কথার বাইয়াত নিতে লাগিলেন যে যদি লড়াই আরম্ভ হয় তবে কেহই ভাগিতে পারিবে না—মরিয়া হইয়া লড়াই করিবে। রসুলুল্লাহ্ (সঃ) মুসলমানদের শাহাদতের উপর বাইয়াত নিতে লাগিলেন। সর্বপ্রথম আবু সানান আসাদী রসুলুল্লাহ্র হাতে বাইয়াত করিলেন। ছল্মা বিন আকু তিনবার বাইয়াত করিয়াছিলেন। সমস্ত মুসলমানই বাইয়াত করিয়াছিলেন। একটি মাত্র লোক বাইয়াত করে নাই—তাহার নাম জদ্ বিন্ কাইছ্ বিন ছখর। সে মুনাফেক্ ছিল। সে উটের পিছনে পালাইয়া রহিল। হযরত উসমানের

অনুপস্থিতিতে প্রিয় নবী নিজেই এক হাত অন্য হাতের উপর রাখিয়া উসমানের (রাঃ) পক্ষ হইতে বাইয়াত করিয়াছিলেন। বাইয়াতের কাজ আরম্ভ শেষ হওয়ার হযরত উসমান (রাঃ) আসিয়া হাজির হইলেন। সাহাবীরা করিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ। আপনি বাইতুল্লাহ্‌র তওয়াফ করিয়াছেন নিশ্চয়। হযরত উসমান বলিলেন, তোমরা আমার উপর বড় শর্ত আরোপ করিয়াছ। আল্লাহ্‌র কসম তওয়াফের জন্য এক বৎসরের সুযোগ পাইলেও রসূলুল্লাহ্‌ হোদাইবিয়াতে আটকা পড়া থাকিলে রসূলুল্লাহ্‌ ছাড়া তওয়াফ করিতাম না। কুরাইশরা আমাকে তওয়াফ করার জন্য বলিয়াছিল আমি অস্বীকার করিয়াছি।'

আলাপ আলোচনা

হযরত উসমান (রাঃ) ফিরিয়া আসার পর বুদাইল্‌ বিন্‌ আরাফা তাঁহার বংশ বনী খোজায়ীর কিছু লোকসহ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইল (এই লোকটি রসূলুল্লাহর বড় দরদী ছিল। মুসলমান ছিল না কিন্তু মক্কাবাসীদের অবস্থার খবরাখবর রসূলুল্লাহকে পেঁছাইত। বনী খোজায়ী বংশীয় লোকেরা রসূলুল্লাহ্‌র পক্ষপাতীত্ব করিতেন)।

বুদাইল আসিয়া বর্ণনা করিল যে, আপনার শত্রু কাব বিন্‌ লোই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ছামান সহ হোদাইবিয়ায় আসিয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন বংশের লোকজনকেও সমবেত করিয়াছে। তাহারা আপনাকে বাইতুল্লাহর পথে বাধা দিবে এবং আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলিলেন, আমরা কাহারও সঙ্গে লড়াই করিতে আসি নাই শুধু ওমরাহ্‌ করার নিয়তে আসিয়াছি। এখন আমরা দেখিতেছি কুরাইশরা লড়াই করার উপর অটল। কিন্তু লড়াই তাদের জন্য কোন কল্যাণ আনিবে না। তাহারা ইচ্ছা করিলে ছোলেহ করিয়া কিছু দিনের জন্য লড়াই বন্ধ রাখিতে পারে এবং আমাদিগকে আরবের অন্যান্য মুশ্‌রিকদের মুকাবিলার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারে। আমরা আরবের অন্যান্য মুশ্‌রিকদের মুকাবিলায় যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া গেলে লড়াই ছাড়াই তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। আর যদি আমরা

বিজয়ী হই তবে অন্যান্যদের মত এরাও ইসলামে দাখিল হইয়া যাইবে। আর যদি মুসলমান না হয় তবে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য লড়াইয়ের ঝুকি হইতে রক্ষা পাইবে। আর যদি এরা লড়াই করিতে চায় তবে আল্লাহ্‌র কসম আমরা আমাদের ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতে থাকিব, হয় আমরা ধ্বংস হইব না হয় আল্লাহ্‌র দ্বীন দুনিয়াতে কায়েম হইবে।' বুদাইল বলিল, আমি যাইতেছি আপনার বক্তব্য সব কুরাইশদের কাছে পেঁছাইব দেখি ওরা কি বলে।' তারপর সে কুরাইশদের কাছে গেল এবং বলিল, 'আমি মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকট হইতে আসিয়াছি। কিছু কথা শুনিতে চাইলে বলিতে পারি।' বুদাইলের এই কথার উপর এক্‌রামা বিন্ আবু জাহিল হাকাম্ বিন্ আছ এদের মতই নওযোয়ান তরুণগণ বলিল, 'তাহার কথা এখানে শুনাইবার দরকার নাই। আমরা তাহার কথাই শুনিতে চাই না।'

কিন্তু কুরাইশদের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ জ্ঞানীগণ শুনিতে চাহিলেন। প্রিয় নবী যাহা কিছু বলিয়াছিলেন আমি হুবহু সবই তাহাদেরে শুনাইয়া দিলাম। ইহার উপর উর্ ওয়া বিন মাহ্‌মুদ ছকুফী দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'এই সব কথা যদি মুহাম্মদ বলিয়া থাকে তবে অতি সুন্দর কথাই বলিয়াছে; আমাদের মানিয়া নেওয়া উচিত। তবে তোমাদের অনুমোদন পাইলে আমি নিজেও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দেখি তাহার উদ্দেশ্যটা কি ?'

উরওয়া বিন্ মাহমুদ সমাজের একজন গণ্যমান্য লোক। জনগণের উপরও তাহার প্রভাব ছিল। ঐ সময় সে কাফের ছিল পরে মুসলমান হইয়াছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ও সাহাবীরা এক বাক্যে বলিলেন, 'বল কি বলিতে চাও।' তিনি হুযুরের নিকটে আসিলে রসূলুল্লাহ্ অবিকল ঐ সব কথাসমূহ তাহাকে বলিলেন যাহা বুদাইলকে বলিয়াছিলেন। উরওয়া বলিতে লাগিলেন, 'হে মুহাম্মদ! তুমি যদি তোমার কওমকে ধ্বংস কর তবে কোন্ ভাল কাজটা করিলে ? তুমি আরবের এমন কাহারেও কথা শুনিয়াছ যে নিজে নিজে কওমকে ধ্বংস করিয়াছে ? হে মুহাম্মদ! আমরা ত কোন শরীফ ভদ্রলোক তোমার আসেপাশে দেখিতেছি না! বিভিন্ন গোত্রের কতক বখাটে নীচ লোক তোমার কাছে জড় হইয়াছে—এরা সময়ে তোমাকে একা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।' উরওয়ার এই কথা আবুবকর সিদ্দীকের মনে বড় আঘাত হানিল। তিনি

ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, 'যা তুই তোদের লাত দেবীর পেশাবের স্থান চাটিয়া খা--তোর কি জানা আছে, রসূলুল্লাহ্‌র সাথে আমাদের ভালবাসার কি নিবিড় সম্পর্ক? আমরা রসূলুল্লাহ্‌কে একা ফেলিয়া ভাগিয়া যাইব?'

আরবের পরিবেশে এই ধরনের গালী বড় কঠিন ছিল। ছিদ্দীকে (রাঃ)-এর এই গালী তাহার মনে বড় ব্যথা দিল। উরওয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এই লোকটা কে?' হুজুর (সঃ) ফরমাইলেন, 'আবু বকর।' উরওয়া ছিদ্দিককে বলিল, তোমার আমার উপর একটা এহ্‌ছান আছে যাহা আজও শোধ করিতে পারিলাম না নতুবা তোমার এই শক্ত কথার জবাব দিতাম।' ঘটনা এই যে জাহিলিয়াতের যুগে উরওয়ার উপর কোন অন্যায়ের কারণে জরিমানা হইয়াছিল। হযরত সিদ্দীক (রাঃ) ১০টি গাভী দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। তারপর উরওয়া রসূলুল্লাহ্‌র দিকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতে লাগিল। উরওয়ার ভাতিজা হযরত মুগিরা বিন্ শোবা লোহার পোশাক পরিহিত ছিল—হাতেও তলোয়ার। উরওয়া কথা বলার সময় বার বার রসূলুল্লাহর দাড়ী মোবারকের দিকে হাত উঠাইত। হযরত মুগিরা বিন্ শোবা তলোয়ারের নিয়াম দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া বলিল, আরে হাত দূরে রাখ্। উরওয়া বলিল, 'সে কে?' রসূলুল্লাহ্ বলিলেন, 'এ যে তোমার ভাতিজা মুগিরা বিন্ শোবা। উরওয়া বলিল, আরে গাদ্দার নিমক্‌হারাম এত বড় সাহস? আমি তোর অন্যায়ের প্রতিকার করিতেছি আর তোর এই ব্যবহার আমার সঙ্গে? ঘটনা এই যে মুগিরা বিন্ শোবা বনী মালেক বংশের ১৩ জন লোক সহ মোকাওকাছের নিকট ইস্কান্দারিয়া গিয়াছিল। ঐখানে মোকাওকাছ বনি মালেকের ১৩ জন লোকের খুব মূল্য দিয়াছিল কিন্তু মুগিরাকে কোন সম্মান করিল না। ইহাতে মুগিরা মনে বড় ব্যথা পাইল। রাস্তার মধ্যে মুগিরা শরাব পান করিয়া বনি মালেকের ১৩ জনকেই হত্যা করিয়া তাহাদের মাল-ছামান লইয়া মদিনায় চলিয়া আসিল এবং মুসলমান হইয়া গেল। রসূলুল্লাহ্ ফরমাইলেন, তোমার ইসলাম কবুল কিন্তু তোমার মাল ও অন্যায়ের জিম্মাদার তুমি নিজে বহন করিবে।' বনী মালেকের লোকেরা এই সংবাদ পাইয়া মুগিরার বংশের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য লড়াইয়ের সামান করিল কিন্তু উরওয়া মধ্যে পড়িয়া তাহাদিগকে দিয়াতের উপর রাজী করিল।

উরওয়া কথা বলিতেছিল। সে বড় অভিজ্ঞ ছিল। আলাপ-আলোচনার ভিতরে সাহাবীদের নবীর সঙ্গে ব্যবহারের গতিবিধিও লক্ষ্য করিতেছিল। সাহাবীদের নবীর প্রতি সম্মান ও ভালবাসার দৃশ্য তাহাকে হয়রান করিতেছিল। সে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়া গিয়া কুরাইশদের সম্বোধন করিয়া বলিল, 'হে কুরাইশগণ। আমি রোমান বাদশাহ কায়সার ও ইরানী বাদশাহ কেসরার রাজ দরবারে গিয়াছি। শাহী দরবারের আদব কায়দাও দেখিয়াছি। কিন্তু কোথায়ও কোন বাদশাহকে তাহার লোকেদের এতবড় সম্মান করিতে দেখি নাই—যে সম্মান মুহাম্মদকে তাহার লোকেরা করিতে দেখিয়াছি। তাহারা তাঁহার থুথুকে মাটিতে পড়িতে দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে শরীরে মুখে মাখিয়া নেয়। তাহারা তাঁহার হুকুম পালন করার অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকে। তাহার সঙ্গে কথা অতি বিনয়ী ও মৃদু স্বরে বলে। তাহার বড়ত্বের অনুভূতি এত বেশী যে চক্ষু উঠাইয়া তাহার দিকে চাইতে পারে না। হে কুরাইশগণ, সে কোন অযৌক্তিক কথা বলে নাই, তোমরা তাহার কথা মানিয়া লও। ভাল হইবে।

তৎপর বনীকানানার এক ব্যক্তি হোলাইস্ দাঁড়াইয়া কোরাইশগণকে বলিল, 'অনুমোদন পাইলে আমিও মুহাম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে আলোচনা করিতে পারি। কুরাইশ বলিল, যাইতে পার। এই ব্যক্তি যখন রসূলুল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হইল তখন রসূলুল্লাহ ফরমাইলেন, এই মানুষটি বনীকানানার লোক—কুরবানীর প্রতি ভালবাসা রাখে। তোমরা আমাদের কোরবানীর জানোয়ারগুলি তাহার সামনে হাজির কর। সাহাবরা লাব্বাইক্ বলিতে বলিতে তাহাকে খোশ আমদেদ জানাইল এবং জানোয়ারগুলিকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ছাড়িয়া দিল।' সে যখন দেখিল যে সমস্ত জঙ্গল উটে সয়লাব হইয়া গেছে, তখন সে অশ্রু ভারাক্রান্ত স্বরে বলিল যে, সোবহানাল্লাহ্—এমন একটি দলকে যাহাদের বাইতুল্লাহর সঙ্গে এত ভালবাসা তাহাদের বাধা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। সে রসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে কিছু না বলিয়াই কুরাইশদের নিকট গিয়া অবস্থার বয়ান করিল। কুরাইশগণ তাঁহাকে বলিল, 'তুই বোকা মানুষ, তুই কি বুঝিস? বসে পড়!'

কুরাইশদের কথায় হোলাইস্‌ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোন চুক্তি নাই—না আমরা তোমাদের হালীফ। আল্লাহ্‌র ঘর হইতে এমন লোককে বাধা দিবে যিনি আল্লাহ্‌র ঘরের সম্মান করেন এবং সম্মান দেখাইবার জন্য আসিতেছেন। তোমাদিগকে কছম দিতেছি অবশ্যই তোমরা তাহাকে আল্লাহ্‌র ঘর জিয়ারতের সুযোগ দাও। তিনি যাহা করিতে চান তাহাই করিতে দাও, নতুবা আমি আমার জওয়ানদের নিয়া চলিয়া যাইতেছি। ইহাতে কুরাইশগণ নরম হইল এবং বলিল, 'চুপ থাক এবং দেখ আমরা কোন মীমাংসায় পেঁৗছিতে পারি কি না। তৎপর কুরাইশদের পক্ষ হইতে ছোহাইল বিন্‌ আমর আলোচনার জন্য আসিল। তাহাকে দেখিয়াছি রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইলেন এখন কুরাইশরা মীমাংসার জন্য এমন এক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়াছে যাহার ইচ্ছা ছোলাহ করার প্রতি আছে বলিয়া মনে হইতেছে। ছোহাইল আসিয়াই ছোলাহার বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা শুরু করিল।

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, আমরা শুধু এতটুকু চাই তোমরা আমাদিগকে বাইতুল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করিও না, আমরা বাইতুল্লাহর তওয়াফ করিতে চাই। ছোহাইল বলিল, 'ইহা পারি না। কারণ সমস্ত আরব মনে করিবে আমরা ভয়ে ভীত হইয়া তোমাদের সঙ্গে ছোলাহ্‌ করিয়াছি। আগামী বৎসর আসিয়া তোমরা তওয়াফ করিবে।' রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ইহা মানিয়া নিলেন। ছোহাইল শর্ত পেশ করিল, 'তোমার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন লোকও যদি তাহার অভিভাবকের অনুমোদন ব্যতীত তোমাদের কাছে চলিয়া আসে তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে। তোমাদের কোন লোক কুরাইশের কাছে আসিলে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না। সাহাবীরা বলিলেন, 'সোবহানাল্লাহ্‌ এটা কি করিয়া হইবে? মুসলমান হইয়া নির্যাতিত অবস্থায় আমাদের নিকট আসিলে আমরা তাহাদের কাছে ফেরৎ দিব?' কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ তাহাদের এই শর্ত কবুল করিলেন।

এই সব শর্তসমূহ আলোচনার পর প্রথম পর্যায়ে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত আলীকে বলিলেন লেখ, "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।" ছোহাইল বলিল, "আমরা বিসমিল্লাহ জানি না।" আমাদের রীতিনীতি অনুযায়ী

লেখ বিইস্মিকা আল্লাহুম্মা। হুযুর (সঃ) ফরমাইলেন লেখ বিইস্মিকা আল্লাহুম্মা। তারপর লিখ এই নিম্নলিখিত শর্তসমূহের ভিত্তিতে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ ছোহাইল বিন্ আমরের সঙ্গে ছোলাহ করিতেছে। ছোহাইল বলিল, 'যদি আমরা তোমাকে রসূল মানিতাম তবে তোমাকে তওয়াফ করিতে বাধা দেই কেন? তোমার বিরোধিতাই কেন করি? তোমার নিজের নাম ও বাবার নাম লিখ। হুযুর (সঃ) ফরমাইলেন, আমি আল্লাহ্র রসূল যদিও তোমরা না মান। আচ্ছা লিখ মুহাম্মদ বিন্ আবদুল্লাহ ছোহাইলের সহিত ছোলেহ করিতেছে। কিন্তু হযরত আলী (রাঃ) মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। হুযুর ফরমাইলেন, 'রসূলুল্লাহ্ শব্দ উঠাইয়া দাও।' হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমার দ্বারা ইহা অবশ্যই হইবে না। ক্রোধে তিনি তলোয়ারের গোড়ায় হাত রাখিলেন। হুযুর ফরমাইলেন, আলী সবুর কর। একদিন তোমার হাতেও সুযোগ আসিবে। আচ্ছা আমাকে ঐ শব্দটি দেখাও। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজের হাতে রসূলুল্লাহ্ শব্দ উঠাইয়া দিলেন। তৎপর মুহাম্মদ বিন্ আবদুল্লাহ লিখা হইল।

এইদিকে ছোলেহনামা লিখা হইতেছিল। ছোহাইল বিন্ আমরের ছেলে আবু জন্দল বিন্ ছোহাইল মক্কার নীচ ভূমি দিয়া অতি সংগোপনে কোন প্রকারে মুসলমানদের মধ্যে আসিয়া গেল। ইনি মুসলমান হইলে মক্কার কাফেরগণ তাহাকে নির্যাতন করিতেছিল। জিঞ্জিরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কোন প্রকারে জিঞ্জির হইতে ছুটিয়া এইখানে পৌঁছিয়া গিয়াছিল।

তাহাকে দেখিয়াই ছোহাইল বলিতে লাগিল, 'হে মুহাম্মদ! প্রথম কথা হইল আবু জন্দলকে আমার হাতে সমর্পণ কর উল্লিখিত শর্ত পূরা কর। হুযুর ফরমাইলেন এখনও ছোলেহনামার উপর দস্তখত হয় নাই।' ছোহাইল বলিল, 'তাহা হইলে ছোলেহ আমরা মানিব না। হুযুর ফরমাইলেন, আমার খাতিরেই তুমি অনুমোদন দাও—তুমি তাহার অভিভাবক। ছোহাইল বলিল, তোমার খাতিরের কোন প্রয়োজন নাই। হুযুর বলিলেন, আরে ছোহাইল, মানিয়া নেও। সে বলিল নিশ্চয়ই মানিব না। তৎপর ছোহাইল আবু জন্দলকে জোরপূর্বক টানিয়া নিয়া গেল। আবু জন্দল চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, 'হে মুসলমানগণ তোমরা আমাকে শত্রুর

হাতে ফিরাইয়া দিতেছ অথচ আমি এত মুসিবত নির্যাতন ভোগ করিয়া কোন প্রকারে আসিয়াছি—আবার তোমরা জালেমদের হাতে ফিরাইয়া দিতেছ"? ঐ সময় মুসলানদের যে কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। রসূলুল্লাহ্‌ ফরমাইলেন, আবু জন্দল সবুর কর। অপেক্ষা কর। আল্লাহ্‌ তাড়াতাড়িই সামান পয়দা করিবে। হযরত ওমর বলিতেছেন, ঐ সময় আমার যে অবস্থা ছিল ইসলামের পর এই রকম অবস্থা আর কখনও হয় নাই। আমি রসূলুল্লাহ্‌র কাছে গেলাম এবং বলিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! আপনি কি আল্লাহ্‌র নবী নন্‌? তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে আমি নবী। আমি বলিলাম, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্‌! আমরা হকের উপর আছি না? আমাদের দুষমন বাতিলের উপর আছে না?' প্রিয় নবী বলিলেন, 'হাঁ, অবশ্য।' আমি বলিলাম, 'তবে কেন? আমরা ধর্মের ব্যাপারে এতটা দুর্বলতা দেখাইব? আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে ফিরি না কেন? আমাদের ও দুষমনদের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ্‌ ফয়ছালা করিবেন। রসূলুল্লাহ্‌ ফরমাইলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্‌র নাফরমানী আমি করিতে পারি না।' আমি বলিলাম, 'আপনি বলিয়াছিলেন না আমাদেরে যে আমরা বাইতুল্লাহ যাইব এবং তওয়াফ করিব-ওমরা করিব?' হুজুর ফরমাইলেন, 'আমি এই বৎসরই করিব বলিয়াছিলাম?' আমি বলিলাম, না। হুজুর বলিলেন, 'সবুর কর—অবশ্যই তোমরা বাইতুল্লাহ যাইবে, তওয়াফও করিবে।

তারপর আমি আবু বকরের কাছে গেলাম—তাহার কাছেও ঠিক ঠিক এই প্রশ্নগুলিই করিলাম। তিনিও ঠিক এই সব উত্তরই দিলেন যে জবাব রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) দিয়াছিলেন—আর কিছু অতিরিক্ত এই বলিলেন, 'হে ওমর রসূলুল্লাহ্‌র ইত্তেবাতে মজবুত থাক। আল্লাহ্‌র কসম মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সত্যের উপর আছেন। মুন্দা কথা ছোলেহ নামাতে যে সব কথা লিখা হইল তাহা এই :—

১। দশ বৎসর পর্যন্ত লড়াই বন্ধ থাকিবে, কেহ কাহাকেও ভয় করিবে না—নির্বিঘ্নে চলাফেরা করিতে পারিবে।

২। মুসলমান এই বৎসর ফিরিয়া যাইবে। আগামী বৎসর আসিবে এবং তিন দিনের বেশী মক্কাতে অবস্থান করিতে পারিবে না। মক্কাতে অবস্থানকালে তলোয়ার কোষাবদ্ধ থাকিবে।

৩। যে সব মুসলমান কুরাইশদের কাছে আছে কুরাইশ তাহাদিগকে ফেরৎ দিতে বাধ্য নহে।

৪। কুরাইশদের কোন লোক মদিনায় তাহার অভিভাবকের অনুমোদন ছাড়া গেলে তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে।

৫। আমাদের মধ্যে এমনভাবে মীমাংসা হইল যে, কেহ কাহারও বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবে না, কেহ কাহাকেও 'ধোকা দিবে না—বন্ধুর মত একে অন্যকে বিশ্বাস করিবে। কেহ কাহারও বিরুদ্ধে লড়াই করিবে না। ছোলেহনামার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

৬। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুতিও নিবে না।

৭। আরবে যে গোত্র যাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিতে চায় স্বাধীনভাবে করিতে পারিবে। যে চায় রসুলুল্লাহ্‌র সঙ্গেও সামরিক চুক্তি করিতে পারিবে।

হযরত ওমর ধৈর্য্যহারা হইয়া আবার বলিলেন, 'হুজুর আপনি এই কথার উপরও রাজী হইয়া গেলেন। আমাদের লোক এরা ফেরৎ দিবে না, আমরা মুসলমানগণকে কাফেরদের হাতে ফেরৎ দিব।' হুজুর (সঃ) বলিলেন, 'হাঁ, আমাদের যাহারা মদিনা হইতে মক্কা যাইবে এরা অবশ্যই মোনাফেক্ হইবে, এদের যাওয়াই ভাল এবং যে সব মুসলমানকে আমরা ফিরাইয়া দিব এদের ব্যবস্থা আল্লাহ্‌ই করিবেন। এবং খুব তাড়াতাড়িই করিবেন।'

এই ছোলেহনামার শর্তানুযায়ী বনী খোজায়ী ঐ সময়ই রসুলুল্লাহ্‌র সহিত মোয়াহাদা বা সামরিক চুক্তি করিল এবং বনী বকর কুরাইশদের সহিত। হোদাইবিয়ার সোলেহনামা পূর্ণ হওয়ার পর উভয় পক্ষের দস্তখত শুরু হইল, মুসলমানদের পক্ষ হইতে আবু বকর সিদ্দীক, ওমর বিন খাত্তাব, আবদুর রহমান বিন ওউফ, আবদুল্লাহ্ বিন্ ছোহাইল বিন্ আমর, সাদ্ বিন আক্কাস, মাহমুদ বিন মসলামা, মুকরিজ বিন্ হাফ্স, আলী

বিন্‌ আবূ তালেব কাতেবে ছোলাইনামা। তৎপর কাফেরদের পক্ষ হইতে তাহাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা ছোলেহনামায় দস্তখত করার পর হোদাইবিয়ার ছোলাহ্‌ সম্পাদিত হইল।

কোরবানী

ছোলেহনামা লিখা হইতে অবসর হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্‌ সাহাবীদের ফরমাইলেন, তোমরা উঠ এবং উষ্ট্রগুলি কোরবানী করিয়া মাথা কামাইয়া ইহরাম ভঙ্গ করিয়া হালাল হও। ছোলেহের শর্তসমূহের কারণে সাহাবী-দের দঃখ ও ক্রোধের সীমা ছিল না-তাঁহাদের বড় আশা ছিল, লড়াই করিয়া মক্‌কা জয় করিয়া উমরা করিয়া মদিনা ফিরিবেন। সে সখ পূরা হইল না অধিকন্তু এই অপমানজনক ছোলাহের গ্লানী সাহাবারা সহ্য করিতে পারিতে ছিলেন না। কাজেই হূজুরের আদেশে কেহই উঠিলেন না। রসূলুল্লাহ্‌ও সাহাবীদের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং উম্মুল মোমেনীন উম্মে সল্‌মাকে বলিলেন, সাহাবীদের আমার কথা শুনিতেছে না। হযরত উম্মে সলমা বলিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ সাহাবীদের মাজুর অক্ষম। তাহাদের অন্তরে বড় শক্ত দুঃখ পাইয়াছে। আপনি কাফেরদের সঙ্গে ছোলাহ করেছেন, তাহাও এমনভাবে তাদের সমস্ত শর্তসমূহ মানিয়া নিয়াছেন। তাহাদের আশা ছিল এই বারেই মক্‌কা জয় হইবে। এখন যদি আপনি চান কুরবানী করাইতে মাথা মুড়াইতে তবে তাহাদের কিছু না বলিয়া নিজেই কুরবানী করুন, মাথা মুড়ান, আপনার দেখাদেখি সাহাবীরা আপনার ইত্তেবা করিবে। রসূলুল্লাহ তাই করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীদের কুরবানী শুরূ করিয়া দিলেন এবং একে অপরের মাথা কামাইতে শুরূ করিলেন। কিন্তু তাহাদের ক্রোধের অবস্থা এই ছিল যে মনে হইতেছিল একে অন্যকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।

ফতেহ্‌ মুবীন

সমস্ত সাহাবীর এই ছোলাহকে অত্যন্ত অপমানজনক মনে করিয়াছিলেন কিন্তু আল্লাহ্‌র ভেদ কে বুঝিতে পারে? আল্লাহ্‌ ইহাকে ফতেহ মুবীন বলিয়া

কুরআনে আখ্যায়িত করিলেন—মদিনার দিকে ফিরিবার পথে কুরআনী আয়াত অবতীর্ণ হইল انا فتحنا لك فتحا مبينا। আমি আপনাকে ফতেহ্ মুবীন দান করিলাম। এই আয়াতের উপরও হযরত ওমর বলিলেন ইহাই কি ফতেহ মুবিন? হুজুর ফরমাইলেন, হ্যাঁ ইহাই—বিজয়। হযরত ওমর বলেন, এই ধরনের বেয়াদবীর জন্য আমি আজীবন সদ্‌কা কাফ্‌ফারা ও আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাহিয়াছি।

ঐ সময় ত সাহাবীদের ধারণা যাহাই ছিল কিন্তু পরের ঘটনাবলী ইহা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে যে হোদাইবিয়ার ছোলাহ ইসলাম প্রচার ও ইসলামী ফতুহাতের বুনিয়াদ ছিল। এই ছোলাহই মক্কা বিজয়ের পথ খুলিয়া দিয়াছিল। ইসলাম গ্রহণ করিয়া সাহাবীরা মানবতার যে উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন—চরিত্রের যে উচ্চ মর্যাদায় পেঁাছিয়া গিয়াছিল ছোলেহ হোদাইবিয়া না হইলে ইহার প্রভাব কাফেরদের উপর বিস্তার পাইবার সুযোগ হইত না। লড়াইয়ের দুশ্চিন্তার কারণে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়া কোন রায় কায়েম করতে পারিত না।

এই ছোলেহের ফলে একে অন্যের সহিত মিলামিশার সুযোগ পাইলে তাহারা দেখিতে পাইলেন তাঁহাদেরই আপনজনের একটি দল ইসলামী শিক্ষার ফলে মানবতা ও ভদ্রতার উচ্চ শিখরে পেঁাছিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে কুরাইশ এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের মানুষ যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করিতেছিল তাহাদের অন্তঃকরণে এক আজীব পরিবর্তন আনিয়া দিল। শত্রুদের মনেও ইসলামের প্রতি আকর্ষণ হইতে লাগিল। এমন কি খালেদ্ বিন্ অলীদ আমর বিন আসের মত লোক যাঁহারা ওহুদের ও অন্যান্য যুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন তাঁহারাও স্বেচ্ছায় মদিনায় উপস্থিত হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। মদিনার পথে উভয় নেতার সাক্ষাৎ লাভ হয়। একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ? উভয়ই বলিলেন, মদিনায় আল্লাহ্‌র রসুলের খিদমতে। সত্যের বিরুদ্ধে আর মন চলে না। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে এতদিন ইসলামী শক্তি কুরাইশদের পিছনে পড়িয়াছিল। এই ছোলাহ কুরাইশদের দিক

হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বড় বড় কাজের প্রতি লক্ষ্য দিবার সুযোগ করিয়া দিল। হোদাইবিয়ার ছোলাহ হইতে অবসর হইয়া মদিনা পেঁছিয়াই রসূলুল্লাহ দুনিয়ার রাজা বাদ্‌শাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াতের চিঠি দিতে শুরু করিলেন। এর অর্থ এই যে এখন হইতে কুরাইশ ও আরবের বিভিন্ন গোত্রের স্থলে ইসলামী শক্তি—কায়সর কেস্‌রা ইত্যাদি বড় বড় শক্তির মোকাবিলায় শক্তি পরীক্ষার সুযোগ পাইল।

এই ছোলাহার শর্তগুলি বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপমানজনক মনে হইলেও বাস্তবে এমন কোন কথা ছিল না যদ্বারা ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যাবলীর পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে শুধু প্রতিপক্ষের হটধর্মী ছিল। যেমন এরা শর্ত করিল মুসলমান ভাগিয়া মক্কা গেলে ফেরৎ দিবে না। তাহাদের এই শর্ত ছোলেহনামায় লিখাই রহিয়া গেল বাস্তবে পরিণত হয় নাই। আরও শর্ত করিয়াছিল মক্কা হইতে কেহ গেলে ফেরৎ দিতে হইবে। এই দ্বিতীয়টা বহু হইয়াছে অর্থাৎ মক্কা হইতে বহু মুসলমান মদিনা গিয়াছিল এবং শর্তানুযায়ী ফেরৎও দিয়াছে কিন্তু ইহা তাহাদের পক্ষেই মুসিবত হইয়াছিল [ইহার বিবরণ আসিতেছে]

মক্কায় অবস্থানরত নির্যাতিত মুসলমান

মক্কাতে কিছুসংখ্যক নওযোয়ান মুসলমান হইয়াছিল। হিযরতের সময় তাহাদের অভিভাবকগণ তাহাদের হিযরতের পথে বাধা সৃষ্টি করে। হিযরতের পরও কিছু লোক মুসলমান হইয়াছিল, তাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও হিযরতের কোন সামান করিতে পারেন নাই—তাহাদের উপর দারুণ কষ্ট-নির্যতিন, জুলুম-অত্যাচারের পাহাড় ভাঙা হইতেছিল, তাহাদের বেত্রাঘাত করা হইতে, জিঞ্জিরে বাঁধিয়া রাখা হইতে তাহারা সুযোগ পাইলেই মদিনা চলিয়া আসিতেন—ছোলাহ হোদাইবিয়ার কারণে তাহাদের এই পথও বন্ধ হইয়াছিল। রসূলুল্লাহ্‌ হোদাইবিয়ার সন্ধির পর মদিনা আসার অল্পদিন পরই আবু বশীর উৎবা বিন্‌ উসাইদ মক্কা হইতে পলাইয়া মদিনা আসিল, কুরাইশরা যখন জানিতে পারিল তখন আবু যর বিন ওউফ্‌, আসলাম্‌ বিন্‌

সোবাইক উভয়ে বনী আমেরের এক ব্যক্তিকে চিঠি দিয়া হুজুরের খিদমতে পাঠাইলেন এবং হোদাইবিয়ার চুক্তি মত আবু বাসিরকে তলব করিল। আমেরী এবং তাহার গোলাম মদিনায় আসিয়া তাহাদের চিঠি রসূলুল্লাহ্‌কে দিল। রসূলুল্লাহ্‌ আবু বশীরকে বলিলেন, আমরা কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তি করিয়াছি যাহা তুমিও জান এবং আমাদের ধর্মে চুক্তিভঙ্গ জায়েজ নাই। আল্লাহ তোমার জন্য ও সমস্ত নির্যাতিত অত্যাচারিতদের জন্য অতি শীঘ্রই কোন ব্যবস্থা করিবেন কিন্তু এখন তুমি তোমার লোকদের কাছে যাও। আবু বশীর বলিল, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ আপনি আমাকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করিতেছেন ?' রসূলুল্লাহ্‌ বলিলেন, 'আবু বশীর, যাও আল্লাহ্ পাক ব্যবস্থা করিবেন। তাহারা দুইজন আবু বশীরকে সঙ্গে নিয়া রওয়ানা হইল। জুল হোলাইফা পর্যন্ত পেঁাছিয়া সবাই খাইতে বসিয়া গেল এবং কথা বলিতে লাগিল। আবু বশীর আমেরীকে বলিল, বাঃ, তোমার তলোয়ার ত বহুত ভাল মনে হয়।' আমেরী বলিল, 'হঁা, বহুত পরীক্ষিত তলোয়ার। এই বলিয়া সে তাহা আবু বশীরকে দেখিতে দিল। আবু বশীর এক আঘাতেই আমেরীকে খতম করিয়া দিল। তাহার গোলাম ভাগিয়া মদিনা চলিয়া গিয়া রসূলুল্লাহ্‌কে ঘটনার খবর দিল। সঙ্গে সঙ্গেই আবু বশীরও তলোয়ারসহ রসূলুল্লাহ্‌র দরবারে পেঁাছিল এবং বলিল, 'ইয়া রসূলোল্লাহ্‌ আপনি আপনার চুক্তি পুরা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।' রসূলুল্লাহ্‌ ফরমাইলেন, 'তুমি ত লড়াইয়ের আগুন জ্বালাইয়া দিবে। হায়! যদি কাহাকেও তাহার সঙ্গে ফেরৎ পাঠানো যাইত ?' আবু বশীর বুঝিতে পারিলেন যে হুজুর (সঃ) তাহাকে কাফেরের সঙ্গে আবাব ফিরাইয়া দিবেন। কাজেই তিনি ধীরে ধীরে মদিনা হইতে সরিয়া পড়িলেন, এবং সমুদ্রের তীরবর্তী মুকামে ঈছের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। আবু জন্দল বিন ছোহাইল যাহার কথা আগে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিও কোন প্রকারে আসিয়া আবু বশীরের সঙ্গে শামিল হইল। এখন নির্যাতিত নিঃসহায় মক্কার মুসলমানগণ ধারাবাহিকভাবে সমুদ্রের তীরে মুকামে ঈছে একত্রিত হইতে লাগিলেন। কোন কোন রিওয়াত অনুযায়ী তাঁহাদের সংখ্যা ৭০ জনে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা মক্কাবাসীদের ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ

করিয়া মাল ছামান লুট করিয়া খাইত। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া মক্কা-বাসীরা রসূলুল্লাহকে লিখিলেন যে ছোলেহনামার শর্ত পরিত্যাগ করতঃ তাহাদেরে মদিনাতেই আশ্রয় দিতে আমাদের আপত্তি নাই। আপনি এদেরে মদিনায় নিয়ে আসুন।

কুরাইশগণের চুক্তিভঙ্গ

ছোলাহ হোদাইবিয়ার শর্তসমূহের মধ্যে একটা শর্ত ছিল যে কুরাইশদের সঙ্গে যাহারা সামরিক চুক্তি করিতে চায় করিতে পারিবে এবং যে সব গোত্র মুহম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে সামরিক চুক্তি করিতে চায় করিতে পারে। ইহার উপর বনী বকর কুরাইশদের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করিল এবং বনী খোজায়ী রসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে চুক্তি করিল। এই দুইটি গোত্র মক্কার আশ-পাশে বাস করিত এবং প্রাক ইসলাম হইতে এই দুইটি গোত্রের মধ্যে শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল এবং এই শত্রুতাই পরিণামে মক্কা বিজয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক বর্ণনা করিতেছেন যে' প্রাক ইসলামিক সময়ে মালেক বিন এবাদ হজরমী বনী বকর গোত্রের এক সরদার আসওয়াদ বিন রজনের বন্ধু ছিল। তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাহির হন। এবং তিনি যখন বনী খোজায়ী গোত্রের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন বনী খোজায়ীগণ তাঁহাকে হত্যা করে ও তাহাদের সব মাল ছিনতাই করিয়া নিয়া যায়। এই কারণে বনী বকরের লোকেরা ইসলামের সামান্য কিছুদিন পূর্বে বনি বকরের আছয়াদ বিন রজনের তিনটি ছেলেকে হত্যা করে। তাহারা বনী কানানার সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। এই দুইটি গোত্র খোজায়ী ও বনী বকরের মধ্যে পূর্ব হইতেই শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। ইতিমধ্যে ইসলামের প্রচার শুরু হইয়া গেল। সমস্ত কাফের ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া গেল। ছোলাহ হোদাইবিয়ার পর বনী বকর কুরাইশের সঙ্গেই সামরিক চুক্তি করিল এবং বনী খোজায়ী রাসূলুল্লাহর সঙ্গে সামরিক চুক্তি করিল। ছোলেহ হোদাইবিয়ার পর বনী বকর প্রতিশোধ নিবার জন্য বনী খোজায়ীর উপর আক্রমণ করিয়া দিল। কুরাইশও পরোক্ষভাবে বনী বকরের সাহায্য

করিল ও অস্ত্র দিল—ফলে বনী খোযায়ী পরাস্ত হইয়া গেল। বনী বকরগণ বনী খোযায়ীর লোকজনকে কতল করা শুরু করিয়া দিল। বনী খোযায়ী হেরেমে গিয়া আশ্রয় নিল কিন্তু হেরেমে গিয়াও তাহারা রক্ষা পাইল না। বিজয়ের উল্লাসে এরা হেরেমের সম্মানও রক্ষা করিল না। বনী খোযায়ীর লোকজনকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যাপকভাবে হত্যা করিয়া দিল। এই ভাবে বনী বকর ও কুরাইশ সম্মিলিতভাবে রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) হালীফ বা বন্ধু বনী খুযায়ীর উপর অত্যাচার করিল।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হালীফ বনী খুযায়ীর বিরুদ্ধে কুরাইশগণ বনী বকরের পক্ষে লড়াই করাতে রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) সঙ্গী যে সোলাহ হুদাইবিয়াতে ১০ বৎসরের অনাক্রমণ চুক্তি ছিল তাহা ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ইহাই মক্কা বিজয়ের ভূমিকা হইয়া দাঁড়াইল।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মসজিদে বসিয়াছিলেন। আমর বিন সালেম রসূলুল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইয়া কবিতার মাধ্যমে অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিল। মসজিদে হেরেমের ভিতরে কিভাবে হত্যা করিয়াছে তাহার দৃশ্য ধরিয়া তুলিয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহায্যপ্রার্থী হইল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) অত্যাচারের কাহিনী শুনার পর ফরমাইলেন, সাহায্য পাইবে—আসমানের মেঘও তোমাদের সাহায্যের প্রার্থী হইয়াছে। বুদাইল বিন অরাকা বনী খুযায়ীর কতক লোকসহ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট সাহায্যপ্রার্থীর পর ফিরিয়া যাইবার কালেই আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আবু সুফিয়ান বলিল, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ—তোমরা মুহাম্মদের নিকট গিয়াছিলে ? তাহারা অস্বীকার করিল। কিন্তু আবু সুফিয়ানের বিশ্বাস হইল না।

আবু সুফিয়ানের লড়াই বন্ধের চেষ্টা

তারপর আবু সুফিয়ান মদীনায় আসিল। প্রথমে উম্মুল মুমিনীন—তাহার মেয়ে উম্মে হাবিবার নিকট গেল। উম্মে হাবিবা তাহাকে দেখা মাত্র বিছানা সরাইয়া নিলেন। আবু সুফিয়ান বলিল, তুমি কি বিছানা আমার অযোগ্য মনে করেছ, না আমাকে বিছানার অযোগ্য মনে করেছ; উম্মে হাবিবা বলিলেন, এটা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বিছানা, তুমি মুশরিক—নাপাক।

কাজেই ইহা আমি পছন্দ করি নাই যে তুমি রসূলুল্লাহ্র (সঃ) বিছানার উপর বসিবে। এই কথা শুনা মাত্র আবূ সুফিয়ান উম্মে হাবিবার কাছ হইতে চলিয়া আসিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট গেল ও উদ্বিগ্ন প্রকাশ করিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কোন জবাব দিলেন না। তৎপর আবূ বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নিকট গেল, তিনিও বলিলেন—আমরা কিছুই করিতে পারিব না। হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট গেলে তিনি জবাব দিলেন, আরে! আমি লড়াই বন্ধের জন্য রসূলুল্লাহ্র নিকট চেষ্টা করিব? আমরা ত নিজেই তাদের সঙ্গে জিহাদ করিতে চাই। ঐখান হইতে হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট গেল। তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন এবং হযরত হাসান হুসাইন (রাঃ) তাহাদের সামনে দেখিতেছিলেন। আবূ সুফিয়ান বলিল, হে আলী, তুমি কওমের মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু। আমরা একটি গুরুতর কাজ নিয়া এইখানে আসিয়াছিলাম; তবে কি এভাবে বিফল হইয়া ফিরিয়া যাইব? শুধু এইটুকু চাই তুমি মুহাম্মদের নিকট আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করিয়া দাও। হযরত আলী ফরমাইলেন, হে আবূ সুফিয়ান! আমাদের অধিকার নেই যে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়াসাল্লামের ইচ্ছার উপর কোন কিছু বলি। আবূ সুফিয়ান হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে মুহাম্মদের মেয়ে! তুমি তোমার ছেলে হাসান হুসাইনকে বল তাহারা যেন মক্কাবাসীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে, ফলে তাহারা আরবের জন্য আজীবন নেতৃত্বের সুযোগ লাভ করিবে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ফরমাইলেন, প্রথমত আমার ছেলে ঐ বয়সে উপনীত হয় নাই যে কাহারও নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারে। দ্বিতীয়ত রসূলুল্লাহ্র মুকাবিলায় কে নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারে? আবূ সুফিয়ান হযরত আলী (রাঃ) লক্ষ্য করিয়া বলিল, আবুল হাসান! ব্যাপার বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন ব্যবস্থা বল। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি কোন রায়ত দিতে পারি না, কিন্তু তুমিও ত সরদার, তুমি নিজেই নিরাপত্তার ঘোষণা করিয়া দাও। আবূ সুফিয়ান বলিল, আমার ঘোষণার কি কিছু কাজ হইবে? হযরত আলী বলিলেন, আমার মনে হয় কিছু হইবে না। তাহা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ও নেই। আবূ

সুফিয়ান ঐখান হইতে মসজিদে আসিল এবং নিরাপত্তার ঘোষণা করিল। তৎপর উটের উপর সওয়ার হইয়া মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল। মক্কায় আসার পর মক্কাবাসী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল–কি করিয়া আসিয়াছ? আবু সুফিয়ান সব কিছু খুলিয়া বলিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মদ (সঃ) কিছু বলিয়াছেন? তোমার নিরাপত্তার ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন? আবু সুফিয়ান বলিল, না। তখন সকলেই বলিল যে, আলী তোর সঙ্গে ঠাট্টা করিয়াছে। আবু সুফিয়ান বলিল, আসলে ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই ছিল না।

মক্কাবাসীর নিকট হাতেব বিন আবু বালতার চিঠি

রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুতির হুকুম দিলেন। নিজেও প্রস্তুতির জন্য পরিবারকে লড়াইয়ের হাতিয়ার দুরস্ত করার আদেশ দিলেন, কিন্তু কাহার বিরুদ্ধে লড়াই হইবে ইহা কাহাকেও তিনি বলিলেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে তিনি লড়াইয়ের হাতিয়ার বাহির করিতেছেন। সিদ্দীক (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হুকুম দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি জান কোন দিকে লড়াই করিবেন, তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম আমি জানি না।

হযরত হাতেব বিন আবু বালতা (রাঃ) শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া মক্কাবাসীদের নিকট একটি চিঠি লিখিলেন যে, মনে হয় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) লড়াইয়ের ইচ্ছা করিয়াছেন, অস্ত্র প্রস্তুত করা হইতেছে। জানা যাইতেছে না কোন দিকে লড়াইয়ের ইচ্ছা করিয়াছেন। তবে আমার ধারণা কুরাইশের বিরুদ্ধে লড়াই হইবে।

চিঠিটি এক মেয়ে লোকের মারফতে কুরাইশ পর্যন্ত পেঁছাইবার জন্য দিয়া দিলেন। মেয়ে লোকটি চিঠি নিয়া রওয়ানা হইয়া গেল। আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে ওহীর মাধ্যমে হযরত হাতেবের চিঠির কথা জানাইয়া দিলেন। হযরত আলী বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে, যুবাইরকে এবং মিকদাদকে পাঠাইয়া বলিলেন তোমরা 'রওযায়ে খাখ' পর্যন্ত

গিয়া ঐখানে একটি মেয়ে লোক দেখিতে পাইবে, তাহার কাছে চিঠি আছে, চিঠিটা উদ্ধার কর। আমরা দ্রুতবেগে ঘোড়া দৌড়াইয়া সেখানে পৌঁছিলাম এবং ঐ মেয়ে লোকটিকেও পাইলাম। আমরা মেয়ে লোকটিকে বলিলাম, তোর কাছে চিঠি আছে, বাহির কর। মেয়ে লোকটি অস্বীকার করিল এবং বলিল যে আমার কাছে কোন চিঠি নাই। আমরা তাহার সামানের মধ্যে অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু পাওয়া গেল না। তখন হযরত আলী বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মিথ্যা বলেন নাই, চিঠি বাহির কর, নতুবা আমরা তোকে উলঙ্গ করিয়া চিঠি বাহির করিব। যখন আমাদের অটল অবস্থা দেখিল তখন বলিল, তোমরা একটু পরদার আড়ালে যাও, তৎপর মেয়েলোকটি চিঠি বাহির করিয়া দিল। আমরা চিঠি লইয়া রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) দরবারে উপস্থিত হইলাম। পড়িয়া দেখা গেল চিঠিটি হাতেব বিন বালতা (রাঃ) লিখিয়াছেন।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন আরে হাতেব! একি? হযরত হাতেব বলিলেন ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিয়া কিছু করিবেন না। আল্লাহ্‌র কসম আমি আল্লাহ্ ও রসূলের উপর ঈমান রাখি। আমি ধর্ম বদলাই নাই। আমি মুনাফেকও নই। কথা হইল এই যে আমার বিবি ও ছেলেমেয়ে মক্কায় রহিয়া গিয়াছে। ঐখানে তাহাদের কোন আপন জন নাই। আমি মক্কাবাসী নই। বহিরাগত হিসাবে মক্কাতে ছিলাম। আমি হিজরত করার পর পর আমার ছেলেদের দেখবার কেহ নাই। অন্যান্য মুহাজিরগণের যাহারা সন্তানাদি ছাড়িয়া হিজরত করিয়াছে তাদের আত্মীয়-স্বজন সেইখানে আছে। আমি চিঠি দিয়া ছেলেদের প্রতি কুরাইশদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছি। বিশ্বাস ছিল লড়াইয়ে আপনিই জিতিবেন, আপনি আল্লাহ্‌র নবী কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, হাতেব সত্য কথা বলিয়াছে। হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি বলুন আমরা এই মুনাফেকের গরদান উড়াইয়া দেই। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিলেন, হে উমর! সাবধান! এই হাতেব বদরের যুদ্ধে শরীক ছিল। তুমি কি জান? আল্লাহ্ তা'আলা বদরী সাহাবীর আন্তরিকতার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া দিয়াছেন,

যাহা ইচ্ছা কর না কেন সব মাফ করিয়া দিয়াছি। ইহা শুনিয়া হযরত উমরের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া গেল এবং বলিলেন আল্লাহ্ ও রসূলই বেশী জানেন।

এই হাতেব বীন বালতার শানে আল্লাহ্ তা'আলা ছূরায়ে মুমতাহেনা নাযিল করিয়া কঠোরভাবে সাবধান করিয়া দিলেন যেন ভবিষ্যতে কোন মুসলমান কাফিরের সঙ্গে গোপন বন্ধুত্ব না করে।

কাফিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব সমস্ত জাতিকে এক ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন করিয়া দিবে।

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم
اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم
من الحق ج يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله
ربكم ط ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء
مرضاتي صلے تسرون اليهم بالمودة صلے وانا اعلم بما
اخفيتم وما اعلنتم ط ومن يفعله منكم فقد ضل سواء
السبيل ٥ ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا
اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ط
لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيمة ج
يفصل بينكم ط والله بما تعملون بصير قد كانت لكم
اسوة حسنة في ابرهيم والذين معه ج اذ قالوا لقومهم
انا برءوا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا
حتى تؤمنوا بالله وحده ٥

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু বানাইও না। তোমরা বন্ধু বানাইতেছ, অথচ কাফিরদের অবস্থা এই যে, তাহারা তোমাদের কাছে যে সত্য আসিয়াছে তাহার সহিত কুফুরি করিতেছে। তোমাদিগকে ও তোমাদের রসূলকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে একমাত্র এই অপরাধে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর

ঈমান আনিয়াছ। তোমরা যখন আল্লাহ্‌ ও রসূলের শত্রু সেই কাফিরদের মুকাবিলায় আমার পথে জিহাদ্‌ করিতে বাহির হইতেছ—আমার রেজামন্দি হাসিলের জন্য, ঠিক সেই মুহূর্তে তোমরা গোপনে বন্ধুত্ব করিতেছ। তোমরা যাহা গোপনে কর তাহাও জানি এবং যাহা প্রকাশ্যে কর তাহাও জানি। যে কেউ ইহা করিয়াছে সে গুমরাহ্‌ হইয়াছে।”

তোমরা চিন্তা কর তোমাদের এই বন্ধুত্বের ফলে যদি কাফরগণ বিজয়ী হইয়া যায় এবং তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিতে পারে, তখন তাহারা তোমাদের শত্রুই হইবে (বন্ধু হইবে না)। তাহারা তোমাদের মারার জন্য হাত প্রসারিত করিবে, জঘন্য ভাষা ব্যবহার করিবে এবং তোমাদিগকে কাফির বানাইবার চেষ্টা করিবে। এই বন্ধুত্বের গুনাহ্‌-এর কারণে যখন তোমাদের কিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হইবে তখন আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি যাদের মহব্বতে এই বন্ধুত্ব কর কোন উপকারে আসিবে না। আল্লাহ্‌ বিচার করিবে। আল্লাহ্‌ তোমাদের আমল চাক্ষুস দেখিতেছেন। ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁহার সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য অতি উৎকৃষ্ট আদর্শ রহিয়াছে।

যখন তাঁহারা তাহাদের স্বজাতিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া দিল—আমরা তোমাদের ও তোমাদের পূজনীয় দেব-দেবী হইতে পরিষ্কারভাবে আলাহিদা হওয়ায় ঘোষণা করিলাম এবং তোমাদের ও আমাদের শত্রুতা চিরদিনের জন্য প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হইল যে পর্যন্ত না তোমরা এক এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।

অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহ্‌ ও পরকালের আশা রাখে তাহাদের জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে একত্ববাদী ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম কাফিরদের সঙ্গে চলার যে কার্যধারা দেখাইয়া গিয়াছেন তোমাদের সেই পথ অনুসরণ করা উচিত। ইসলাম ও মুসলমানকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার জন্য। কারণ কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব মুসলমাদের ক্ষতিই হইবে।

يا يها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا
يالونكم خبالا ط ودوا ما عنتم ج قد بدت البغضاء من
افواههم صلے وما تخفى صدورهم ط قد بينا لكم الايات

ان كنتم تعقلون ○ ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتب كله ج واذا لقوكم قالوا امنا واذاخلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ ط قل موتوا بغيظكم ط ان الله عليم بذات الصدور ○ ان تمسسكم حسنة تسؤهم ز وان تصبكم سيئة يفرحوا بها ط وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء ط

"হে ম্‌মিনগণ! তোমরা নিজেদের লোক ছাড়া অর্থাৎ ম্‌সলমান ছাড়া অন্যকে ভেদী বানাইও না। অর্থাৎ, এমন কোন ব্যাপারে বিশ্বাস করিও না যাহার গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজন। কেননা তাহারা তোমাদের ক্ষতি করিতে তিল পরিমাণ কমি করিবে না। তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা তোমরা ধ্বংস হও। কখনও কখনও কথার মাধ্যমেও শত্রুতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। অন্তরে যাহা পোষণ করে তাহা বহু বড়। আমি পরিষ্কার ভাষায় বয়ান করিয়া দিলাম। যদি তোমরা ব্দ্ধিমান হও, সাবধান হও। তোমরা তাহাদের ভালবাসিবে, তাহারা তোমাদের ভালবাসে না। তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবকে মান। অথচ এরা কোন কিতাবই মানে না। এরা বড় ম্‌নাফিক। যখন তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তখন বলে আমরা ম্‌সলমান। যখন নির্জনে তাহারা একত্রিত হয়, তোমাদের বির্দ্ধে গোস্বায় আঙ্গ্‌লি দাঁতে কাটে। হে নবী, আপনি বলিয়া দিন তোমরা গোস্বায় মরিয়া যাও। আল্লাহ্‌ তোমাদের সিনার অভ্যন্তরের কল্পনাও জানেন। যদি তোমাদের ভাল হয় তারা দ্ঃখ পায় এবং যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হও তাহারা আনন্দে মাতিয়া ওঠে। যদি ধৈর্য। অবলম্বন কর ও আল্লাহ্‌কে ভয় কর, পরহেজগার হও। তাহাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না।

মদীনা হইতে রওয়ানা

রস্লুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লহ্‌ আলাহি ওয়াসাল্লাম ১০ই রমযান মদীনা হইতে মক্কা অভিম্খে রওয়ানা হইলেন। তিনি ও সাহাবাগণ রোযাদার ছিলেন। কাদীদ নামীয় স্থানে তাঁহারা ইফতার করিলেন। তৎপর তিনি মাররা

সাহরান নামীয় স্থানে পৌছিয়া অবস্থান গ্রহণ করিলেন। প্রিয় নবীর সঙ্গে ১০,০০০ (দশ) হাজার সাহাবা ছিলেন।

হযরত আব্বাস ও আবু সুফিয়ান

মদীনার পথে যখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জুহ্‌দা নামীয় স্থানে উপস্থিত হইলেন তখন রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) চাচা আব্বাস বিন্ আবদুল মুত্তালীব তাঁহার পরিবারবর্গসহ মুসলমান হইয়া হিযরত করিবার পথে রসূলুল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হন। তৎপূর্বে প্রিয় নবী যখন আবুয়া নামীয় স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার বড় চাচার ছেলে আবু সুফিয়ান বিন্ হারিম বিন আবদুল মুত্তালীব এবং তাহার ফুফুর ছেলে আবদুল্লাহ বিন্ আবি উমাইয়া উম্মুল মুমেনীন উম্মে সলমার সৎভাই একত্রিতভাবে উপস্থিত হন। তাহাদের আসার সংবাদ রসূলুল্লাহ্‌কে জানাইলে সাক্ষাৎ দিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। কেননা এরা রসূলুল্লাহ্‌কে বড় কষ্ট দিয়াছিল। আবু সুফিয়ান কবিতার মাধ্যমে প্রিয় নবীর কুৎসা রটনা করিত। কিন্তু উম্মে সলমা বহুত সুপারিশ করিলেন এবং আবু সুফিয়ানও বলিল যে, রসূলুল্লাহ্ যদি আমার অপরাধ মাফ না করেন তবে আমার ছোট ছোট বাচ্চাসহ গহীন মরুভূমির নির্জন স্থানে চলিয়া যাইব এবং দানা পানি ছাড়িয়া না খাইয়া মরিয়া যাইব। হযরত আলী (রাঃ) এদের পরামর্শ দিলেন তোমরা রসূলুল্লাহ্‌র সামনে দিয়া অতিক্রম কর এবং ইউসুফ আলাইহিচ্ছালামের ভাইগণ যেভাবে বলিয়াছিল তোমারাও বল আমরাই গুনাহগার ছিলাম, কষ্ট দিয়াছিলাম আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের উপর বিজয়ী করেছেন। আপনি যে কোন শাস্তি দিবার হয় দিন।

তাহারা এইরূপই করিলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন ঃ

لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين -

"আজ কোন তিরষ্কার নাই—আল্লাহ্ তোমাদেরে মাফ করুন—তিনি আর-রাহমানুর রাহিমীন।"

অপরাধ মাফ করার পর আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ্‌র প্রশংসার কবিতা লিখিতে শুরু করিলেন এবং কবিতার মাধ্যমে কুৎসা সমূহের জন্য আত্মবেদনা প্রকাশ করিলেন।

তাহার পর অত্যন্ত খাঁটি মুসলমান হন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)র সামনে কখনও লজ্জায় মাথা উঠাইতে পারিতেন না। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এবং বলিতেন আমি আশা করি আবু সুফিয়ান আমার চাচা হামযার স্থান লাভ করিবে।

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

প্রিয় নবী জোহরান নামীয় স্থানে অবস্থানকালে সাহাবাগণকে হুকুম দিলেন প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক পৃথক স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে চুলা জ্বালাও, আলো জ্বালাও। হযরত আব্বাস (রাঃ) কুরাইশদের অবস্থার উপর দুঃখ করিতেছিলেন। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন আজ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যেভাবে বিজয়ী বেশে মুসলিম বাহিনী লইয়া মক্কা প্রবেশ করিতেছেন, ইহার পরিণাম কুরাইশদের জন্য ভয়াবহ হইবে। কুরাইশ ধ্বংস হইবে।

হযরত আব্বাস রাত্রের অন্ধকারে রসূলুল্লাহ্‌র সাদা খচ্চরটির উপর আরোহন করিয়া মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের খবর দেওয়া রসূলুল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার জন্য—নতুবা উপায় নাই। বুখারী শরীফের একখানা হাদীসে আছে যে মদীনা হইতে রওয়ানার সংবাদ কুরাইশগণ পূর্বেই পাইয়াছিল। তবে তাদের ইহা জানা ছিল না যে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মাররাজ জাহরান পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছেন। সংবাদ পাইয়াই আবু সুফিয়ান বিন্‌ হারব, হাকীক বিন্‌ হেজাম, বুদাইল বিন্‌ অরাকা অনুসন্ধানে বাহির হইল যে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সন্ধানলাভ করিবে। এইখানে আসিয়া দেখিল এত বেশী বিক্ষিপ্ত আলো. আশ্চর্য হইল এত লোক কোথা হইতে আসিল এবং এত বড় ভারী দল কাহার? বুদাইল বলিল, বনী খোযায়ীর মানুষ মনে হইতেছে। আবু সুফিয়ান বলিল, বনী খোযায়ীর এত মানুষ এত দব্‌দবা কোথায়? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে রাত্রের অন্ধকারে আওয়াজের দ্বারা আবু সুফিয়ানকে চিনিলাম

এবং বলিলাম কে আবু হানজালাহ্‌ ? আবু সুফিয়ান বলিল ঃ কে ? আবুল ফজল ? আমি বলিলাম, হাঁ।

আবু সুফিয়ান বলিল, তোমার উপর আমার বাপ, মা, উৎসর্গ, বল এই সব কি ? আমি বলিলাম এরা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর বাহিনী। আজ কুরাইশের অবস্থা বড় শোচনীয় হইবে। আবু সুফিয়ান বলিল, বল কি ? কি উপায় ? আমি বলিলাম চুপ, তাহারা তোমাকে দেখিতে পাইলে এখনই তোমাদেরকে কতল করিবে। তোমরা আমার পেছনে খচ্চরের উপর বসিয়া যাও। আমি তোমাদের নিরাপত্তার জন্য রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)র নিকট অনুরোধ করিব। আবু সুফিয়ান খচ্চরের পিঠে বসিয়া গেল, তাহার সাথীগণ মক্কায় ফিরিয়া গেল।

আমি তাহাকে নিয়া চলিলাম। যখনই কোন আলোর নিকট দিয়া অতিক্রম করিতাম লোকেরা জিজ্ঞাসা করিত, কে ? তৎপর চিনিয়া বলিত রসূলুল্লাহ্‌র খচ্চর; এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) চাচা আব্বাস। যখন উমর বিন্‌ খাত্তাবের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলাম তিনি বলিলেন, কে ? তৎপর উমর উঠিয়া দেখিতে আসিল এবং আবু সুফিয়ানকে দেখিয়া বলিল, আরে এই যে খোদার দুশমন। আবু সুফিয়ান। আলহামদু লিল্লাহ্‌ আজ কোন নিরাপত্তার এবং চুক্তি ছাড়া তোমাকে পাইয়াছি। তৎপর দ্রুতগতিতে রসূলে করীম হইতে হত্যার অনুমোদন নিবার জন্য দৌড়াইল। আমিও খচ্চরকে দৌড়াইলাম এবং উমরের আগেই পৌঁছিয়া গেলাম; সঙ্গে সঙ্গে উমরও পৌঁছিয়া গেল এবং বলিল ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ ইজাজত দিন, আল্লাহ্‌র দুশ-মনকে কতল করিয়া দিব। আমিও বলিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌, আমি তাহাকে আমার নিরাপত্তায় গ্রহণ করিয়াছি। উমর এ ব্যাপার লইয়া বড়ই বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল। আমিও বলিতে লাগিলাম, হে উমর, আজ বনী কাবের বংশের কোন কাফির হইলে এত তাড়াহুড়া করিতে না। উমর (রাঃ) বলিলেন, হে আব্বাস! আপনি কি বলিতেছেন? বংশ কি জিনিস? আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম হইতে বেশী প্রিয়। শুধু এই কারণে যে আপনার ইসলাম রসূলুল্লাহ্‌র নিকট বেশী প্রিয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, আচ্ছা, এখন তাহাকে নিয়া যাও। আগামী কল্য সকালে আমার নিকটে লইয়া আস।

সকালে রসূলুল্লাহ্ তাহাকে বলিলেন—আবূ সুফিয়ান! বড়ই দুঃখের কথা এখনও বুঝ নাই যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। আবূ সুফিয়ান বলিল—আমার মা বাপ আপনার উপর কুরবান, আপনি কত বড় ধৈর্যশীল, কতবড় সম্মানিত—আত্মীয়তার প্রতি আপনার কত লক্ষ্য। সন্দেহাতীতভাবে আমার ধারণা হইয়াছে যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই—যদি থাকিত তবে আমাদের সাহায্য করিত। তৎপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, হে আবূ সুফিয়ান, এখনও কি তোমার বুঝে আসিল না আমি আল্লাহ্‌র রসূল? আবূ সুফিয়ান বলিল, আমার মা-বাপ আপনার উপর কুরবান, আপনার কত ধৈর্য, কত বদান্যতা, কত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য, কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও আমার মনে সন্দেহ আছে। স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারি নাই—আপনি আল্লাহ্‌র রসূল কি না? হযরত আব্বাস বলিলেন, আরে, কলেমা পড়ঃ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

এবং ইসলাম কবুল কর নতুবা এখনই গরদান মারিয়া দিবে। মক্কার সরদার আবূ সুফিয়ান কলেমা পড়িল, সাক্ষ্য দিল ও মুসলমান হইয়া গেল।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আবূ সুফিয়ান মক্কার সরদার, আত্ম-মর্যাদাকে ভালবাসে। তাহাকে কোন বিশেষ মর্যাদা দান করুন। রসূলুল্লাহ্ ফরমাইলেন, আজ যে কেহ আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করিবে, সে নিরাপত্তা লাভ করিবে। তৎপর ফরমাইলেন, যে কেউ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে থাকিবে, তাহার জন্যও নিরাপত্তা লাভ। যে ব্যক্তি মসজিদে হেরেমে প্রবেশ করিবে সেও নিরাপত্তা পাইবে।

তৎপর রসূলুল্লাহ্ হযরত আব্বাসকে বলিলেন, আমাদের যাইবার পথে আবূ সুফিয়ানকে পথের কোন ছোট গলিতে দাড় করাইয়া রাখ যেন আল্লাহ্‌র বাহিনীকে দেখিতে পায়। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাই করিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সেনাবাহিনী গোত্রে গোত্রে বিভক্ত ছিল। এক এক গোত্রের বাহিনী অতিক্রম করিতেছিলেন। যখন কোন গোত্রে আবূ সুফিয়ানের নিকট দিয়া যাইত, জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহারা কে? হযরত আব্বাস

(রাঃ) বলিতেন—বনী সলীম। আবূ সুফিয়ান বলিল—সলীম দিয়া কোন কাজ নাই। এইভাবে কতক গোত্র অতিক্রম করার পর খাজরাজ গোত্রের মধ্যে আনসার মুহাজিরীণগণের সঙ্গে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) স্বয়ং তশরীফ আনিলেন। তাহাদের অবস্থা এইরূপ ছিল যে লড়াইয়ের সামান ও লোহার পোশাকের মধ্যে তাহারা ডুবিয়াছিল। আবূ সুফিয়ান বলিল, সুবহানাল্লাহ্‌, হে আব্বাস! ইহারা কে? হযরত আব্বাস বলিলেন, ইনি রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্‌সালাম ও মুহাজিরগণ এবং আনসার। আবূ সুফিয়ান বলিল, আজ এদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি কাহারও নাই। আব্বাস তোমার ভাতিজার রাজত্ব বড় জবরদস্ত হইয়া গিয়াছে। হযরত আব্বাস বলিলেন, শুন আবূ সুফিয়ান ইহা নবুয়তের শক্তি। আবূ সুফিয়ান বলিল, হাঁ, নবুয়তের শক্তি।

আনসারগণের পতাকা সাদ্‌ বিন্‌ উবাদা আনসারীর হাতে ছিল। তিনি যখন আবূ সুফিয়ানের নিকটে আসিলেন হযরত সাদ আবূ সুফিয়ানকে বলিল, আজ লড়াইয়ের দিন, আল্লাহ্‌ রক্তপাত হালাল করিয়াছেন। আজ কুরাইশের জিল্লতির দিন। তারপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যখন আবূ সুফিয়ানের কাছ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, আবূ সুফিয়ান বলিল, ইয়া রসূলাল্লহ্‌! সাদ্‌ কি বলিতেছে আপনি শুনিয়াছেন? রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, কিবলিতেছে? আবূ সুফিয়ান বলিল সে বলিতেছে আজ কুরাইশের জিল্লতির দিন। ইহা শুনিয়া মুহাজিরীণগণের মনে দুঃখ হইতেছে যেহেতু তাহারাও কুরাইশী। হযরত উসমান (রাঃ) এবং আবদুর রহমান বিন্‌ ওউফ বলিল ইহা রসূলুল্লাহ্‌, আমাদের শান্তি নাই। যদি সাদ কুরাইশদের উপর অধিকার পায় তবে যে করিয়া বসে। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, সাদ ভুল বলিয়াছে। আজ কাবা শরীফের আজমতের দিন—সম্মানের দিন, আজ কুরাইশদেরও সত্যিকার সম্মানের দিন। তৎপর রসূলুল্লাহ্‌ লোক পাঠাইয়া হযরত সাদ হইতে পতাকা নিয়া তাঁহার ছেলে কাইস বিন্‌ সাদের হাতে দিয়া দিলেন।

তৎপর আবূ সুফিয়ান দ্রুতগতিতে মক্কায় চলিয়া গেল এবং উচ্চ আওয়াজে ডাক দিল হে কুরাইশ! মুহাম্মদ (সঃ) আসিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাহিনীর মুকাবিলার শক্তি কাহারও হইবে না। যাহারা আবূ

সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করিবে তাহাদের নিরাপত্তা লাভ হইবে। ইহা শুনিয়া আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা ক্রোধে তাহার গোঁফ ধরিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল হে বনী কানানা! এই কমবখ্‌তকে হত্যা করিয়া দাও এবং বহুত গালি দিল।

আবু সুফিয়ান বলিল, এই সময় এই সব কথায় কিছু লাভ হইবে না। আজ কেহই মুহাম্মদের মুকাবিলা করিতে পারিবে না। বাঁচিতে চাও আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ কর। যে ব্যক্তি মসজিদে হেরেমে প্রবেশ করিবে সে ব্যক্তিও নিরাপত্তা লাভ করিবে। লোকেরা বলিল, আরে কমবখ্‌ত তোর ঘরে বা মসজিদে হেরেমে কতজন লোকের স্থান হইবে। আবু সুফিয়ান বলিতে লাগিল, যে নিজ নিজ ঘরের দরজা দিয়া ভিতরে থাকিবে তাহার জন্যও নিরাপত্তার ঘোষণা করা হইয়াছে। এই কথা শুনার পর মানুষ দ্রুতগতিতে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল—কেউ বা মসজিদের দিকে কেউ বা ঘরের দিকে পালাইতে শুরু করিয়া দিল।

মক্কায় প্রবেশ

তৎপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কাদা নামীয় স্থানের দিক হইতে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। কাদা জান্নাতুল মুয়াল্লার দিকে অবস্থিত।

আনসারগণ যখন কুরাইশদের মত শত্রুর সঙ্গে নরম ব্যবহার দেখিলেন, তখন বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রসূলুল্লাহ্‌র উপর স্বজাতি ও দেশপ্রেম গালেব হইয়াছে। হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, ঠিক এ সময় ওহী অবতীর্ণ হইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। রসূলুল্লাহ্‌র উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় কেউই তাঁহার দিকে দেখিতে পারিত না।

ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ বলিতে লাগিলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা বলিয়াছ এই ব্যক্তির উপর স্বজাতি ও দেশপ্রেম গালেব হইয়াছে। আল্লাহ্‌র কসম ইহা মিথ্যা ধারণা। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁহার রসূল। আমি আল্লাহ্ ও তোমাদের দিকে দেশ ত্যাগ করিয়া হিযরত করিয়াছি। এখন আমার জিন্দিগী তোমাদের জিন্দিগীর সহিত, আমার জিন্দিগী ও মৃত্যু জড়িত। ইহা শুনিয়া আনসারগণ অশ্রুভারাক্রান্ত

হইয়া গেলেন। সমবেতভাবে বলিল, এই সব কথা আমরা আপনার মহব্বতের জয্‌বায় বলিয়াছি যে আমরা নবী করীমের বিচ্ছেদ কিভাবে সহ্য করিব। রসূলুল্লাহ্‌ ফরমাইলেন, ঠিক আছে। আল্লাহ্‌ তা'আলাও তোমাদের আন্তরিকতার কারণে মাফ করিয়াছেন।

বাইতুল্লায় প্রবেশ

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর ঝাণ্ডা জান্নাতুল-মুয়াল্লার নিকট খাড়া করা হইল। তৎপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বাইতুল্লাহ্‌ এর দিকে রওয়ানা হইলেন। আনসার মুহাজিরদিগণের বিশেষ বিশেষ লোক রসূলুল্লাহ্‌র আগে পিছে চলিলেন। মসজিদে হেরিমে দাখিল হইয়া সর্বপ্রথম হজ্‌রে আসওয়াদ চুম্বন করিলেন। তারপর সওয়ারী অবস্থায় তওয়াফ করিলেন। ঐ দিন ইহ্‌রাম ছিল না। কাজেই শুধু তওয়াফই করিলেন। তওয়াফের অবস্থায় নবী করীমের হাতে কামান ছিল। আল্লাহ্‌র ঘরের আশে পাশে ৩৬০ (তিন) শত ষাটটি মূর্তি খাড়া ছিল। তিনি কামান দ্বারা বুতের দিকে ইশারা করিতেন এবং বলিতেন ঃ

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

মূর্তির পিঠের দিকে ইশারা করিতেন মুখের উপর পড়িয়া যাইত। মুখের দিকে ইশারা করিতেন পিঠের দিকে পড়িয়া যাইত।

কোন কোন রেওয়াতে আছে ঐ দিনই মক্কার বড় বড় মূর্তি ভাঙ্গা হইয়াছিল। সাফা পাহাড়ের উপর আসাফ নামীয় একটা মূর্তি এবং মারওয়ার উপর নায়েলা নামীয় একটা মূর্তি বহুদিন হইতে স্থাপিত ছিল এবং এই মূর্তিগুলি সম্বন্ধে এদের আকিদা ছিল যে এই দুইটি মূর্তি জুরহুম গোত্রের, একটি পুরুষ একটি মেয়েলোক। আল্লাহ্‌র ঘরে জিনা করার কারণে দুইটিই পাথরে পরিণত হইয়াছিল। এই ইতেকাদ সত্ত্বেও এরা ইহার পূজা করিত। মক্কার একটা বড় বুত হাবুল নামীয় ছিল। ইহা ভাঙ্গিবার সময় হযরত যুবাইর বিন্‌ আওয়াম (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বলিলেন, এই যে তোর মাবুদ, যার উপর তোদের এত গর্ব ছিল। উহুদের দিন উল্লাসে তুমি বলিয়াছিলে اعل هبل (জয়হোবুল দেবীর)। আবু

সুফিয়ান বলিল এইসব কেচ্ছা এখন ছাড়। এখন বুঝিয়াছি যদি মুহাম্মদের আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন আল্লাহ্ থাকিত তবে তারা বিপদে আমাদেরে সাহায্য করিত। আজ অবস্থা অন্য রকম হইত। কাবা শরীফের ছাদের উপর যে মূর্তিটা ছিল ঐখানে রসূলুল্লাহ্‌র হাত পৌঁছিতেছিল না—ঐটা ভাঙ্গিবার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আলীকে নিজের কাঁধে উঠাইলেন এবং মূর্তিটি ভাঙ্গিলেন।

তওয়াফ হইতে অবসর হইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) উসমান বিন তালহার নিকট গিয়া চাবি চাহিলেন। উসমান বিন তালহা কাবা শরীফের মুতায়াল্লী। উমরাতুল কাজার সময় নবী (সঃ) তাহার নিকট চাবী চাহিলে সে বলিয়াছিল দুনিয়ার সবকে চাবি দিলেও তোমাকে দেওয়া হইবে না। রসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, যদি কোনও দিন দিতে হয় ? তখন সে বলিয়াছিল। সেই দিনটি আরবের জন্য দুর্দিন হইবে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছিলেন, সেই দিনটি হইবে আরবের জন্য সম্মানের দিন। সে চাবি দিয়া দিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে গেলেন। দেখিতে পাইলেন হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইলের মূর্তি ? উভয়ের হাতে জুয়া খেলার তীর। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইলেন, আল্লাহ্ কাফিরদের ধ্বংস করুন। এত বড় দুইজন পয়গম্বর যাহারা জীবনে কোনদিন জুয়া খেলেন নাই, তাঁহাদের হাতে জুয়ার কামান ? এবং দেখিলেন লাকড়ীর তৈরী দুইটি কবুতর। রসূলুল্লাহ্ নিজ হাতে ভাঙ্গিয়া দিলেন। সব মূর্তিগুলিও ধ্বংস করিয়া দিলেন।

ভীড়ের কারণে রসূলুহ্ বাইতুল্লার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভিতরে রসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে হযরত বিলাল (রাঃ) এবং উসমা বিন্ যায়িদ (রাঃ) রহিয়া গেলেন। তারপর দরওয়াজার সামনে ওয়ালা দেওয়াল এর দিকে গোলন এবং দেওয়াল হইতে তিন হাত দূরে দাঁড়াইয়া নামায পড়িলেন। তৎপর বাইতুল্লাহর ভিতরে আশে পাশে ঘুরিতে লাগিলেন এবং বাইতুল্লাহ্‌র প্রত্যেক কোণে তওহীদ ও তক্‌বীরের নারা লাগাইলেন। কুরাইশ মসজিদে হেরেমে সমবেত হইয়া রসূলুল্লাহ্‌র অপেক্ষায় ছিল।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বাইতুল্লাহ্‌র দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া দরওয়াজার দুইটি বাজু ধরিয়া ফরমাইলেন ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده
عبده وهزم الاحزاب وحده -

"আল্লাহ্‌ ব্যতীত মা'বুদ নাই—তিনি এক, তাঁহার শরীক নাই—তিনি তাঁহার ওয়াদা সত্য করিয়াছেন বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন। সমস্ত দলকে একাই পরাস্ত করিয়াছেন।'

এর পর তিনি জাহেলিয়াতের যুগের কুপ্রথাসমূহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আজ হইতে এইগুলি বাতিল ঘোষণা করা হইল এবং আমার পায়ের নীচে পদদলিত হইল। বলিলেন, হে কুরাইশগণ! তোমাদের জাহেলিয়াতের যুগের বাপ দাদার উপর ফখর করা এই সব যাবতীয় জাহেলিয়াতের প্রথাসমূহ আল্লাহ ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন—সব মানুষ আদমের সন্তান—আদম মাটি হইতে।

তৎপর আয়াত পড়িলেন:

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم
عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير-

অর্থ:—"হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে নারী-পুরুষ হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি তোমাদিগকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার। নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখিও আল্লাহতায়ালার নিকট সবচাইতে বেশী সম্মানী ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্য হইতে সর্বাধিক আল্লাহ্‌ ভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তায়ালা মহাজ্ঞানী ও খুব সচেতন।"

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগ। সে সময় মানুষ আসমানী শিক্ষার আলো যাহা নবী রসুলগণের মাধ্যমে বনী আদমের হেদায়েতের জন্য দুনিয়াতে প্রেরিত হইয়াছিল ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়া হাজার হাজার দুর্নীতির মধ্যে দেশভিত্তিক ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের অভিশাপে যাহা ঝগড়া কলহের মূল উৎস, যাহার ফলে মানুষ মানবতাহীন পশুতে পরিণত হইয়াছিল, খুন

খারাবী ঝগড়া ফাসাদ লড়াইয়ের আগুনে জ্বলিতেছিল। বলা বাহুল্য আজও সেই জাহেলিয়াতের যুগের মত সাম্য ও ন্যায়নীতির ধর্ম ভুলিয়া মানুষ পশুতে পরিণত হইয়াছে।

এই ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতার কারণে যত লড়াই খুন চলিতেছে।

ইসলামের নবী মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করিলেন আজ গোত্রগোষ্ঠী-ভিত্তিক জাতীয়তা, ভৌগোলিক জাতীয়তা আমার পায়ের নীচে রাখিলাম—বাতিল করিলাম।

আর এক হাদীসে সাইয়েদুল আম্বিয়া রাহমাতুল্লাহ্ আলামীন ঘোষণা করিলেন :

لا فضل للعرب على العجم ولا الابيض على الاسود
ان اكرمكم عند الله اتقاكم .

আরবের অনারবের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। কালার উপর ধলার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। শ্রেষ্ঠত্ব লাভের একমাত্র উপায় তাক্ওয়া, সংযম, সৎ-চরিত্র। ইহাই হযরত বিলাল আফ্রীকার কাল হাবশী তাক্ওয়ার কুরাইশ-দের সরদার হইয়া গেলেন, মদীনার হাকীম হইলেন। সাহাবীরা তাহাকে সাইয়েদনা বেলাল বলিতেন।

আসমানী শিক্ষা দুনিয়ার মানুষকে দুইটি জাতিতে পরিণত করিয়াছে। সমস্ত তৌহীদবাদী, দুনিয়ার যে কোন প্রান্তের হউক, এক জাতি। তৌহিদে অবিশ্বাসী ধর্মদ্রোহী মানুষ কাফের সব একজাতি। শত্রুতা মিত্রতার ভিত্তি ঈমান ও কুফরীর উপর কায়িম করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

ولكم اسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه
اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون
من دون الله وكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم
العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده ○

হে উম্মতে মুহাম্মদি! আম্বিয়াকুলের শিরোমণি ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার সহিত ঈমান আনিয়াছে যাঁহাদের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রহিয়াছে যখন ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার অনুসারিগণ তাঁদের স্বগোত্রদের বলিয়াছিল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ও তোমাদের উপাস্য হইতে পৃথক হইবার ঘোষণা করিলাম এবং তোমাদের সহিত কুফরির ঘোষণা করিলাম এবং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা চিরদিনের জন্য ঘোষণা হইল—যে পর্যন্ত না এক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিবে।

ইসলাম সাম্য ও মৈত্রীর ধর্ম, রাজা, প্রজা, শাসক, শাসিত, গরীব, ধনী সবাই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া অবস্থান করিবে। কেহ বড় ছোট নয়, যে চরিত্রহীন আল্লাহ্‌-বিদ্রোহী সে বাদশাহ হইলেও ঘৃণার পাত্র। গরীব চরিত্রবান আল্লাহ্‌ভীরু, সমস্ত মুসলমানের প্রিয় ভক্তিভাজন ব্যক্তি। সমাজে তাহার মূল্য আছে। সুদখোর, ঘুষখোর ধনী মুসলিম সমাজে ঘৃণার পাত্র। ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য ন্যায়নীতির বিস্তার। খৃষ্টান জাত মুসলমানের জিহাদের উপর বড়ই সমালোচনামুখর। তাহারা বলে ধর্মের জন্য লড়াই অশোভনীয়। হযরত মুহাম্মদ যাহা করিয়া গেছেন তাহা নেপোলিয়ান, তৈমুর লঙ্গ-এর মত বিজয়ীর জন্য শোভা পায়—ধর্মের জন্য লড়াই শোভা পায় না। তাহারা বলে ইসলাম তলোয়ারের শক্তিতে প্রচার হইয়াছে। প্রচারের পথে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে।

খৃস্টানদের জবাবে জজ আকবর এলাহাবাদী মাত্র একটি কবিতা পড়িয়াছেন—অতি চমৎকার জবাব ঃ

یہ ہی فرماتے رہے کہ تلوار سے پھیلا ہے اسلام
یہ نہیں فرمایا کہ توپ سے کیا پھیلا ہے

অর্থ—খৃস্টান জগৎ সমালোচনামুখর যে তলোয়ারের দ্বারা ইসলাম প্রচার হইয়াছে। কিন্তু তাহারা বলেন না তাদের তোপের দ্বারা কি প্রচার হইয়াছে? তাহারা তোপের দ্বারা গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ উজাড় করিতেছে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে—যেখানে শিশুরাও রক্ষা পায় না।

শুধু তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী লালসা চরিতার্থ করা ছাড়া এর পিছনে কি যুক্তি আছে? কিন্তু ইসলামী জিহাদের পিছনে রহিয়াছে মানবের প্রতি

এক বিরাট কল্যাণময়ী ব্যবস্থা যেই দিকে ইশারা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালার কুরআনে :

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض -

যদি না আল্লাহ্ একের দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে যমীন ধ্বংস হইয়া যাইত।

তারপর অপেক্ষমান কুরাইশদের লক্ষ্য করিয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, হে কুরাইশ! আমার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? আজ তোমাদের সহিত কি ব্যবহারের আশা কর। কুরাইশ সমবেতস্বরে বলিয়া উঠিল—ভাল ব্যবহার। আপনি সম্মানী ও সম্মানী বংশের সন্তান, কাজেই আপনি ভাল ব্যবহার করিবেন—ইহাই আমাদের আশা। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, আমি আজ তোমাদিগকে ঐ কথাই বলিব যাহা ইউসুফ আলাইহিস্সালাম তাহার ভাইদেরে বলিয়াছিল :

لا تثريب عليكم اليوم انتم العتقاء -

আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নাই—তিরস্কার নাই, তোমরা স্বাধীন।

হাযারা ও সেকারা

তৎপর হযরত আলী বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! কাবা শরীফের চাবি আমাকে দিন যেন সেকারা, হাযারা উভয়ই বনী হাশিমদের হাতে আসে। সায়ীদ বিন্ মুসাইয়িব বলেন যে, ঐ দিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চাচা আব্বাস বিন্ আবদুল মুত্তালিব কাবা ঘরের চাবির জন্য বড় চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাকাবা অর্থাৎ জম্জম্ কুয়ার পানির উপর হযরত আব্বাসের অধিকার ছিল। হাজাবা অর্থাৎ আল্লাহ্র ঘরের চাবি হযরত আব্বাসের হাতে হইলে বনী হাশিমের বাইতুল্লাহ্র উপর পূরা অধিকার হইত। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, উসমান বিন্ তাল্হা কোথায়? তিনি আসিলে রসূলুল্লাহ্ ফরমাইলেন, লও এই চাবি চিরকাল তোমাদের নিকট থাকিবে। যে এই চাবি তোমাদের হাত হইতে নিয়া নিবে সে জালেম বিবেচিত হইবে। ইবনে সাদ্ লিখিয়াছেন যে, কাবা ঘরের চাবি পূর্বে

হইতেই উসমান বিন্‌ তালহার নিকট থাকিত, সোমবার একং বৃহস্পতিবার সপ্তাহে দুইদিন দরজা খুলিত। একদিন নবী করীম (সঃ) অন্য কোন দিন দরজা খোলার জন্য চাবি চাহিলেন, তখন সে বড় শক্তভাবে নিষেধ করিল। রসূলুল্লাহ্‌ ফরমাইলেন আরে উসমান! এমন একদিন হ'বে যেদিন এই চাবি আমার অধিকারে আসিবে এবং আমি আমার ইচ্ছায় যাহাকে দিবার হয় দিব। উসমান বলিল, ঐ দিন কি সমস্ত কুরাইশ ফানা হইয়া যাইবে? বলিলেন, না, ঐ দিন কুরাইশের সত্যকার ইজ্জতের দিন হইবে। মক্কা বিজয়ের দিন যখন বনী হাশিম চাবি চাহিল তখন রসূলুল্লাহ্‌ উসমানকে ডাকিয়া বলিলেন, আজিকার দিনটি যাহার সম্বন্ধেই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে একদিন এই চাবী আমার হাতে আসিবে—আমি ইচ্ছা করিয়া যাকে দিব সেই পাইবে। আজ সেই ওয়াদা পূরা হইবার দিন—আল্লাহ্‌ ওয়াদা পূরা করিয়াছেন। লও, আজ হইতে সব সময় এই চাবি তোমাদেরই কাছে থাকিবে। সে বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ। আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূল। উসমান বিন্‌ তালহা ঐ দিন মুসলমান হইয়া গেল। আজ পর্যন্ত পুরুষানুক্রমে কাবা ঘরের চাবি তাঁহাদের হাতেই চলিয়া আসিতেছে।

কাবা ঘরে প্রথম আযান

তৎপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত বিলাল (রাঃ) কে হুকুম দিলেন কাবা ঘরের উপরে দাঁড়াইয়া আযান দাও। ঐ সময় কুরাইশের বড় বড় সরদার, আবু সুফিয়ান বিন্‌ হারব্‌, এতাব্‌ বিন্‌ উসাইদ, হারেস বিন্‌ হেশাম কাবার সামনে খোলা মাঠেই বসিয়াছিলেন। এতাব বিন্‌ উসাইদ বলিল, ভাল হইয়াছে, উসাইদ আজ দুনিয়াতে নাই তাহাকে ইহা শুনিতে হয় নাই। হারেস বলিল, আমরা যদি বুঝিতে পারি ইহাই হক-তবে ইহা মানিয়া নেওয়াই ভাল। আবু সুফিয়ান বলিল, আমি কিছুই বলিব না—যদি বলি তবে এই পাথরের কণাও যাইয়া মুহাম্মদ (সঃ)-কে খবর দিবে কে কি বলিয়াছি।

তাদের কথাবার্তার পর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ঐখানে পেঁাছিলেন এবং বলিলেন, যাহা কিছু তোমরা বলিয়াছ সবই আমাকে জানান হইয়াছে। তৎপর কে

কি বলিয়াছে প্রত্যেকের কথা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়া দিলেন। ঠিক ঐ সময়ই এতাব বিন্ উসাইদ, হারিস বিন্ হেশাম মুসলমান হইয়া গেল এবং বলিল, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমাদের নিকট কেহই ছিল না—আপনার এলেম আল্লাহ্র পক্ষ হইতে। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) উম্মেহানীর ঘরে গেলেন, গোসল করিলেন, আট রাকাত নামায পড়িলেন—ইহা মক্কা বিজয়ের শুকরানার নামায ছিল। কেহ বলেন যে, ইহা চাশতের নামায ছিল।

কতক জন ছাড়া বাকী সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

মক্কা বিজয়ের দিন পরিবেশ শান্ত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কতক পুরুষ ও মহিলা সম্পর্কে হুকুম দিলেন এদেরে যেখানে পাও কতল করিয়া দাও—যদিও এরা আল্লাহ্র ঘরের গিলাফের অভ্যন্তরে আশ্রয়ের চেষ্টা করে। ঐতিহাসিক ইব্নে কাইয়্যুম তাদের সংখ্যা ১০ জন লিখিয়াছে, কেহ কিছু বেশীও লিখিয়াছে—এদের মধ্যে কাহাকেও কতল করা হইয়াছিল, কেহ ইসলাম কবুল করিয়া নিরাপত্তা লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১. আবদুল উজ্জা বিন্ খতল মুসলমান হইয়াছিল। সাদাকাত উশুল করার জন্য তাহাকে মফঃস্বলে পাঠান হইয়াছিল। তাহার খিদমতের জন্য একজন মুসলমান তাহার সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামান্য কিছু করার কারণে মুসলমানটিকে কতল করিয়াছিল। এবং কেসাসের ভয়ে সে সাদাকাতসহ মক্কায় পালাইয়া গিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের দিন সে কাবা শরীফের গেলাফের আড়ালে লুকাইয়াছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইলেন, তাহাকে ঐ খানেই কতল করিয়া দাও। সাইয়িদ বিন্ হোরাইসমাখযুমী এবং আবু বারজী আসলমী উভয়ে মিলিয়া তাহাকে কতল করিয়া দিল।

২. ছুফওয়ান বিন্ উমাইয়া ইসলামের বড় শত্রু ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন পালাইয়া ইয়ামনের দিকে যাইতেছিল, জেদ্দা পেঁাছার পর উমাইর বিন্ ওয়াহ্হাব তাহার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নিকট নিরাপত্তার অনুরোধ করিলেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) নিরাপত্তার নিদর্শন স্বরূপ নিজের পাগড়ি মুবারক দিয়া দিলেন। সে আসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, উমাইর বলিতেছে—আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন—ইহা কি ঠিক? রসূলুল্লাহ্‌ ফরমাইলেন, ঠিকই। সে বলিল, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আমাকে দুই মাসের সময় দিতে পারেন? রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, তোমাকে চার মাসের সময় দিলাম। তিনি হোনাইনের যুদ্ধের দিন মুসলমান হইয়াছিলেন।

৩, ইক্‌রামা বিন্‌ আবু জাহীল—তাহার শত্রুতার কথা বলাই বাহুল্য, তিনি আবু জাহিলের ছেলে। সে ভাগিয়া ইয়ামনে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিন্‌ত হারিস আবু জাহিলের ভ্রাতুষ্পুত্রী মুসলমান হইয়া নিজের স্বামীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মাফ করিয়া দিলেন। উম্মে হাকীম স্বয়ং ইয়ামনে গিয়া মাফের কথা বলিলেন, ইক্‌রামা আশ্চর্য হইল যে, আমাকে মুহম্মদ (সঃ) মাফ করিবেন? তিনি তাহার স্ত্রীর সাথে রসূলুল্লাহ (সঃ) খিদমতে হাজির হইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন।

৪. আবদুল্লাহ্‌ বিন্‌ সাদ বিন্‌ আবিসারা কাতেবে ওহী—মুসলমান ছিল পরে ইসলাম হইতে ফিরিয়া যায়। মিথ্যা কথা বানাইয়া মানুষকে ইসলাম হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিত, তাহাকে কতল করার হুকুম ছিল। সে হযরত উসমানের দুধ ভাই ছিল। হযরত উসমান তাহার জন্য সুপারিশ করিলেন। তাহাকে মাফ করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বেশ কিছু সময় দেরী করিয়াছিলেন। তার পরে মাফ করিয়া দিলেন।

সাহাবীদেরকে বলিলেন, আমি এই জন্য দেরী করিয়াছিলাম যে তোমরা কেহ তাহাকে কতল করিয়া দিবে। সাহাবীরা বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌! আপনি ইশারা করিলেই হইত। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, নবী কাহাকেও ইশারা দিয়া কতল করায় না।

৫, হুয়াইরাস বিন্‌ নাকিস বিন্‌ ওয়াহাব কবি ছিলেন—রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কুৎসা রটনার কবিতা লিখিতেন। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে কতল করিয়াছিলেন।

৬। মিকয়াছ বিন্ সোবাবাকে জামিলা বিন্ আবদুল্লাহ্ কতল করিয়াছিল।

৭। হাব্বার বিন্ আসওয়াদ—ঐ ব্যক্তি যে হযরত জয়নবের হিযরতের সময় বহুত কষ্ট দিয়াছিল। তাহার মায়ের কারণে জয়নবের গর্ভপাত হইয়াছিল। সে বহুত দিন পর্যন্ত পলাতকভাবে বিভিন্ন স্থানে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল। সাহাবারা তাহার অনুসন্ধানে ছিলেন। অবশেষে তিনি নিজেই ধরা দিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে আসিয়া হাজির হইল এবং নিজের অন্যায় স্বীকার করিল এবং বলিল, আল্লাহ্ আমাকে হেদায়েত করিয়াছেন, কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল এবং বলিল, আমি অত্যন্ত লজ্জিত, আমি অনেক অন্যায় করিয়াছি ইত্যাদির পর তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন।

৮। হারিস বিন্ তোলাতিলা—তাহাকে হযরত আলী কতল করিয়া দিলেন।

৯। কাব বিন্ যোহাইর—তিনি নবম হিযরীতে তাহার ভাইয়ের সঙ্গে উপস্থিত হইয়া মুসলমান হইয়া গেলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রশংসায় কসিদা বা নাত রচিত করিয়াছেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁহাকে মাফ করিলেন এবং নিজের চাদর মুবারক তাঁহাকে দান করিলেন।

১০। অহ্সী হযরত হামজার কাতেল রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া মুসলমান হইলেন। কিভাবে হযরত হামযাকে সে কতল করিয়াছিল রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাহার জবানী শুনিলেন এবং তাহাকেও ক্ষমা করিলেন। কিন্তু বলিয়া দিলেন তুমি আমার সামনে আসিও না। তোমাকে দেখিলে আমার চাচার কথা স্মরণ হইবে। তিনিও দূরে চলিয়া গেলেন।

১১। হিন্দা বিন্ত উতবা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ইসলামের বড় শত্রু ছিল। এবং হযরত হামযার কলিজা চিবাইয়াছিল। সে অপরিচিতভাবে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মুসলমান হইয়া গেল। এর পর পরিচয় দিল, আমি হিন্দা বিন্ত উত্বা—রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাহাকেও মাফ করিয়া দিলেন।

১৩-১৪। করিবা ও কোরতাসা এই দুইজন ইবনে খতলের বান্দী ছিল। তাহারা গায়িকা ছিল। গানের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কুৎসা রটাইত। করিবা

নিহত হইল। কুরতাসা প্রথমে ভাগিয়া গিয়াছিল, পরে আসিয়া মুসলমান হইয়াছিল।

১৫। আরবত ইবনে খতলের বাঁদী ছিল। কতল হইয়াছিল।

১৬। সারা সে ঐ মেয়ে লোক যার মাধ্যমে হযরত হাতেব বিন্ বাল্‌তা কুরাইশের কাছে চিঠি দিয়াছিল—মুসলমান হইয়াছিল।

দ্বিতীয় খুত্‌বা

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাফা পাহাড়ে দাঁড়াইয়া জনতার সামনে নিম্নে উল্লেখিত ভাষণ দান করিলেন। প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিলেন, তৎপর তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! যেই দিন আল্লাহ্ আসমান যমীন সৃষ্টি করিলেন সেই দিনই মক্কা শহরকে হরম নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এই স্থান আল্লাহ্ নির্দেশিত হরম। কিয়ামত পর্যন্ত এই স্থান হরমই থাকিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখিবে তাহার জন্য হরমে খুন বাহান এবং ইহার বৃক্ষ কাটা জায়েয হইবে না। যদি কেউ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর লড়াইয়ের কারণে কোন ব্যক্তি রক্তপাত জায়েয হওয়ার বাহানা করে, তবে তাকে বলিয়া দাও এই রক্তপাত বিশেষ কারণে আল্লাহ্ তাঁর নবীকে এযাযত দিয়াছিলেন তোমাকে সেই এযাযত দেয় নাই। আল্লাহ্ আমার জন্য দিনের এক অংশে রক্তপাত হালাল করিয়াছিল। কিন্তু আজ সেই পূর্ব হুরমত ফিরিয়া আসিয়াছে।

একটা ঘটনা

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তওয়াফ করিতেছিলেন। ফুজালা বিন্ উমাইর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে কতল করার জন্য ছোরা নিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? ফুজালা? সে বলিল, হাঁ! ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)! এখন মনে মনে কি ভাবিতেছিলে? সে বলিল, কিছু না—আল্লাহ্‌র যিকীর করিতেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ একটু মুচকি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ইস্তাগফার কর। তৎপর ফুজালার বুকে হাত রাখিলেন। ফুজালা বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত

উঠাইবার আগেই আমি অনুভব করিলাম আল্লাহ্‌র মখলুকের মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর মহব্বত আমার অন্তরে সবচেয়ে বেশী।

মূর্তি ভাঙা

তারপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মক্কার বাইরের বড় বড় মূর্তিগুলি ভাঙার দিকে মনোযোগ দিলেন। অতঃপর লাত, মানাত, উজ্জাকে ভাঙার জন্য মানুষ পাঠাইলেন। রসূলুল্লাহ্‌(সঃ)-এর পক্ষ হইতে ঘোষণা দেওয়া হইল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর ঈমান রাখে তাহাদের নিজেদের ঘরে যেন কোন মূর্তি না রাখে। নাখ্‌লা নামক স্থানে আরবের বিখ্যাত মূর্তি উজ্জা দেবীর বুত্‌খানা ছিল। রোযার ঈদের পাঁচ দিন পূর্বে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) খালিদ বিন্‌ অলীদকে তিনজন অশ্বারোহীসহ পাঠাইলেন। তিনি ইহাকে ভাঙিয়া আসিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ঐ স্থানে কোন কিছু দেখিয়াছ ? বলিলেন, না। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইলেন—তবে ত এখনও ঐটা ভাঙা হয় নাই। খালিদ্‌ বিন্‌ অলীদ্‌ ক্রোধান্বিত অবস্থায় আবার ঐখানে গেলেন এবং দেখিতে পাইলেন যে, অত্যন্ত কালো উলঙ্গ এলোমেলো চুলওয়ালী একটা মেয়েলোক বুতখানা হইতে বাহির হইল। বুতখানার পুরোহিত চীৎকার করিতেছিল। হযরত খালিদ মেয়েলোকটিকে কতল করিয়া দিল। তারপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে খবর দিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন—এইটাই উজ্জা ছিল। এখন হইতে আর তোমার দেশে মূর্তিপূজা হইবে না। একটা কুরাইশ এবং বনী কানানার সবচেয়ে বড় মূর্তি ছিল। বনী শাইবা ইহার অর্চনা করিত।

বুদাইল গোত্রের বিখ্যাত বুত ছোয়া ছিল। ইহা ভাঙার জন্য হযরত আমর বিন আসকে পাঠাইলেন। তিনি যখন ঐ স্থানে পৌঁছিলেন, খাদিম বলিল, কি চাও ? তিনি বলিলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাকে ইহা ভাঙার জন্য পাঠাইয়াছেন। খাদিম বলিল, তুমি পারিবে না। আমি বলিলাম, কেন ? সে বলিল, সে নিজেই নিজকে রক্ষা করিবে। আমি বলিলাম, তুই এখনও বাতিলের উপর আছিস ? তোর দেবতা কিছু দেখে কিংবা শুনে ? তৎপর নিকটে গিয়া দেবতা চুরমার করিয়া দিলাম। আমার সাথীগণ মূর্তির

প্রতীমা ঘরটাও ভাঙিল। কিন্তু উহার মধ্যে কোন ধনরত্ন পাওয়া যায় নাই। আমি খাদিমকে বলিলাম, তোমাদের মূর্তির অবস্থা দেখিয়াছ? সে বলিল দেখিয়াছি তৎপর পড়িল: لا اله الا الله محمد رسول الله এবং মুসলমান হইয়া গেল। মানাত আওস খাজরাজ গাসসান গোত্রের বিখ্যাত মূর্তি ছিল। প্রতীমাঘর কাদিদের নিকট মুসাল্লীল নামীয় স্থানে ছিল ঐখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাদবিন জায়েদ বিন আশহালীকে পাঠাইলেন এবং ২০ (বিশ) জন অশ্বারোহী দিলেন। ঐখানের পুরোহিতরা বলিল, তোমরা কি চাও? তাহারা বলিলেন, মানাত দেবীকে ভাঙার জন্য আমরা আসিয়াছি। পুরোহিতরা বলিল, তোমরা দেবীর সাথে বোঝাপড়া কর। হযরত সাদ মূর্তি ভাঙার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন একটা উলঙ্গ মহিলা এলোমেলো চুল বুকে হাত মারিতে মারিতে বাহির হইল। পুরোহিত বলিল, এরা তোর না-ফরমান অবাধ্য বান্দা। তোর সঙ্গে এই ব্যবহার করিল। হযরত সাদ ইহাকে কতল করিয়া দিল এবং বুতকে ভাঙিল।

খালেদ বিন অলীদ ও বনী যাযীমা

খালেদ উজ্জাদেবী ধ্বংস করিয়া আসার পর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাহাকে বনী যাযীমার দিকে ইসলামের দাওয়াতের জন্য পাঠাইলেন। লড়াই করার হুকুম ছিল না। খালেদ ৩৫০ জন আনসার ও মুহাযির নিয়া ঐখানে গেলেন। তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কে? তাহারা বলিল, আমরা মুসলমান, আমরা নামায পড়ি, যাকাত দেই। আমাদের মসজিদ আছে, আযান হয়। হযরত খালেদ বলিলেন, তবে তলোয়ার নিয়া বাহির হইয়াছ কেন? তাহারা বলিল, আমরা কোন শত্রুপক্ষ মনে করিয়াছিলাম। বোখারী শরীফে আছে যে তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পরিষ্কার বলিতে পারে নাই যে আমরা মুসলমান। হযরত খালেদ তাহাদের গ্রেফতার করিয়া মুজাহেদীনের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। সকালে হুকুম দিলেন যাহার নিকট যে কয়েদী আছে কতল করিয়া দাও। বনী সলীমগণের নিকট যে কয়েদী ছিল তাহাদের তাহারা কতল করিয়া দিল। আনসার মুহাজেরীন তাহাদের কয়েদীদের কতল করিলেন না বরং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দরবারে

হাজির করিয়া দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং ফরমাইলেন, হে আল্লাহ্। আমি খালেদের এই কাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তৎপর হযরত আলীকে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন বনী জাযীমার সমস্ত নিহত লোকের দিয়ত আদায় করিয়া দাও এবং তাহাদের মালের ক্ষতিপূরণ দাও।

অফুদের আলোচনা

অফুদ্ অর্থ প্রতিনিধি। মক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন এলাকার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে যাহারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকট আসিতেন তাহাদিগকে অফুদ বলা হয়। মক্কা বিজয়ের পর সমস্ত আরব দেশে এক আযীব পরিবর্তন ঘটিল। মক্কার চতুর্দিকের কাফেররা মক্কার দিকে চাহিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পর কাফেরদের মনোবল ভেঙ্গে গেল। মক্কা বিজয়ের পরই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাবুকের লড়াইয়ে চলিয়া গেলেন। তবুকের লড়াই হইতে ফিরিয়া মদিনা আসার পর আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ এলাকা হইতে প্রতিনিধি পাঠাইতে লাগিলেন এবং দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তায়ালা সূরায়ে নসর নাযিল করিল—

اذا جاء نصر الله والفتح لا ورايت الناس يدخلون
فى دين الله افواجا لا فسبح بحمد ربك واستغفره.
انه كان توابا.

অর্থঃ যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসিল এবং আপনি দেখিতেছেন যে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে মানুষ দাখিল হইতেছে। অতঃপর আপনি আপনার রবের প্রশংসার তছ্‌বিহ্ পড়ুন এবং ইস্তাগফার করুন। নিশ্চই আল্লাহ্ বহুত বহুত তওবা কবুল করনেওয়ালা।

এই সূরা নাযিল হইবার পর আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। সাহাবীগণ আরজ করিলেন, আজ কি কাঁদিবার দিন? হযরত

সিদ্দীক বলিলেন, এই সূরার মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর ওফাতের খবর আছে। আপনাকে যে উদ্দেশ্যে পাঠান হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য সমাপ্ত হইয়াছে এখন আপনি পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্‌র দিকে রোজু করুন। সাহাবীরা বলিলেন, সেই দিন বুঝিলাম যে আবু বকর আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী।

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিয়ম ছিল যখন অফুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন তখন উন্নতমানের কাপড় পরিধান করিতেন এবং সাহাবীদেরকেও উন্নতমানের কাপড় পরিধান করার হুকুম দিতেন। অফুদ্‌ এত বেশী যে সে সবগুলিকে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এই জন্য আমরা ঐসব অফুদের আলোচনা করিব যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে।

অফুদে সকিফ

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তায়েফ হইতে ফিরিবার পথে জেরানা হইতে উমরা করিয়া মদীনার দিকে যাইতেছিলেন। রাস্তার মধ্যে উরওয়া বিন্‌ মসউদ্‌ সকফী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হইয়া মুসলমান হইলেন। উরওয়া সকিফ্‌ গোত্রের মধ্যে অতি সম্মানী ব্যক্তি। মুসলমান হওয়ার পর বলিলেন, আমি আমার কওমকে ইসলামের দাওয়াত দেব। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সকিফ বংশের লোকদের আত্মাভিমান ও অহংকারের কথা জানিতেন। তিনি বলিলেন, তাহারা তোমাকে হত্যা করিয়া দেবে। তিনি বলিলেন, হুজুর। আমি আমার বংশের সম্মানী ব্যক্তি। তাহারা আমার কথা মানিয়া নিবে, কোন ভয় নাই। উরওয়া মদিনা হইতে বাড়ী ফিরিয়া ঘরের ছাদের উপর উঠিলেন ও ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগিলেন এবং নিজের মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা দিতে লাগিলেন। ফলে চতুর্দিক হইতে তীর বর্ষিত হইতে লাগিল। তীরের আঘাতে তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। উরওয়ার শাহাদতের পর সকিফ্‌ বংশীয় লোকেরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করিতে লাগিল এবং একটা জনসভা করিয়া সিদ্ধান্ত নিল যে, সকল আরববাসী মুসলমান হইতেছে আর আমরা একা সমস্ত আরবের মুকাবেলা করিতে পারিব না। তাহারা তাহাদের বংশের দ্বিতীয় সরদার আবদ ইয়ালীল

বিন্ উমরের নিকট গিয়া বলিল, আমাদের পক্ষ হইতে অফদ্ হিসাবে মদীনায় যাও। সে বলিল, আমি একা যাইব না আরও দায়িত্বশীল লোক সঙ্গে দাও। তিনি আরও পাঁচ জন সঙ্গী নিয়ে মদীনা গেলেন। যখন অফ্দের লোকেরা মদীনায় গেল তখন তাহাদের জন্য মসজিদে নববীর নিকট তাবু খাড়া করা হইল। তাহাদের ও রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর মধ্যে কথা বলার মাধ্যম হিসাবে খালেদ বিন্ সায়িদ্ নির্দিষ্ট হইলেন। অফ্-দের জন্য যে খানা যাইত তাহা যতক্ষণ পর্যন্ত খালেদ বিন্ সায়দ না খাইতেন তাহারা খাইত না। মুসলমান হওয়া পর্যন্ত তাদের এই অবস্থাই ছিল।

তাহারা যে সব শর্ত পেশ করিয়াছিল তহার মধ্যে এই শর্তও ছিল যে তিন বৎসর আমাদের লাত মূর্তিকে থাকিতে দিতে হইবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) এই শর্ত মানেন নাই। তাহারা শর্ত দিয়াছিল আমরা নামায পড়িব না, হুজুর ফরমাইলেন যে, যে ধর্মে নামায নাই সে ধর্মে কোন ভাল নাই ইহা মাফ হইবে না।

মূসা বিন আক্বা বর্ণনা করেন যে, অফ্দে সকিফের সঙ্গে কেনানা বিন্ আবদ্ লাইল ছিলেন। তিনি সকিফের পক্ষ হইতে বলিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! আমাদের জিনার অনুমোদন দান করুন, কেন না ইহা ছাড়া আমাদের সমাজ চলিতেই পারে না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিলেন, জিনাকে আল্লাহ্ হারাম করিয়াছে এবং বলিয়াছেন—

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ○

"জিনার নিকটেও যাইও না। ইহা অত্যন্ত অশ্লীল কাজ ও অন্যায় পথ।"

তৎপর সে বলিল, হে রসূলাল্লাহ্ (সঃ)! আমাদের সুদের অনুমোদন দান করুন। ইহা আমাদের জীবিকার উপায়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, মূল মাল তোমরা ফেরৎ পাইবে অতিরিক্ত সুদ আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছে। এবং আল্লাহ্ বলিয়াছে لا تاء كلوا الربا সুদ খাইও না। সে বলিল শরাবের অনুমোদন দেন ইহা ত আমাদের জমিনের উৎপাদন, রসূলুল্লাহ্

(সঃ) ফরমাইলেন ইহা শয়তানী কাজ, হারাম ও নাপাক। খোদা ইহাও নাপাক বলিয়াছে।

انما الخمر و الميسر و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ०

নিশ্চই শরাব, পান মূর্তি ও পাশা নাপাক শয়তানের কাজ—তোমরা ইহা হইতে বাঁচ।

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হইতে এই সব শুনার পর তাহারা সকলে পৃথক স্থানে গিয়া পরামর্শ করিল কি করা যায়? সর্ব শেষে সিদ্ধান্ত নিল যে, এখন তিনি যাহাই বলেন মানিয়া নেওয়া ভাল, এছাড়া উপায় নাই। নতুবা মক্কাবাসীদের মতই আমাদের অবস্থা হইবে। তৎপর তাহারা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকটে গিয়া বলিল, আপনার আদেশ-নিষেধ সব মানিয়া নিলাম। তবে আমাদের মাবুদগুলি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, সব ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হইবে। তাহারা বলিল, ওহ্ঃ কি বলেন যদি মাবুদগণ জানতে পারে যে আমরা ভাঙার ইচ্ছাও করিয়াছি তবে এরা আমাদের ধ্বংস করিয়া দিবে। হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন, হে আবদুল লাহিল আপনি ইহা কি বলিতেছেন? কি মূর্খতার কথা? এইগুলির ত অনুভূতিই নাই, পাথর মাত্র। তাহারা বলিল, "হে ওমর! আমরা তোমার কাছে আসি নাই।" তৎপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে বলিল, মাবুদগুলি আমরা কখনও ভাঙিব না। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, "ঠিক আছে তোমরা ভাঙিও না আমি নিজে লোক পাঠাইয়া ভাঙাইয়া দিব।"

তৎপর বনি সকিফের লোকগণ ও তায়েফবাসীগণ এই ধরনের অপমানজনক সোলাহর (সন্ধি) কথা জানিতে পারিয়া বহুত গরম হইল। চিৎকার করিতে লাগিল আমরা এই সোলাহ মানি না। কিন্তু ধীরে ধীরে তাহারা ঠান্ডা হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল সমস্ত আরব মুহাম্মদের সাথে চলিয়া গিয়াছে আমরা একা সমস্ত আরবের মুকাবেলা করিতে পারিব না। মুসাবিন আকবা বর্ণনা করেন যে, মূর্তিগুলি ভাঙিবার জন্য যাহারা

গিয়াছিলেন তম্মধ্যে খালেদ বিন্ অলীদ, আবু সুফিয়ান, মুগিরা বিন্ শোবা ছিলেন। যখন মুগিরা বিন্ শোবা লাত মুর্তিকে ভাঙিতেছিলেন তখন বনি সকিফের মহিলাগণ বাহির হইয়া আসিল এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কাঁদিতে লাগিল। মুর্তিগুলি ভাঙার পর ইহার ভিতর হইতে বহুত সোনা চান্দি পাওয়া গেল। মুগিরা ঐসবগুলি আবু সুফিয়ানের কাছে জমা রাখিল।

আফুদ আবদুল কাইস

বোখারী মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত আছে যখন অফুদে আবদুল কাইস আসিল রসুলুল্লাহ (সঃ) তাহাদিগকে খোশ আমদেদ্ জানাইতে গিয়া বলিলেন, মারহাবা এই কওমকে, যাহারা অপমান হইবার আগেই স্বেচ্ছায় আসিয়াছে। তাহারা বলিল, "রসুলুল্লাহ (সঃ) আপনার ও আমাদের মধ্যে আসার পথে মুজার গোত্র রহিয়াছে। এই জন্য শাহরেহুরুম্ ব্যতীত (যে মাসগুলিতে লড়াই বন্ধ থাকে) আসিতে পারি না। আপনি আমাদিগকে ইসলামের বিস্তারিত আরকাম বলিয়া দিন যেন আমরা এর উপর আমল করিতে পারি যার ফলে আমরা বেহেশতে যাইব। রসুলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইলেন, এক আল্লাহর উপর ঈমান আন, সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসুল। নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, গনিমতের মাল হইতে মুমুছ দাও এবং চারটি জিনিস হইতে নিষেধ করা গেল—দুব্বা হান্তম নকীর মোজাফ্ফত্—এই চারটি সরাবের পাত্র ব্যবহার করাকে নিষেধ করা হইল। এই কথাগুলি ভাল করিয়া স্মরণ রাখ—তোমাদের দেশের লোকদেরও বলিবে। রসুলুল্লাহ (সঃ) আবদুল কাইসের সরদারগণকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন দুইটি চরিত্র আছে যাকে আল্লাহ ভালবাসে—হেলেম (ভারি স্বভাব) ইনায়াত (আকল)। তাহারা মদীনা আসার পর হইতে রসুলুল্লাহ (সঃ) তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। দেখিলেন অন্যান্যরা মদীনাতে পেঁছিয়াই সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিতে আসে। কিন্তু অফুদে ছকিফ প্রথম অবস্থান গ্রহণ করিল, উটগুলি বান্ধিয়া ঘাস পানি দিল, নিজেদের কাপড়

দুরস্ত করিল তারপর রসূলুল্লাহর নিকটে হাজির হইয়া আলাপ আলোচনার পর ইসলামের উপর বাইয়াত গ্রহণ করিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইলেন, তোমরা কি তোমাদের ও তোমাদের কওমের সবার পক্ষ হইতে বাইয়াত নিতেছ ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ কিন্তু আসাজ বলিল, রসূলুল্লাহ (সঃ)! আজ শুধু আমরা বাইয়াত নিতেছি—অন্যের দায়িত্ব নিব না, তবে গিয়া কওমকে ইসলামের দাওয়াত দিব। যাহারা কবুল করিবে তাহারা আমাদের সাথী এবং যাহারা মানিবে না তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, ভাল কথা। তিনি তাহাদের কথায় খুবই খুশী হইলেন। এবং তাহাদের পূর্বোল্লেখিত দুইটি গুণের কথা বলিলেন। তাহারা বলিল, রসূলুল্লাহর এই গুণ কি পুরানা না এখন পয়দা হইয়াছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরমাইলেন, পুরানা। এরপর তাহারা শুকরিয়া আদায় করিল যে, খোদাতালা আমাদের মধ্যে স্বভাবগতভাবে এমন দুইটি গুণ রাখিয়াছে যাহা রসূলুল্লাহ (সঃ) পছন্দ করে।

ইমাম নববী বর্ণনা করিয়াছেন যে অফ্‌দ আবদুল কাইসের মধ্যে চৌদ্দ-জন অশ্বারোহী ছিলেন। আল্‌ আসাজ আসারী তাহাদের সরদার ছিলেন। ইমাম নববী আরও লিখিয়াছেন, অফ্‌দ আবদুল কাইসের আগমনের কারণ এই যে, বনীগনম্‌ বিন আদিয়ার এক ব্যক্তি মুনকিজ বিন্‌-হাইয়ান জাহিলিয়াতের যুগে হিযর হইতে ইয়াছরব (মদীনা) পর্যন্ত ব্যবসার মাল আনা নেওয়া করিত। রসূলুল্লাহ্‌র হিযরতের পরও সে মাল আনা নেওয়া করিত। একদিন তিনি একস্থানে বসিয়াছিলেন এবং ঐদিক দিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) যাইতেছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে দেখিয়াই তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? জবাব দিলেন মুন্‌কেজ বিন হাইয়ান। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার খাইরিয়াত জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর তাহার কওমের বড় বড় শরীফগণের প্রত্যেকেরা অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই ব্যবহারে তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং মুসলমান হইয়া গেলেন। তৎপর তিনি মদীনাতে অবস্থান করিয়া সূরায়ে ফাতেহা, সূরায়ে এক্‌রা শিক্ষা করিলেন। তারপর তাহার দেশ হযরের দিকে প্রস্থান করিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাহার সঙ্গে আবদুল কাইস গোত্রের সরদারগণের নামে পত্র দিলেন।

মুনকেজ (রাঃ) দেশে পৌঁছিয়া কিছু দিন তাহার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন নাই। তিনি গোপনে গোপনে নামায পড়িতেন। একদিন তাহার বিবি দেখিয়া ফেলে যে, মুনকেজ (রাঃ) নামায পড়িতেছেন এবং কুরআন পড়িতেছেন। তাহার বিবি ইহা পছন্দ করিল না। তাহার বাবার কাছে গিয়া বলিল, আমার স্বামী এইবার ইয়াসরব (মদীনা) হইতে আসার পর কি রকম করিতেছে কিছুই বুঝিতেছি না। হাত পাও ধৌত করে তৎপর একদিকে সোজা হইয়া দাঁড়ায় কখনও দাঁড়াইয়া থাকে আবার ঝুঁকিয়া থাকে—কখনও মাটিতে মাথা রাখে। তাহার পিতা আসাজ কওমের সরদার। যখন শুনিলেন জামাতার কাছে গিয়া আলাপ করিলেন—আলাপের পর তাহার অন্তরেও ইসলামের মহব্বত সৃষ্টি হইয়া গেল। নিজের কওমের সরদার আমর এবং মোহারাবের কাছে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চিঠি। যাহা তাহার জামাতার মারফত কওমের সরদারের নিকট দিয়াছিলেন পড়িয়া শুনাইলেন। ফলে তাহাদের অন্তরেও ইসলামের মহব্বত সৃষ্টি হইল এবং সকলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাজির হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইবনে কাইয়ুম বিন্ ইসহাক উদ্ধৃত করিতেছেন, অফদ আবদুল কাইসের সঙ্গে যারোদ বিন আলা নাসরানীও আসিয়াছিল। সে বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ্। আমি একটা সত্য ধর্মের উপরে আছি। কিন্তু আমার ধর্মকে আপনার ধর্মের সামনে ছাড়িয়া দিলাম তবে আপনি দায়িত্ব নিতে পারেন? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলিলেন, আমি দায়িত্ব নিলাম। আমি যে ধর্মের দিকে আহবান করিতেছি সে ধর্ম তোমার ধর্ম হইতে উত্তম। সে মুসলমান হইয়া গেল এবং তাহার সাথের নাসারাগণও মুসলমান হইয়া গেল। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলিলেন, আমাদেরে একটা সওয়ারী দিন—আমাদের কাছে সওয়ারী নাই। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, আল্লাহ্র কসম আমার কাছে সওয়ারী থাকিলে তোমাদের দিতাম। তারপর বলিল, রাস্তায় অনেক হারান উট পাওয়া যায়। যদি বলেন তবে ঐগুলিকে সওয়ারী বানাইয়া নিব। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, না, এইগুলি আগুন।

অফদে তয়াই

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে বনী তাইয়েব অফদ্‌ আসিল এবং তাহাদের নেতা ছিল যায়দিল খাইল। তৎসঙ্গে নাসারা বাদশাহ আদি বিন হাতেম ছিলেন। যায়দিল খাইল কওমের সরদার ছিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাহাদের সামনে ইসলাম পেশ করিলেন। তাহারা সকলেই মুসলমান হইয়া গেল। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যায়দিল খাইল-এর নাম পরিবর্তন করিয়া যায়েদুল খায়ের রাখিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, আমার কাছে যত অফ্‌দ আসিয়াছে আমি তাহাদের ফযীলতের যত কথা শুনিয়াছি ততটা পাই নাই। কিন্তু আমি যায়দিল খাইলের গুণাবলী যা শুনিয়াছিলাম তাহা হইতে বেশী পাইয়াছি। যায়দিল্‌ খাইল যখন দেশের দিকে রওয়ানা হইলেন তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, খুব সম্ভব মদীনার জ্বর হইতে সে বাঁচিতে পারিবে না। দেখা গেল রাস্তার মধ্যে একটা কূপ ছিল—যার নাম ছিল কারাদা। তিনি সেখানে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মারা গেলেন।

ইব্‌নে ইস্‌হাক আদি বিন হাতেম হইতে বিস্তারিত ঘটনা বয়ান করিয়াছেন—যাহার সংক্ষিপ্ত ঘটনা আদি বিন হাতেম নিজেই বয়ান করিতেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে বড় ঘৃণা করিতাম। আমি নাসারা ছিলাম। বাদশাহ ছিলাম। বুঝিতাম আমার ধর্ম সত্য। যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর বিজয়ের কথা দুনিয়ার মধ্যে প্রকাশ হইতেছিল তখন আমি ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া গেলাম। আমার চাকরকে বলিয়া রাখিলাম, যখনই ইসলামী সৈন্যদের আগমনের সংবাদ পাও, আমাকে খবর দিবে। সে এক দিন আমাকে খবর দিল যে, যা কিছু আপনার করার করিয়া নিন। মুহাম্মদ (সঃ)-এর সৈন্য আসিয়া গিয়াছে। আমি উট্‌ আনিলাম এবং নিজের পরিবারসহ স্যাম দেশে চলিয়া গেলাম। সিরিয়ার মানুষ নাসারা ছিল। আমারই ধর্মের ছিল। কিন্তু আমার ভগ্নী হাতেমের মেয়েকে ফেলিয়া গেলাম। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর ফৌজ আক্রমণ করিল এবং মহিলাদেরে বন্দ করিল। বন্দিগণের মধ্যে আমার বোন হাতেমতায়ীর মেয়েও ছিল। সে যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সামনে উপস্থিত হইল তখন বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সঃ) আমার আব্বা ইন্তেকাল করিয়াছেন। আমার হিফাজত করনেওয়ালা আমাকে ছাড়িয়া ভাগিয়া

চলিয়া গিয়াছে। আমি বৃদ্ধা, দুর্বল, কোন কাজের উপযুক্ত না। আমার উপর ইহ্‌সান করুন। আল্লাহ্‌ আপনার উপর ইহ্‌সান করিবে। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হিফাজত করনেওয়ালা কে ছিল? সে বলিল, আদি বিন্‌ হাতেম। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন ও ফিরিয়া যাইবার জন্য একটা উট দিলেন। আদি বলিতেছেন যে, আমার ভগ্নী সিরিয়ায় আমার নিকট আসিয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর বহুত প্রশংসা করিতে লাগিল এবং বলিলেন, তিনি ইহাই করেন যাহা তোমার বাবা হাতেমতায়ী করিতেন। তাঁহার কাছে অমুক আসিয়াছে তাহাকে এত দিয়াছে ইত্যাদি। তুমি তাঁহার কাছে যাও ভাল ব্যবহার পাইবে।

অবশেষে আমি মদীনায় আসিলাম। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মসজিদে ছিলেন। মানুষ বলিতে লাগিল আদি বিন্‌ হাতেমতায়ী আসিয়াছে। আমি নিরাপত্তার অনুমোদন ছাড়াই তাঁহার খিদমতে হাযির হইয়া গেলাম। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) অত্যন্ত শরীফানা চরিত্রের সহিত আমার হাত ধরিলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আগেই বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্‌ খুব তাড়াতাড়িই আদি বিন্‌ হাতেমের হাত আমার হাতে দিয়া দিবে। এমতাবস্থায়ই একটি মহিলা তাহার ছেলে-সহ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি আপনার কাছে একটা দরকারি কাজে আসিয়াছি। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া মহিলার সঙ্গে চলিয়া গেলেন এবং তাহার কাজের আঞ্জাম দিয়া ফিরিয়া আসিলেন ও তাঁহার হাতের মধ্যে আমার হাত নিয়া নিলেন। তৎপর নিজের ঘরে তশ্‌রিফ আনিলেন, এক মহিলা বিছানা বিছাইয়া দিল, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ইহার উপর বসিলেন আমিও সামনে বসিয়া গেলাম। তারপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাকে বলিলেন, আদি, তুমি কিসের ভয়ে ভাগিয়াছিলে? لا إله إلا الله আল্লাহ্‌ ছাড়া মাবুদ নাই—এই কথা বলা হইতে? আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ্‌ আছে নাকি! আমি বলিলাম, না। একটু পরে বলিলেন, الله أكبر বলা হইতে ভাগিয়াছিলে? অর্থাৎ এই কথার স্বীকৃতি দিতে যে, আল্লাহ্‌ সবচেয়ে বড়। তুমি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহাকেও বড় মনে কর? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, ইহুদীদের উপর আল্লাহ্‌র গযব এবং নাসারাগণ পথভ্রষ্ট

গোমরাহ হইয়া গেছে। আমি বলিলাম, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি এবং দীনে হানিফের উপর আসিয়া গিয়াছি। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নূরানী চেহারা খুশীতে আলোকময় হইয়া গেল। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হুকুম দিলেন থাক। আমি এক আন্‌সারের বাড়ীতে অবস্থান করিলাম এবং সকাল-বিকাল রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হইতাম। একদিন একদল লোক আসিল। নামাযের পর তিনি তাঁহাদের নসিহত করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

হে লোক সকল!

আল্লাহ্ তোমাদের উপর ইহ্‌সান করিয়াছেন তোমরাও অন্যদের উপর ইহ্‌সান কর—যদিও একসের কিংবা আধাসের কিংবা মুষ্টি কিংবা তার চেয়েও কম দিয়া হয়। এইগুলি তোমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করিবে যদিও একটা খেজুর কিংবা খেজুরের একটা অংশ দিয়া, তাহাও যদি না পার তবে একটা ভাল কথার দ্বারা ইহ্‌সান কর। তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে যাইবে তখন আল্লাহ্‌ও এই কথাই বলিবে যাহা আমি বলিতেছি। আল্লাহ্‌র সামনে যে কেহ যাইবে তিনি প্রশ্ন করিবে আমি কি তোমাদের মাল আওলাদ দেই নাই? বান্দা বলিবে, হ্যাঁ দিয়াছেন। আল্লাহ্ বলিবেন, এই দিনের জন্য তোমরা কি আনিয়াছ? ডানে-বামে দেখিবে কোন জিনিস পাইবে না যাহা তোমাদিগকেও দোযখের আগুন হইতে বাঁচাইবে। না খেজুরের টুকরা না ভাল কথা। তৎপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন ঃ

হে লোক সকল! আমি তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় করি না যে, তোমরা না খাইয়া মরিয়া যাইবে। আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করিবেন। আল্লাহ্ তোমাদের এত ধনী করিয়া দিবেন যে, এক মহিলা ইয়াস্‌রব (মদীনা) হইতে হিরা পর্যন্ত কিংবা তার চাইতেও বেশী দূর চলিয়া গেলেও চুরির কোন ভয় রাখিবে না। আদি বিন্ হাতেম বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম যে, এই তাইয়ের চোরগুলি কোথায় যাইবে?

অফ্‌দে নাজরান

ইব্‌নে ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, নায্‌রানের নাসারাগণের অফ্‌দ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে আসিল। এই অফদের লোকগুলি আসরের

নামাযের পর মসজিদে প্রবেশ করিল এবং নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী নামায পড়িতে চাহিলে সাহাবারা বাধা দিলেন কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, তাহাদের নামায পড়িতে দাও। তাহারা নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী পূর্ব দিক হইয়া নামায পড়িল।

ইব্‌নে ইসহাক কুরজ বিন্ আল্‌কামা (যিনি খৃস্টান হইতে মুসলমান) বর্ণনা করিয়াছেন, এই অফ্‌দের মধ্যে ষাট (৬০) জন অশ্বারোহী ছিল— যার মধ্যে ২৪ জন বড় বড় সরদার ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। তন্মধ্যে আবদুল মসিহ আমীরে কওম আহ্‌লে রায় পরামর্শদাতা ছিলেন। সমস্ত নায্‌রানওয়ালা তাহার অধীনে চলিত। দ্বিতীয় ব্যক্তি সৈয়দ, তৃতীয় ব্যক্তি আবু হারেজ তাহারা ধর্মীয় আলিম ও নেতা ছিলেন।

তাহারা যখন মদীনার দিকে রওয়ানা হইল আবু হারেসা রাস্তার মধ্যে তাহার ভাই কুরজকে বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম তিনি ঐ উম্মী নবী আমরা যাঁহার আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু আমি যদি এই কথা প্রকাশ করি তবে আমার সাথীরা আমার বিরুদ্ধে চলিয়া যাইবে। কুরজ বিন্ আল্‌কামা ইহা মনে মনে রাখিয়া দিলেন এবং মদীনায় পৌঁছিয়াই মুসলমান হইয়া গেলেন। ইব্‌নে ইসহাক হযরত ইব্‌নে আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সামনে ইহুদী ও নাসরাদের মধ্যে ঝগড়া হইয়া গেল। নাসারাগণ বলিল, ইবরাহীম (আঃ) নাসারা ছিলেন। ইহুদীরা বলিল, ইবরাহীম (আঃ) ইহুদী ছিলেন। ইহার উপর কুরআনী আয়াত অবতীর্ণ হইল :

قل يا اهل الكتاب لما تحاجون فى ابراهيم وما انزلنا التوراة والانجيل الا من بعده ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولاكن كان حنيفا مسلما -

হে নবী আপনি বলুন, ইবরাহীমের ব্যাপারে তোমাদের ঝগড়া করার কি আছে? তৌরাত এবং ইঞ্জিল তো ইবরাহীমের পরে নাযিল হইয়াছে। তিনি ইহুদীও ছিলেন না নাসারাও ছিলেন না বরং তিনি নিরেট তৌহীদ-বাদী মুসলমান ছিলেন।

যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এই আয়াতগুলি পড়িলেন তখন তাহাদের মধ্য হইতে একজন বড় আলিম বলিলেন, আপনার উদ্দেশ্যটা কি? নাসারাগণ যেইভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত করে এইভাবে আমরা আপনার ইবাদত করিব? অন্যান্য নাসারাও এই কথা বলিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, মায়াযাল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র আশ্রয় নেই এই ধরনের চিন্তা হইতে) ইহা অসম্ভব যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহারও ইবাদত করিব কিংবা কাহাকেও গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদত করার হুকুম দিব। আল্লাহ্‌ও আমাকে এই জন্য পাঠান নাই। এই কথার উপর নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হইল:

ما كان لبشر ان يوتيه الكتاب و الحكم و النبوة
ثم يقول للناس كونوا عبادا لى ○

কোন ব্যক্তির জন্য যাহাকে আল্লাহ্‌ কিতাব, হুকুম ও নবুয়ত দান করিয়াছেন, তাহার জায়েজ নহে যে, সে বলে তোমরা আমার বান্দা হইয়া যাও।

আহমদ বিন্‌ আবদুল জব্বার হইতে বর্ণিত আছে যে, ইউনুস যিনি নাসারা ছিলেন পরে মুসলমান হইয়াছেন অফদে নাযরানের ঘটনা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আহলে নাযরানের নিকটে চিঠি দিলেন এবং বলিলেন:

باسم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اما بعد فانى ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد و الى ولاية الله من ولاية العباد فان ابيتم فالجزية - فان ابيتم فقد اذنتكم بحرب و السلام -

অর্থাৎ, ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের মাবুদের নামে শুরু করিলাম। তারপর আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র বান্দার ইবাদত হইতে ছাড়াইয়া আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে এবং আল্লাহ্‌র বান্দার ভালবাসা হইতে ছাড়াইয়া আল্লাহ্‌র ভালবাসার দিকে আহবান করিতেছি। আমার এই আহবান যদি অস্বীকার কর তবে আনুগত্য স্বীকার করিয়া জিজিয়া দিয়া জানমালের নিরাপত্তা লাভ

করিতে পার। তাহাও না মানিলে আমার পক্ষ হইতে লড়াইয়ের ঘোষণা হইল! আস্‌সালাম।

এই চিঠি যখন উস্‌কুফ্‌ (নাসারাদের ধর্মীয় নেতা) গণের কাছে পেঁৗছিল তাহারা অত্যন্ত পেরেষাণ হইল এবং নাজ্‌রানের এক ব্যক্তি শোরাহ বিল্‌ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার যিনি সমাধান দিতেন তাহাকে ডাকা হইল এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর চিঠি তাহাকে দিয়া বলিল, হে আবু মরিয়ম, এ ব্যাপারে তোমার কি মত? তিনি বলিলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, হযরত ইসমাইলের সন্তানের মধ্যে একজন নবী পাঠাইবেন, হইতে পারে তিনিই সেই নবী। কিন্তু আমি নবুয়তের ব্যাপারে কোন মত দিতে পারি না, কেননা ইহা দুনিয়ার বিষয় নহে। তৎপর উস্‌কুফ্‌ আব্দুল্লাহ বিন্‌ শোরাহ বিলকে ডাকিলেন। তিনিও নাজরানবাসীদের এক সম্মানিত ব্যক্তি। তিনিও এই কথাই বলিলেন। ইহার পর জাব্বার বিন্‌ কাইস্‌কেও বলিলেন, তিনিও ইহাই বলিলেন।

যখন দেশের সম্মানিত ব্যক্তিগণের ঐকমত্য রায় জানা হইয়া গেল তখন উসকুফ্‌ হুকুম দিলেন যে, নাজ্‌রানের উপত্যকার বিক্ষিপ্ত দেশবাসীকে একত্র করা হউক। উপত্যকার উপর ও নীচের সবস্থানে নাকুছ বাজান হইল। দেশের বাসিন্দাগণের মধ্যে সারা পড়িয়া গেল এবং সকলে একত্রিত হইল।

তাহাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর চিঠি পড়া হইল এবং জনমত চাহিল। উপত্যকাবাসিগণ তর্ক বিতর্কের পর এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছিলেন যে, দেশের মান্যবর ব্যক্তি শোরাহবিল বিন অদায়া হামদানী, আবদুল্লাহ্‌ বিন শারাহ-বিল হুমাইরী, জাব্বার বিন কাইস্‌ হারেসিকে পাঠান হউক। তাহারা রসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিবে। যখন নাজরানের এই অফ্‌দ মদীনায় পেঁৗছিলেন তাহারা ভ্রমণের পোশাক খুলিয়া অতি মূল্যবান জড়ির পোশাক পরিধান করিল—যাহার অঞ্চল মাটিতে লাগিত এবং সকলেই স্বর্ণের আংটি পরিধান করিল তৎপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট হাযির হইয়া সালাম করিল কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ তাহাদের সালামের জবাব দিলেন না। তাহারা অনেক অপেক্ষা করিল কিন্তু তাহাদের

সঙ্গে কোন কথাই বলিলেন না। তাহারা বহুত পেরেষাণ হইল। মদীনাতে দুই ব্যক্তি হযরত উসমান বিন আফফান এবং আবদুর রহমান বিন্ উফ্-এর সঙ্গে তাহাদের পরিচয় ছিল। তাহারা দুইজন ব্যবসার মাল নিয়া নাজরান যাইতেন। তাহারা হযরত উসমান ও আবদুর রহমান বিন উফের কাছে যাইয়া বলিল, তোমাদের নবী আমাদেরে চিঠি দিলেন। আমরা চিঠি পাইয়া আসিলাম কিন্তু তিনি আমাদের সালামেরও জবাব দিলেন না, কোন কথাও বলিলেন না। এখন আমরা কি করি? আমরা কি চলিয়া যাইব? তাহারা হযরত আলীর কাছে তাদেরকে নিয়া গেল এবং পরামর্শ চাহিল। হযরত আলী (রাঃ) ফরমাইলেন, তাহারা যেন স্বর্ণের আংটি খুলিয়া ফেলে এবং ভ্রমণের পোশাক পরিধান করিয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাহারা তাহাই করিল। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাহাদের সালামের জবাব দিলেন এবং কথাবার্তা শুরু করিলেন। তাহারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সব কথার জবাব দিলেন। তাহারা প্রশ্ন করিল, ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, অপেক্ষা কর এ সম্পর্কে আমাকে যাহাই বলা হইবে তাহাই খবর দিব। দ্বিতীয় দিন কুরআনী আয়াত নাযিল হইল:

ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم
قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من
الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جائك من العلم -
فقل ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم
وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين -

ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত, আল্লাহ্‌র নিকট আদম (আঃ)-এর মত যাহাকে মাটি হইতে পয়দা করিয়াছেন তৎপর বলিয়াছেন হও তখন হইয়া গেল ইহাই হক আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে। আপনি সন্দেহকারীদের মধ্যে হইবেন না। যে ব্যক্তি ঝগড় করে এই ব্যাপারে আপনার নিকট এলেম আসার পর অর্থাৎ নাযিল হওয়ার পর আপনি তাহাদেরে বলুন—আস, আমরা আমাদের ছেলেদেরে ডাকি—তোমরা তোমাদের ছেলেদেরে ডাকিয়া আন, আমাদের মহিলাগণকে

আনি—তোমরা তোমাদের মহিলাগণকে আন, নিজেদেরেও আনি—তোমরাও নিজেদেরে আন, তৎপর মোবাহালা করি এবং মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ্‌র লানত বর্ষণ করি।

নাজরানের প্রতিনিধিগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্‌ যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা মানিতে অস্বীকার করিল। রসুলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতের হুকুম অনুযায়ী মোবাহালার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা হযরত ইমাম হুসাইনকে কোলে নিলেন, হযরত হাসানের অঙ্গুলি ধরিলেন, পিছনে হযরত ফাতেমা ও তাহাদের পিছনে হযরত আলী একত্রিতভাবে মোবাহালার জন্য মাঠে নামিলেন। রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) এই অবস্থা দেখিয়া শোরাহ বিল হামদানী সঙ্গীদেরে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌, হে আবদুল জব্বার বিন কাইস তোমরা অবগত আছ নাজরানের সমস্ত বাসিন্দা এই ব্যাপারটাকে আমাদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের সামনে এক বিরাট দায়িত্ব। যদি এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নবী এবং নবিয়ে মুরসাল হইয়া থাকে এবং আমরা তাহার সহিত মোবাহালা করি তবে আমরা সব ধ্বংস হইয়া যাইব। সবচেয়ে ভাল হবে আমরা তাহারই উপর ভার দিয়া দিব তিনি অন্যায় করিবেন না। তাহারা বলিল, তুমি যাহা পছন্দ কর তাহাই কর। তারপর শোরাহ বিল রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল যে, আমি মোবাহালা হইতেও একটা ভাল সুরত উপস্থিত করিতেছি। রসুলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেইটা কি? শোরাহ বিল বলিল, আমরা আপনাকেই বিচারক মানিয়া নিলাম, আপনি যাহা হুকুম করিবেন তাহাই মানিব। এখন হইতে বিকাল পর্যন্ত সারা রাত্র আপনাকে সময় দেওয়া হইল। এর মধ্যে যা মীমাংসা দিবেন তাহাই মানিয়া নিব।

রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলিলেন, এই স্বীকৃতি তোমরা দিতেছ, তোমার সঙ্গীরা যাহারা উপস্থিত নাই তাহারা মানিবে কি? শোরাহ বিল বলিল, আপনি আমার উপস্থিত সঙ্গিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিন্‌। শোরাহ বিলের সঙ্গিগণ বলিলেন, নাজরানবাসীদের মানা না মানা শোরাহ বিলের রায়ের উপর নির্ভর করে। রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) শোরাহ বিলের কথা অনুযায়ী মোবাহালা হইতে বিরত হইলেন এবং ইমাম হাসান, হোসেন,

হযরত আলী ফাতেমাকে নিয়া বাড়ী ফিরিলেন। দ্বিতীয় দিন সকালে রসূলুল্লাহ্‌ নাজরানবাসীদের জন্য নিম্নলিখিত চুক্তিনামা দেখাইলেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম—

আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হইতে নাজরানবাসীদের জন্য হুকুমনামা লিখা হইল। তাহাদের সমস্ত খেজুর সবুজ, সাদা, কালো, তাহাদের গোলাম, বান্দী তাহাদের সব ধন-সম্পদ তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইল। শর্ত এই যে, তাহারা দুই হাজার হোল্যা (জোড়া) কাপড় প্রত্যেক বৎসর দিতে বাধ্য থাকিবে। এক হাজার রজব মাসে এবং এক হাজার প্রত্যেক সফরের মাসে আদায় করিবে। প্রত্যেক জোড়া এক উকিয়ার মূল্যের হইতে হইবে। ধেরা (লোহার তৈরী পোশাক যাহা লড়াইয়ের সময় পরিধান করে) ঘোড়া, উট ইত্যাদি লড়াইয়ের সামান সময়মত ধার দিতে হইবে। কাজ শেষ হওয়ার পর ফেরত দিতে আমরা বাধ্য থাকিব। নাজরান বাসীদেরকে আমাদের প্রতিনিধিদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইয়ামনবাসীদের সঙ্গে আমাদের লড়াই দেখা দিলে, ত্রিশটি লোহার পোশাক, ত্রিশটি ঘোড়া, ত্রিশটি উট ধার দিতে হইবে, এর মধ্যে কোন একটা নষ্ট হইলে আমরা ইহার ভর্তুকি দিতে বাধ্য থাকিব। নাজরানবাসীদের জন্য আল্লাহ্‌ ও রসূলের দায়িত্ব যে, তাহাদের স্বাধীনতার ও ধর্মের উপর কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। তাহাদের উপস্থিত অনুপস্থিতগণের ধন-দৌলত, জমি-জমা, সম্মান, সব যেমন আছে তেমনই নিরাপদে থাকিবে। তাহাদের পাদ্রী, বড় বড় আলিমগণের সম্মান যেভাবে আছে সেইভাবেই থাকিবে। তাহাদের জাহেলিয়াতের যুগের ধর্মীয় প্রথাগুলির জন্যও তাহাদের ধরা হইবে না। কেহ তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে না। তাহাদের দেশে আমাদের সেনাবাহিনী যাইবে না। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হইবে।

তাহাদের সুদী লেনদেনের মাসালার ব্যাপারেও আমরা পৃথক থাকিব। এই চুক্তিনামার মধ্যে যাহা লিখা হইল তাহার দায়িত্ব রহিল। আল্লাহ্‌ ও রসূলের উপর ইহার উপর কেহই দখল দিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কোন হুকুম না আসে।

এই চুক্তিনামার উপর আবু সুফিয়ান বিন্ হরব্, গাইলান বিন্ আমর্, মালেক বিন্ উফ্, আকরামা বিন্ হারেস ও মুগিরা বিন্ শোবা দস্তখত করিলেন।

এই চুক্তিনামা লিখার পর নাজ্রানের প্রতিনিধিগণ দেশের দিকে ফিরিলেন। দেশবাসী তাহাদের খোশ আমদেদ্ জানাইল এবং জিযিয়ার উপর সবাই রাজী হইয়া গেল। তাহারা মদীনার অধীনে করদ রাজ্য স্বীকার করিল।

জাম্মার বিন সালাবার আগমন

ইব্নে ইসহাহ্ হযরত ইব্নে আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন যে, বনি সা'দ বংশীয় লোকেরা সালাবাকে প্রতিনিধি হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে পাঠাইলেন। তিনি উটের উপর সওয়ার হইয়া মসজিদের দরওয়াজা পর্যন্ত আসিলেন এবং মসজিদের সঙ্গে তাহার উটটিকে বান্ধিয়া নিজে ভিতরে গেলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সাহাবীদের নিয়া মসজিদে বসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে ইবনে আবদুল মুত্তালিব কে? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, ইবনে আবদুল মুত্তালিব আমি। বলিলেন, মুহাম্মদ? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব আমি আপনাকে কতক প্রশ্ন করিব এবং প্রশ্নগুলি শক্ত হইবে। আপনি নারাজ হইবেন না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, না, নারাজ হইব না। তোমার যা মনে উদয় হয়, প্রশ্ন কর। সালাবা বলিল, আল্লাহ্ কি আপনার মাবুদ, আপনার পরিবারেরও মাবুদ, দুনিয়ার সকলের মাবুদ, দুনিয়ার ঐসব লোকের মাবুদ—যাহারা আপনার আগে আসিয়াছে এবং যাহারা পরে আসিবে—আল্লাহ্ই কি এই হুকুম দিয়াছেন যে, শুধু মাত্র তাহারই ইবাদত করিব আমরা আর অন্য কাহারও ইবাদত করিব না এবং কাহাকেও তাহার সহিত শরীক করিব না, ঐসব মূর্তিগুলিকে ছাড়িয়া দিব যেগুলিকে আমাদের বাপ-দাদা পূজা করিয়া আসিতেছিল? রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, اللهم نعم। আয় আল্লাহ্! অবশ্যই। তাহার পর সে ইসলামের এক এক ফরিজা সম্বন্ধে কসম দিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা

করিল নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আরও আরও ফরায়েজ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন এবং রসূলুল্লাহ্‌ সব প্রশ্নের সন্দোষজনক উত্তর দিলেন।

জাম্মাম বিন সালাবা প্রশ্নাবলী হইতে অবসর হইয়াই কলেমা পড়িলেন।

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله -

আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নাই, এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁহার রসূল এবং বলিলেন, ঐ সমস্ত ফরায়েজগুলিকে পালন করিব আপনি যাহার হুকুম দিয়াছেন। ঐসব কাজ হইতে পরহেজ করিব যাহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। নিজ হইতে কিছুই বাড়াইব বা কমাইব না। ইহা বলিয়াই রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, এই গেছু ওয়ালা যদি তাহার কথায় সত্য হইবে তবে নির্ঘাত বেহেস্তী হইবে। জাম্মাম বিন সালাবা সাদা-লাল মিশ্রিত রঙের ছিলেন এবং তাহার দুইটি গেছু ছিল। তিনি বাহির হইয়া তাহার উটটি খুলিলেন এবং রওয়ানা হইয়া গেলেন। যখন তিনি তাহার কওমে গেলেন মানুষ তাহার নিকট ভীড় করিল। সর্ব প্রথম যে কথাটা তিনি তাহার কওমের সামনে বলিলেন, তাহাদের দুইটি দেবতা লাত, উজ্জাকে গালি দিল। তাহার কওমের সবাই বলিল, জাম্মাম—এ কি? কি বলিতেছ, ভয় কর না? তুমি তো ছেফাতি, কুষ্ঠ, পাগল ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হইবে। তিনি বলিলেন না, তোমরাই এইসব রোগে আক্রান্ত হও। এইসব পাথরের মূর্তি না ক্ষতি করিতে পারে না উপকার করিতে পারে। আল্লাহ্‌ তাঁহার রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে পাঠাইয়াছেন সঙ্গে কিতাবও পাঠাইয়াছেন। তোমাদিগকে ঐসব অন্যায় খারাবি হইতে পাক করিতে যাহার মধ্যে তোমরা ডুবিয়া আছ। তৎপর বলিল ঃ

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله -

আমি রসূলুল্লাহ্‌র নিকট হইতে তোমাদের জন্য আহ্‌কাম লইয়া আসিয়াছি যাহার মধ্যে আদেশ-নিষেধ আছে। তারপর বিকাল হইবার আগেই তাহার গোত্রের স্ত্রী-পুরুষ, ছোট-বড় সব মুসলমান হইয়া গেল।

অফ্‌দে তোজাইব

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে বনী তোজাইবের তের ব্যক্তি এবং সঙ্গে তাহাদের ইসলামের ফরিজা সাদাকতের মাল, চতুষ্পদ জানোয়ার ইত্যাদিসহ উপস্থিত হইল এবং আরজ করিল, আমাদের মালের উপর আল্লাহ্‌র হক আছে তাহা লইয়া আসিয়াছি। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং বলিলেন যে, এইগুলি ফিরাইয়া নিয়া যাও এবং নিজেদের গরীবগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও। তাহারা বলিল, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাদের গরীবগণের মধ্যে বণ্টন করার পর যাহা অতিরিক্ত ছিল তাহাই আপনার কাছে নিয়া আসিয়াছি। হযরত সিদ্দীক (রাঃ) তাহাদের জবাব শুনার পর বলিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আরবের কোন অফদ্‌ কবিলায়ে তোজাইবের মত আসে নাই। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, হিদায়েত আল্লাহ্‌র হাতে। যাহাদের কল্যাণ করিতে চায় ঈমানের জন্য তাহাদের অন্তর প্রশস্ত করিয়া দেয়। তৎপর তাহারা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এর নিকট কুরআন-সুন্নাহ্‌ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করিলেন ইহাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) আরও খুশী হইলেন। হযরত বিলাল (রাঃ)-কে হুকুম দিলেন ভালভাবে তাহাদের জিয়াফত কর। তাহারা অত্যন্ত কম সময় অবস্থান করিতে চাহিলেন। বলা হইল এত তাড়াহুড়া কেন ? তাঁহারা বলিলেন, যত তাড়াতাড়ি আমাদের কওমকে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এর সহিত সাক্ষাতের ও তাহার তালীমাতের অবস্থা শুনাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া গিয়াছে। যখন তাঁহারা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট হইতে বিদায় নিলেন তখন হযরত বিলাল রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর আদেশে তাহাদিগকে এত বেশী পাথেয় দিলেন যাহা অন্য কোন আযদকে দেওয়া হয় নাই।

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, তোমাদের কেহ বাকী তো নাই ? তাহারা বলিল, একটা যুবক আছে সে আমাদের মধ্যে সবার ছোট। তাহাকে আমাদের আসবাব ও সওয়ারীর নিকট ছাড়িয়া আসিয়াছি। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাহাকে আনাইলেন। সে বলিল, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমি বনী আবাজী গোত্রের মানুষ। আমার সঙ্গীদের জরুরত আপনি পুরা করিয়াছেন, এখন আমার জরুরতও পুরা করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি

হুযূরত বল। সে বলিল, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমার হাজত ভিন্ন। আমার সঙ্গিরা ইসলামের মহব্বতেই আপনার খিদমতে আসিয়াছে এবং তাহাদের সদাকাত নিয়া আসিয়াছে কিন্তু আমি এই জন্য আসিয়াছি যে, আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিয়া দিবেন। আল্লাহ্‌র কাছে আমার উপর রহমত করার জন্য দোয়া করুন এবং আমার অন্তরকে ধনী বানাইবার জন্য দোয়া করিয়া দিন। ইহা শুনিয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এই ছেলেটির দিকে লক্ষ্য করিয়া দোয়া করিলেন:

اللهم اغفرله وارحمه واجعل غناه فى قلبه -

আয় আল্লাহ্‌! তাকে মাফ কর, তাহাকে রহম কর, তাহার অন্তরকে ধনী করিয়া দাও। তৎপর তাহাকে ও তাহাদের সাথিগণের মত হাদিয়া দেওয়া হইল।

হজ্জাতুল বিদার সময় বনী আবাজীর কিছু লোক রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)এরসঙ্গে মিনাতে সাক্ষাৎ করার জন্য হাযির হইলে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এই ছেলেটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাদের মধ্যে এত কানায়াত ওয়ালা (অল্পে সন্তুষ্ট) কাহাকেও দেখি নাই। তাহার অবস্থা এই যে, তাহার সামনে যদি কেহ দুনিয়াও বন্টন করে তবে সে ঐদিকে চক্ষু উঠাইয়াও দেখে না।

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর ওফাতের পর ইয়ামনীদের মধ্যে যখন মুরতাদ ধর্মান্তরের হিড়িক পড়িল এই ছেলেটিই তাহাদের কওমকে ধর্মান্তর হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

অফদে বনীসাদ

ওয়াকেদী আবুন্নোমান হইতে বর্ণনা করিতেছেন, তিনি তাঁহার পিতা হইতে যিনি বনীসাদের ছিলেন। আমরা বনীসাদ কবিলার কতক সরদার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হইলাম। ঐ সময় সমস্ত আরবের উপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। আরবের মানুষ দুই শ্রেণীতে ছিল। এক শ্রেণী স্বেচ্ছায় হাযির হইয়া মুসলমান হইয়াছিল আরেক শ্রেণী অনিচ্ছায় অস্ত্রের ভয়ে মুসলমান হইয়াছিল।

আমরা মদীনায় পেঁছিয়া শহরের বাহিরে অবস্থান করার পর মসজিদের দিকে আসিলাম। ঐ সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জানাযার নামায পড়াইতেছিলেন। আমরা এই মনে করিয়া নামাযে শরীক হইলাম না যে, যদিও মুসলমান হইয়াছি কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাতে বাইয়াত হই নাই। নামায হইতে অবসর হইয়া ফিরিবার পথে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? আমরা বলিলাম বনী সাদ কবিলার মানুষ। তিনি ফরমাইলেন, তোমরা মুসলমান? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযায় শরীক হইলে না কেন? আমরা বলিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমরা মনে করিয়াছিলাম, আপনার হাতে ইসলামের বাইয়াত নিবার আগে মুসলমান না হইয়া জানাযার নামায আমাদের জায়েয হইবে না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, তোমরা যেখানেই মুসলমান হইয়াছ, তোমরা মুসলমান। তৎপর আমরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর হাতে ইসলামের বাইয়াত নিলাম এবং ফিরিয়া আমাদের অবস্থানে আসিলাম। আমরা সামানের হিফাজতের জন্য ঐখানে একটা ছেলে রাখিয়াছিলাম, এইজন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) আবার ডাকিলেন, আমরা ছেলেটি লইয়া আবার গেলাম। তিনি তাহাকেও ইসলামের বাইয়াত দিলেন। আমরা বলিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)! সে আমাদের মধ্যে সবার ছোট—আমাদের খাদেম। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, সবার ছোটই কওমের খাদেম হয়। আল্লাহ্ তাহার উপর বরকত দান করুন। এরপর যখন আমরা ফিরিতেছিলাম রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাহাকেই আমাদের আমীর বানাইয়া দিলেন। সে আমাদের নামাযের ইমামতি করিত। এইসব রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দোয়ার বরকতে সম্ভব হইয়াছিল।

আমরা বিদায় নিবার সময় রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত বিলালকে হুকুম দিলেন প্রত্যেককে এক এক উকিয়া দিয়া দেওয়। হযরত বিলাল আমাদের প্রত্যেককে কয়েকটি করিয়া রূপার উকিয়া দিয়া দিলেন। আমরা যখন দেশে ফিরিয়া অবস্থা বলিলাম, আল্লাহ্ সমস্ত কওমকে মুসলমান হইবার তৌফিক দিলেন। তাহারা সব মুসলমান হইয়া গেল।

অফ্‌দে মুহারিব

বিদায় হজ্জের বৎসর মুহারিব গোত্রে অফ্‌দ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হইল। আরবের মধ্যে মুহারিব গোত্রীয় লোকগণ বড় কঠিন ও দুষ্কৃতকারী ছিল। ইসলামের প্রারম্ভে যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঘুরাফেরা করিয়া ইসলাম প্রচার করিতেন তখন মুহারিব গোত্রের লোকেরা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সহিত অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিয়াছিল। এই অফদের মধ্যে ১০ (দশ) ব্যক্তি ছিল। তাহারা নিজেদের গোত্রের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে আসিয়াছিল। এক দিন তাহারা জোহর হইতে আসর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিল। তাহাদের মধ্যে একজনকে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) চিনিয়া ফেলিলেন এবং অত্যন্ত গভীরভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

যখন মুহারিবী রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে তাহার দিকে তাকাইতে দেখিল তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)। হয়ত আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিতেছেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, মনে হয় আমি তোমাকে কোথাও দেখিয়াছি। মুহারিব হাঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)। আল্লাহ্‌র কসম আপনি আমাকে দেখিয়াছেন এবং ইসলামের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে অনেক আলাপ করিয়াছিলাম এবং আপনার সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করিয়াছিলাম। আপনার ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ঐ সময় আমার সঙ্গীদের মধ্যে কেহই আমার মত ইসলামের ও আপনার দুশমন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌র শোকর তিনি আমাকে জীবিত রাখিয়াছেন। আমি আপনার ইসলাম কবুল করিয়াছি। যাহারা এই সময় আমার সঙ্গে আসিয়াছে তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। বাকী যাহারা ছিল নিজেদের ধর্মের উপর মরিয়া গিয়াছে। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, কুলুব আল্লাহ্‌র হাতে। মুহারিব বলিল, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন—আল্লাহ্‌ আমাদের যেন মাফ করিয়া দেন এবং যে ব্যবহার আপনার সঙ্গে করিয়াছি ইহাও মাফ করিয়া দেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, ইসলাম পূর্ববর্তী সব কুফর, শিরক সমস্ত গোণাহ্‌ ধ্বংস করিয়া দেয়। তৎপর তাহারা নিজেদের দেশে চলিয়া গেল।

অফ্‌দে খওলান

দশম হিজরীর শাবান মাসে খওলান গোত্রের একটি অফ্‌দ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে আসিল। তাহাদের মধ্যে ১০ জন ছিল। তাহারা আসিয়াই প্রকাশ করিল ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমরা মহান আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার রসূলকে মানিয়া নিয়াছি। আমরা উটের উপর সওয়ার হইয়া শক্ত ও নরম যমীনের উপর দিয়া চলিয়াছি। ভ্রমণের সব কষ্ট সহ্য করিয়াছি শুধু এই জন্য যে, আপনার যিয়ারত লাভ করিব। ইহা আমাদের উপর আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত যে, আমাদের তিনি তৌফিক দিয়াছেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন যে, ভ্রমণের কষ্ট যাহা তোমরা বলিয়াছ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের উটের প্রত্যেক কদমে এক নেকি লিখিয়াছে। তোমরা যে আমার যিয়ারতের কথা বলিয়াছ, জানিয়া নাও, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্য নিয়া মদীনায় আসবে কিয়ামতের দিন সে আমার সাথে থাকিবে।

তৎপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আম্মে আনাস (খওলান গোত্রের একটি মূর্তি) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সঃ) আল্লাহ্‌ অবস্থার পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। এখন আমরা আপনার হুকুমের তাবেদার হইয়াছি তবে কয়েকটা বৃদ্ধ পুরুষ ও মেয়েলোক তাহার পূজা করে। বাড়ীতে গিয়া ভাঙ্গিয়া সব চুরমার করিয়া দিব। তারপর তাহারা বলিল, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ (সঃ) আমরা আম্মে আনাস-এর কারণে বড় ফিৎনার মধ্যে ছিলাম। একবার বড় দুর্ভিক্ষ ছিল। বৃষ্টি হইত না। আমরা নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী টাকা জমা করিলাম। সেই টাকা দিয়া একশো গরু খরিদ করিলাম এবং সব গুলিকে আম্মে আনাসের নামে কোরবানী করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। শৃগাল কুকুরে খাইয়া নিল অথচ আমরা বেশী ভুখা ছিলাম। ঘটনাক্রমে আল্লাহ্‌র হুকুমে দ্বিতীয় দিন বৃষ্টি হইল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল আম্মে আনাস আমাদের বৃষ্টি দিয়াছে।

অফ্‌দে সোদা

অষ্টম হিজরী সনে কওমে সোদার পক্ষ হইতে অফ্‌দ আসিল। ঘটনা এই যে, যখন রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) জারানা হইতে মদীনা ফিরিলেন এবং বিভিন্ন দিকে সৈন্য পাঠাইলেন ঐ সময় রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কাইস বিন্‌ সাদ বিন্‌ উবাদ (রাঃ)-এর অধীনে চারিশত মুসলমানের একটা দল কানাতের দিকে পাঠাইলেন। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হুকুম দিলেন যে, তোমরা ইয়ামনের এলাকা সোদার দিকেও যাইবে। সোদার এক ব্যক্তি ইসলামী সৈন্যের খবর পাইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হইয়া বলিল, ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমি আমার কওমের পক্ষ হইতে আসিয়াছি আপনি আপনার ফৌজ ফিরাইয়া আনুন। আমরা স্বেচ্ছায় আপনার খিদমতে হাযির হইতেছি। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর ফৌজ ফিরাইয়া আনিলেন। এরপর সোয়াদী নিজের গোত্রের ১৫ জন লোক লইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হইল। তাহারা সাদ্‌ বিন উবাদা (রাঃ)-এর বাড়ীতে অবস্থান করিল এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিল, উপরন্তু নিজের গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াকেদী বনী মুস্তালিকের এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, যিয়াদ বিন হারিস হোদায়ী বলেন যে, যখন আমি আমার কওমের লোকদেরে নিয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট আসিলাম রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, সোদায়ী তোমার কওম তোমার খুব অনুগত? আমি বলিলাম, হ্যাঁঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ইহা আল্লাহ্‌র মেহেরবানী। যিয়াদ বিন হারেস বলেন যে, আমি কোন একটি সফরে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি শক্তিশালী ছিলাম। রাত্রের সফর ছিল। অন্যরা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সঙ্গে চলিতে পারিত না কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতাম। চলিতে চলিতে সকাল হইয়া গেল। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, আযান দাও। আমি আযান দিলাম। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) নিজের হাযতে জরুরী পুরা করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কাছে পানি আছে? আমার কাছে সামান্য পানি ছিল আনিয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে দিলাম। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হাতের আঙ্গুল মুবারক পানির মধ্যে রাখিতেই দেখিলাম আঙ্গুল

মুবারকের মধ্য হইতে ফোয়ারার মত পানি বাহির হইতে লাগিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) উযূ করিলেন এবং বলিলেন, যাদের উযূর প্রয়োজন তাহারা উযূ করিয়া নাও। সমস্ত সাহাবী উযূ করিলেন। এর পর হযরত বিলাল আসিয়া একামত দিতে চাহিলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, যে আযান দিয়াছে সেই একামত দিবে। আমি একামত দিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নামায পড়াইলেন।

এর পর আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের একটা কূপ আছে। শীতের মৌসুমে পানি থাকে গরমের মৌসুমে শুকাইয়া যায়। ফলে আমাদের লোকেরা বিভিন্ন দিকে চলিয়া যায়। আপনি দোয়া করুন। রসূলাল্লাহ্ (সঃ) সাতটা পাথরের কনা হাতে নিয়া মলিয়া আমাদের দিয়া বলিলেন যে, আল্লাহ্‌র নাম লইয়া এক্ এক্ কঙ্করকে কূপে ঢালিয়া দাও। যিয়াদ বিন্ হারিস বলিলেন, আমরা এইরূপই করিলাম। কূপটি পানিতে ভরিয়া গেল আজ পর্যন্ত পানি কমে না।

অফদে গামেদ্

অয়াকেদী বর্ণনা করিয়াছে যে, দশম হিজরীতে গামেদের অফ্দ্ আসিয়াছিল। তাহারা ১০ জন ছিল এবং বাকিয়ে গারকাদ নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিল। ঐখানে সামান রাখিয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হইল। সোয়ারী ও সামানের নিকট একটি নওজোয়ান যুবককে রাখিয়া আসিল। সে ঘুমাইয়া পড়িল। এরই মধ্যে একটা চোর আসিয়া এক ব্যক্তির ব্যাগ চুরি করিয়া লইয়া গেল।

তাহারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খিদমতে পেঁাছিল। সালাম করিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটা লেখা দিয়া দিলেন যার মধ্যে ইসলামী আহ্কামের তালীম ছিল। তারপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, তোমাদের সামানের কাছে কাহাকে রাখিয়া আসিয়াছ ? তাহারা বলিল, একটা নওজোয়ান ছেলেকে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এরই মধ্যে একটা চোর একটা ব্যাগ উঠাইয়া নিয়া গিয়াছে। তৎপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সামান্য

সময় পর ফরমাইলেন, চোর যে ব্যাগটা লইয়া গিয়াছিল তাহা পাওয়া গিয়াছে। ব্যাগটা তাহার স্থানে আসিয়া গিয়াছে।

তাহারা দ্রুত গতিতে মাল সামানের নিকট চলিয়া গেল। যুবকটাকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল. আমি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিলাম ব্যাগ নাই। অনুসন্ধানে বাহির হইয়া একটা লোককে একটু দূরে বসিয়া আছে দেখিতে পাইলাম। আমাকে দেখিয়াই সে ভাগিয়া গেল। আমি তাহার বসার স্থানে গেলাম। মাটি খোদাই দেখিলাম এর মধ্যে ঐ ব্যাগ পড়িয়া আছে। তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল তিনি আল্লাহ্‌র রসূল। সব মুসলমান হইয়া গেল এবং ছেলেটাও মুসলমান হইয়া গেল।

রসূলুল্লাহ্‌ উবাই বিন কাব্‌ (রাঃ)-কে তাহাদের কুরআন শিক্ষার জন্য উস্তাদ বানাইয়া দিলেন।

লাকিত্‌ বিন্‌ আমের বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনার গায়েবের ইল্‌ম আছে ? তিনি ফরমাইলেন, না। আমার ইল্‌মে গায়েব নাই عنده مفاتح الغيب আল্লাহ্‌র কাছে গায়েবের কুঞ্জী। আল্লাহ্‌ জানাইলে জানি। তৎপর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কুরআনী আয়াত ঃ

قل لا اعلم الغيب ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء - পড়িলেন।

হে নবী ! ঘোষণা করুন আমি গায়েব জানি না। যদি গায়েব জানিতাম তবে আমি বেশী বেশী কল্যাণ করিতাম; কোন দুঃখ পাইতাম না।

অফদ্‌ ইয়াহুদ্‌

আবু নায়ীম এবং আবু মুসা আল্‌মাদানী আল্‌ কামাবিন্‌ ইযিদ্‌ বিন সোয়াই ইয়াহুদী হইতে এবং তিনি তাহার বাপ হইতে এবং তিনি দাদা সোয়াইদ্‌ বিন্‌ হারিস হইতে বর্ণনা করেন যে, আমরা সাত জন নিজের কওমের পক্ষ হইতে অফদ্‌ হিসাবে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কাছে গিয়াছিলাম। আলাপ-আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাদের চাল-চলন দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে ? বলিলাম, আমরা

সব মুমিন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটু মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন, প্রত্যেক কথারই একটা হকিকত থাকে। তোমাদের ঈমানের দাবীর হকিকত কি? আমরা বলিলাম, আমাদের মধ্যে পনেরটি চরিত্র আছে। পাঁচটি এমন যাহার উপর আপনার কাসেদ্ আমাদিগকে ঈমান আনার কথা বলিয়াছে আর পাঁচটির উপর আমল করার কথা বলিয়াছে। আর পাঁচটি চরিত্র এমন যাহা আইয়্যামে জাহিলিয়াতের যুগ হইতে আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে কিন্তু আপনি যদি ইহার মধ্যে কোন একটাকে সমর্থন না করেন তবে আমরা ইহা ছাড়িয়া দিব। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, ঐ সবগুলি আমাকে খুলিয়া বল। আমরা বলিলাম, যে পাঁচটি জিনিসের উপর ঈমান আনার হুকুম দেওয়া হইয়াছে তাহা এইঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপর, ফিরিশতার উপর, আল্লাহ্ প্রেরিত আসমানী কিতাবের উপর এবং তাহার রসূলসমূহের উপর এবং এই কথার উপর যে মৃত্যুর পর আবার উঠানো হইবে এবং আমলের হিসাব হইবে।

যে পাঁচটির উপর আমল করার হুকুম দিয়াছে তাহা এই যে, আমরা لا اله الا الله-এর স্বীকৃতি দিব, নামাযগুলি আদায় করিব, যাকাত দিব, রোযা রাখিব, সামর্থ থাকিলে হজ্জ করিব। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, যে চরিত্রগুলি জাহিলিয়াতের যুগ হইতে তোমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে ঐ গুলি কি? আমরা বলিলামঃ

الشكر عند الرجاء - الرضاء بالقضاء - ترك الشماتة
بالاعداء - الصبر عند البلاء - الصدق فى مواطن اللقاء -

১. আল্লাহ্ ভাল অবস্থা দিলে শোকর করা, ১। তকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা, ২. শত্রুর বিপদের সময় খুশী না হওয়া, ৪. বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করা, ৫. লড়াইয়ের ময়দানে দৃঢ়ভাবে স্থির দাঁড়াইয়া থাকা।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, জাহেলিয়াতের যুগে যাহারা এই ধরনের শিক্ষা দিয়াছেন হাকীম বৈজ্ঞানিক আলেম ছিলেন। অর্থাৎ অতি জ্ঞানী, বিদ্বান, অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তৎপর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, আমি আরও পাঁচটি চরিত্র বলিয়া দেই যেন বিশ পুরা হইয়া যায়ঃ

(১) لا تجمعوا ما لا تاكلون - (٢) ولا تبنوا ما لا تسكنون - (٣) ولا تنافسوا فى شىء انتم عنه غدا تزالون - (٤) واتقوا الله الذى اليه ترجعون - وارغبوا فى ما عليه تقدمون وفيه تخلدون ٠

১. ঐ জিনিস জমা করিও না যাহা খাইবে না।

২. ঐ জিনিস বানাইবে না যাহাতে তুমি বাস করিবে না।

৩. এই রকম জিনিসের পিছনে ঝগড়া করিও না, আগামীকল্য যাহা হইতে পৃথক হইবে।

৪. ঐ আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাহার দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

৫. ঐ বস্তুর প্রতি রাগবত্‌ কর যেখানে তোমাকে যাইতে হইবে এবং যেখানে তোমাকে চিরস্থায়ী থাকিতে হইবে।

অফুদের ঘটনাবলী আরও অনেক; কিন্তু এই খানেই সংক্ষিপ্ত করিলাম।

রাজা বাদশাহগণের প্রতি রসূলুল্লাহর দাওয়াতী চিঠি

রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ৭ম হিযরীতে আশেপাশের রাজা-বাদশাহ্‌দের নিকট একদিনে ছয় জন কাসেদের (দূতের) মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের রাজার কাছে চিঠি পাঠাইলেন। যখন কাসেদের মাধ্যমে চিঠি পাঠাইবার জন্য চিঠি লিখা হইল তখন লোকেরা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে বলিল যে, রাজা-বাদশাহ্‌রা মোহর ব্যতীত চিঠি পড়ে না। ইহার পর তিনি রূপার একটা আংটি বানাইলেন যার মধ্যে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নাম মোবারক খোঁদাই করিলেন। যার মধ্যে তিন

ছতর ছিল। প্রথম ছতরে মুহাম্মদ, দ্বিতীয় ছতরে রসূল, তৃতীয় ছতরে আল্লাহ্। তৎপর ঐসব চিঠিগুলির উপর মোহর লাগাইলেন এবং কাসেদদের হাতে দিয়া বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহ্দের নিকট পাঠাইলেন।

রুমের বাদশাহ কায়সারের নিকট রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দাওয়াতী চিঠি

সহিহ্ বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কায়সারে রুমের নিকট যে চিঠি দিয়াছিলেন সেই চিঠি এই ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله - الى هرقل عظيم الروم - سلام على من اتبع الهدى - اما بعد: فانى ادعوك بدعاية الاسلام - اسلم تسلم - يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اثم الاريسيين - ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ○

বিস্মিল্লাহির রহমানির রহিম,

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পক্ষ হইতে রোম সাম্রাজ্যের প্রধান হেরকেলের প্রতি সালাম ঐ ব্যক্তির উপর যে সত্য পথের অনুসারী। আল্লাহ্র প্রশংসার পর আমি তোমাকে ইসলামের কলেমার দিকে দাওয়াত দিতেছি। মুসলমান হও, শান্তিতে থাক। আল্লাহ্ তোমাকে দুইগুণ সওয়াব দিবে। পূর্ববর্তী কিতাব ইঞ্জিলের উপর ঈমান আনার এবং আমার উপর অবতীর্ণ কুরআনের উপর ঈমান আনার সওয়াব দিবে। প্রত্যেক কিতাবওয়ালা যাহারা মুসলমান হইবে দুইগুণ সওয়াব পাইবে। যদি আমার চিঠির প্রতি অবহেলা কর তবে তোমার রায়ত প্রজাদের গোনাহও তোমার উপর বর্তাবে। তৎপর কুরয়ানী আয়াত উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, হে কিতাবওয়ালারা, তোমরা এমন একটা কলেমার দিকে আস যাহা তোমাদের ও আমাদের সবার জন্য

সমান। তাহা এই যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কাহারও ইবাদত করিবে না ; আমরা তাহার সহিত কোন কিছু শরীক করিব না এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া একে অন্যকে প্রভু বানাইব না। যদি না মানে তবে বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান। হযরত ইবনে আব্বাস বলিতেছেন যে, তাহার কাছে আবু সুফিয়ান বর্ণনা করিয়াছে যে, এই চিঠিখানা হযরত দাহিয়া কলবী সাহাবীর মাধ্যমে পাঠান হইয়াছিল। তিনি চিঠিখানা বসরার আমীরকে দিলেন। বসরার আমীর চিঠিখানা রোম সাম্রাজ্যের বাদশাহ হেরকেলের কাছে দিল। হেরকেল বসরার আমীরকে জিজ্ঞাসা করিল, যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবী করিয়াছে তাহার কওমের কোন লোক এইখানে আছে কি না ? লোকেরা বলিল, আছে। আবু সুফিয়ান বলিলেন যে, আমাকে ও আমার কতক সাথীকে হেরকেলের কাছে উপস্থিত করা হইল। হেরকেল জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে তাহার সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয় কে ? আবু সুফিয়ান বলিল, আমি। লোকেরা আমাকে হেরকেলের সামনে বসাইল এবং হেরকেল দোভাষীর মাধ্যমে বলিল যে, নবুয়তের দাবীদার সম্পর্কে আমি তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। সে যদি ভুল তত্ত্ব দেয় তবে তোমরা প্রকাশ করিয়া দিবে। আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেন, যদি আমার মিথ্যা প্রকাশ হইবার ভয় না থাকিত যে, আমি ভুল তত্ত্ব দিলে আমার সাথীরা ধরিয়া দিবে কিংবা দেশে যাইয়া বলিবে যে, এত বড় সরদার হেরকেলের কাছে মিথ্যা বলিয়াছে তবে ঐ দিন অনেক কথাই মিথ্যা বলিতাম। আবু সুফিয়ান বলিল, হেরকেল আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, যোদ্দায়ী নবুয়তের দাবীদারের বংশ মর্যাদা কি রকম ? আমি বলিলাম, আমাদের মধ্যে তাহার বংশ মর্যাদা অত্যন্ত ভাল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তাহার বাপ-দাদার মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিলেন ? আমি বলিলাম, না। তৎপর বলিল, নবুয়তের দাবীর পূর্বে কোনদিন কোন মিথ্যা বলিয়াছে ? আমি বলিলাম, না। জিজ্ঞাসা করিল, দুর্বল গরীবরা তাহার অনুসারী হইতেছে না সমাজের শক্তিধরগণ। আমি বলিলাম, গরীব দুর্বলরা। তারপর বলিল, তাহার অনুসারিগণের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের পর নারাষ হইয়া কেহ তাহার ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে ? আমি বলিলাম, না। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অনুসারিগণ দিন দিন বাড়িতেছে না কমিতেছে ? আমি বলিলাম, বাড়িতেছে।

জিজ্ঞাসা করিল, তাহার মুকাবিলায় তোমাদের কোন লড়াই হইয়াছে? হইয়া থাকিলে ফলাফল কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, কখনও আমরা বিজয়ী হই, কখনও তিনি জিতিয়া যান। জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কখনও চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন? আমি বলিলাম, না। কিন্তু একটা চুক্তি তাহার মধ্যে ও আমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। (হোদাইবিয়ার সন্ধির চুক্তি) আমরা জানি না এ ব্যাপারে কি করিব। জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার পূর্ব পুরুষের মধ্যে কেহ নবুয়তের দাবী করিয়াছিল? আমি বলিলাম, না।

হেরকেল আবুসুফিয়ানের নিকট এই সব জবাব শুনিয়া বলিল, নবীগণ ঠিক অনুরূপই বংশ মর্যাদাশীল লোক হন। তাঁহার পূর্ব পুরুষের মধ্যে কোন বাদশাহ হইলে মনে করিতাম বাপ-দাদার ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য নবুয়তের বাহানা ধরিয়াছে। আম্বিয়াগণের অনুসারী এইভাবেই প্রথম প্রথম দুর্বলরাই হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি মানুষের সহিত মিথ্যা বলে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলিবে কেন? এই ভাবে আম্বিয়াদের অনুসারিগণ শক্ত, দৃঢ় বিশ্বাসী হয়। ঈমান আনার পর ধর্মান্তর হয় না। আম্বিয়াদের অনুসারিগণ দিন দিন বাড়িতেই থাকে। লড়াইয়ের মধ্যে তুমি যা বলিয়াছ আম্বিয়াদের এই অবস্থাই হয় কখনও গালেব (জয়ী) কখন মগলুব (পরাস্ত)। কিন্তু পরিণামের সফলতা নবীদের হাতে নিশ্চিত। এইভাবেই আল্লাহ্‌র নবীরা গাদ্দার (ওয়াদা ভঙ্গকারী) হন না। তোমাদের কেহ নবুয়তের দাবী করিলে মনে করিতাম তিনি তাহার দেখাদেখি নবুয়তের দাবী করিয়াছে।

তৎপর হেরকেল জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বল, তিনি তোমাদেরে কিসের হুকুম দেন? আমি বলিলাম, নামায, রোযা আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখার এবং সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার হুকুম দেয়। তিনি বলিলেন, এইসব যা কিছু বলিয়াছ যদি সত্য হয় তবে তিনি নির্ঘাত নবী। আমরা জানিতাম যে, একজন নবী প্রকাশ পাইবে; কিন্তু ইহা জানা ছিলনা যে, এই নবী তোমাদের মধ্যে হইবে। হায়! যদি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ পাইতাম, যদি আমি তাঁহার কাছে হইতাম তবে তাহার পা ধৌত করিতাম।

তাহার রাজত্ব এই স্থান পর্যন্ত পেঁীছিবে যেখানে এখন আমার পা আছে। অর্থাৎ এই রোম সাম্রাজ্য দখল করিবে।

অন্য একটা রেওয়াতে আছে দেহ্‌য়াতুল কাল্‌বীকে রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কায়সারের নিকট পাঠাইলেন—যাহার নাম হেরকে্‌ল ছিল। সহী ইব্‌নে হাব্বানের মধ্যে হযরত আনাস বিন মালেক হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, কোন্‌ ব্যক্তি এই চিঠিটি কায়সারের নিকট নিয়া যাইবে? যে নিয়া যাইবে তাহার জন্য বেহেশতের সুসংবাদ আছে। একজন বলিল, যদি কায়সার কবুল না করে তবে? রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফরমাইলেন, তবুও তাহার জন্য বেহেশতের সুসংবাদ। তিনি চিঠি লইয়া গেলেন। কায়সারকে রাস্তার মধ্যে পাইলেন। কায়সার বাইতুল মোকাদ্দেস যাইতেছিলেন। তিনি চিঠিটা তাহার বিছানার মধ্যে ফেকিয়া দিয়া আলাদা হইয়া গেলেন। কায়সার আওয়াজ দিল, এই চিঠি কে আনিয়াছ? সামনে আস, কোন ভয় নাই। তিনি বলিলেন, আমি আনিয়াছি। কায়সার বলিল, আমি বাইতুল মোকাদ্দেস যাইতেছি। ঐখান হইতে ফেরত আসার পর তুমি আমার কাছে আসিবে। কায়সার ফেরৎ আসার পর দিহ্‌য়া কলবী কায়সারের নিকট গেলেন। তিনি হুকুম দিলেন যে, রাজ প্রাসাদের সব দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। বন্ধ করা হইল। তারপর তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, কায়সার মুহাম্মদের ইতেবা করিয়াছে এবং নাসরানিয়াত ছাড়িয়া দিয়াছে।

যখন এই ঘটনা জনগণের মধ্যে বিস্তার পাইল যে কায়সার মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং নাসরানিয়াত পরিত্যাগ করিয়াছে তখন তাহার স্বশস্ত্র বাহিনী তাহার রাজ প্রাসাদকে ঘেরাও করিল। তখন কায়সার রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কাসেদকে বলিল, তুমি দেখিয়াছ? আমার রাজ্যই হাতছাড়া হইবে এবং ইহাই আমার ইসলামের পথের বাঁধা। তৎপর কায়সার রাজ-প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া জনগণ ও স্বশস্ত্র বাহিনীকে বুঝাইল আমি তোমাদের এই কাজে অত্যন্ত খুশী হইয়াছি। এই ঘোষণা শুধু এই জন্য দিয়াছিলাম যে, তোমরা তোমাদের ধর্মের উপর কত দৃঢ় আছ ইহা জানার জন্য। তৎপর কায়সার রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে চিঠি দিল যে আমি মুসলমান

হইয়াছি এবং আপনার জন্য আশরাফী স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইলাম। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ফরমাইলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যুক। সে তাহার নাসারা ধর্মের উপরই আছে এবং তিনি ঐ স্বর্ণগুলি মানুষের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কত সত্য কথাই না বলিয়াছেন এই হেরকেলে মুতার যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য নিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আসিয়াছিল। দুই হাজার মুজাহিদীন তাহার দুই লক্ষ সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় চিঠি : শাহে ইরান কেসরার নিকট

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله
الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى
و امن بالله و رسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده
لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله ادعوك
بدعاية الله فانى انا رسول الله الى الناس كافة
لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين
اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم المجوس -

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হইতে (ইরানের বাদশাহ) মহান কেসরার নিকট সালাম—ঐ ব্যক্তির উপর যিনি সঠিক পথের পায়রুবি করিবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ও তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনিবে এবং সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া মাবুদ নাই, যিনি এক, যাহার কোন শরীক নাই এবং সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রসূল। আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করিতেছি, কেননা, আমি আল্লাহ্‌র রসূল সব মানুষের দিকে। যাহারা জীবিত সচেতন তাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য এবং কাফিরের উপর আল্লাহ্‌র হুজ্জাত কায়েমের জন্য। মুসলমান

হও। নিরাপত্তা লাভ কর (ইহ ও পরকালে শান্তিতে থাকিবে) এন্‌কার বা অস্বীকার করিলে অগ্নি উপাশক্‌দের গুনাহ্‌ও তোমার উপর বর্তাইবে।

বোখারী শরীফে আছে, আবদুল্লাহ্‌ বিন হোজাফা (রাঃ)-এর মাধ্যমে চিঠিখানা রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বাহ্‌রাইনের গভর্নরের কাছে দিলেন এবং তিনি কেসরাকে দিলেন। কেসরা যখন এই চিঠি পড়িল গোস্বায় চিঠিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিল। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যখন এই খবর পাইলেন, ফরমাইলেন আল্লাহ্‌ তাহার রাজত্বকে ঠিক এইভাবে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিবে। তাহার পরই কেস্‌রা মারা গেল এবং রাজত্ব ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

তৃতীয় চিঠি: মিশর ও ইস্কান্দারিয়ার খৃস্টান বাদশাহ মোকাওকাসের নিকট

بسم الله الرحمن الرحيم - الى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى : اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين - فان توليت فعليك اثم اهل القبط - يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا بانا مسلمون -

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

মুহাম্মদ (সঃ)-এর পক্ষ হইতে যিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রসূল কিব্‌তের মহান বাদশাহ্‌ মোকাওকাসের নিকট। সালাম ঐ ব্যক্তির উপর— যে হেদায়তের এতেবা করিবে। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেছি—মুসলমান হও নিরাপদে থাক, আল্লাহ্‌ তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দিবে (দুই কিতাবের উপর ঈমান আনার কারণে ইঞ্জিল ও কুরআন) যদি অবহেলা কর তবে কিব্‌তিওয়ালাদের গুনাহ্‌ও তোমার উপর বর্তাইবে।

হে আহলে কিতাব এমন একটা কলেমার দিকে আস, যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও ইবাদত করিব না, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুর শরীক করিব না, আল্লাহ্ ছাড়া একে অন্যকে প্রভু বানাইব না। যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর অর্থাৎ না মান তবে তোমরা বল তোমরা সাক্ষ্য থাক যে, আমরা মুসলমান। হাতেব বিন্ আবি বাল্‌তা এই চিঠি নিয়া মোকাওকাসের নিকট পৌঁছিল। তখন মোকাওকাস বলিল, আমি তাঁহার সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছি। তিনি কোন অন্যায় কথা বলেন নাই। তিনি পথভ্রষ্ট নন, যাদুকর বা গণকও নন,। তাহার মধ্যে নবুয়তের আলামতসমূহ বিদ্যমান আছে। মোকাওকাস রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চিঠির অত্যন্ত সম্মান করিলেন। হাতীর দাঁতের কৌটার মধ্যে হেফাজত করিয়া রাখিলেন তৎপর একজন কাতেবকে ডাকিয়া আরবীতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর চিঠির জবাব লিখাইলেন।

بسم الله الرحمن الرحيم - لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك - اما بعد : فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو اليه وقد علمت ان نبيا بقى وكنت اظن انه يخرج بالشام وقد اكرمت رسولك بعثت اليك بجار يتين لهما مكان فى القبط عظم وبكسوة اهديت اليك بغلة لتركبها والسلام عليك -

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রহিম

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্‌র প্রতি আজীমুল কিব্‌ত মোকাওকাসের পক্ষ হইতে আপনার উপর সালাম। আমি আপনার চিঠি পড়িয়াছি, যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্ম বুঝিয়াছি। আমি জানিতাম যে, একজন নবীর আগমন বাকী আছে। আমার ধারণা ছিল তিনি শ্যাম দেশে আবির্ভূত হইবেন। আমি আপনার কাসেদের সম্মান করিলাম। আপনাকে দুইটি

জারিয়া হাদিয়া দিলাম ও একটা খচ্চর পাঠাইলাম। আপনি ইহাকে সওয়ারী বানাইবেন। আচ্ছালাম হাতেব বিন বাল্‌তা কাসেদকেও একশ মিশ্‌কাল স্বর্ণ এবং মূল্যবান পোশাক পরাইয়া দিলেন। দুলদুল নামীয় খচ্চর হযরত মাবিয়ার জামানা পর্যন্ত ছিল। তিনি ইহাকে যত্ন করিয়া রাখিতেন।

আরও বিভিন্ন বাদশাহের নিকট রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) দাওয়াতনামা পাঠাইয়া ছিলেন। সংক্ষিপ্ত করার জন্য উল্লেখ করিলাম না। রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর মক্কা বিজয় বইখানা সমাপ্ত করিলাম।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم -

জ্বালাময়ী মনোভাব লইয়া রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর মক্কা বিজয় লিখিলাম। আল্লাহ্‌ আমাদের মধ্যে বিজয়ের মনোভাব সৃষ্টি করিয়া দাও। মুসলিম দেশ ও জাতিকে অজেয় করার জন্য জানমাল কোরবান করিবার তৌফিক দাও। আমীন।

IF B—84/85—P/4261—5250—1/9/1984